আশুসম্বিদ্দায়িনী।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতির সবিশেষ সাহায্যে

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

এবং

উপরোক্ত ব'চস্পতি দ্বারা [illegible] শাধিত হইয়া

কলিকাতা

চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন য[illegible] ক্কত।

সম্বৎ ১৯২২। ফাল্গুন।

মূল্য ১।৹ মাত্র।

ভূমিকা।

সংপ্রতি এতদ্দেশে সংস্কৃত ও বঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ ভাষার শিক্ষা রীতি সকল সুশৃঙ্খল বন্ধনে নিবদ্ধ হওয়ায়, অনেকানেক মহাত্মাগণ দূরদর্শিতালাভ করিতেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মহানগরী কলিকাতা এবং লোকপাবনী সুরতরঙ্গিনীর উভয় তীর নিবাসি প্রজাগণাতিরিক্ত অন্যান্য পল্লীগ্রামস্থ জনগণ প্রায়শঃ অবোধধ্বান্ত কূপে নিমগ্ন হইয়াই কালাতপাত করিতেছে। এবং বিদ্যাবিষয়ে বিমুখতা প্রযুক্ত তাঁহারা যে কত প্রকার অনিয়ম বর্ত্মে পদার্পণ করিয়া আত্মাত্ম অনিষ্ট সৃষ্ট করিতেছেন তাহা অবর্ণনীয়। অর্থাৎ বৃথা বাক্চতুরতা, পাণ্ডিত্যাভিমান, সভামন্যতা এবং দাম্ভিকতাপ্রভৃতি বহু প্রকার লোকগর্হ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া স্বপ্নোপম সুখানুভব করিতেছেন। কেহ কেহবা, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ সূত্রে পরপরিবাদ কুসুমনিচয় গ্রথিত করিয়া সর্ব্বদা স্বপল্লীস্থ বন্ধুবর্গের গলদেশে অর্পণ করিতে সুচেষ্টিত থাকেন। বিশেষতঃ মহদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যারসাস্বাদনে বঞ্চিত হইলে, বহুশঃ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভব। যেহেতু মূর্খতা নিবন্ধন ধনিকুলজ সন্তানগণ, নিস্ব প্রজাজনের প্রতি ভূরিশঃ অত্যাচার বিধান পূর্ব্বক প্রায় সর্ব্বদাই তাহাদিগের মনঃপীড়া প্রদান করিয়া থাকেন। অপিচ তাঁহাদের চিত্তাবাসে, পরহিত সাধন ধর্ম্ম ও শাস্ত্যাদির পরিবর্ত্তে কেবল ঈর্ষা ও লোভ প্রভৃতি কতকগুলি অবিদ্যার অনুচর আসিয়া আশরীর পাতপর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। অপিচ অধুনাতন এই ভারতরাজ্যে ঈদৃশ বিশৃ-

স্থল ঘটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বর্ণনাসাধ্য। অর্থাৎ ঈর্ষা পর-তন্ত্রতা হেতু অনেকের এরূপ স্বভাব যে তাহারা আপনাদিগের অপেক্ষা অন্যের অবস্থার উন্নতি দেখিলেই অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধনে যত্নশীল হয়। অপিচ যজ্ঞাদি কোন কর্ম্মানুষ্ঠীত হইলে প্রায় ইদানীং উহা জিগীষা বশতই আড়ম্বর হইয়া থাকে। পরন্তু, পল্লীগ্রামস্থ জনগণই যে কেবল ঐ রূপ স্বভাবাপন্ন এমত নহে ইহা প্রায় এক্ষণে সর্ব্বত্রই ঘটিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেছি যে, কি রাজধানী কি নগরী, কি পল্লী, অর্থাৎ সর্ব্ব দেশেই গুণগণসম্পন্ন মহাত্ম ব্যক্তিগণ ও অনেকাংশ আছেন। কারণ, ঐ সকল পুণ্যশীল মানবগণ না থাকিলে এতদিন ধরণী ভারসহনে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত রসাতলে প্রবেশ করিতেন।

সে যাহা হউক্ সংপ্রতি একটী আক্ষেপের বিষয় অবশ্য বক্তব্য বিবেচনায় এই স্থানে সাধারণের বিদিতার্থ নিবেদিত হইতেছি; অনুকম্পা পুরঃসর সকলে এতদ্বিষয়ে একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। অর্থাৎ যদিচ মহানগরী সজ্ঞকা রাজধানী অথবা ইহার চতুঃসীমা-বচ্ছিন্ন বৃহৎ বা ক্ষুদ্রং গ্রামাদিতে বহুশোভাষা সৎসন্দর্ভাবয়বে মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রতিদিন মানবমণ্ডলীর মানসভূমিকে নবরস সংঘটিত কাব্য রস প্রসেকে পরিপ্লুত করিতেছে বটে, কিন্তু অস্মদাদির পুরা-কালীয় আর্য্য ধর্ম্মকে ঘৃণাস্পদ ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সংস্কৃতভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরবহীন করা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, পূর্ব্বে বিদ্যাভ্যাসকালে অগ্রে পিতা মাতা কর্ত্তৃক স্বজাতীয় শাস্ত্র শিক্ষায় নিযোজিত হইয়া উহাতে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিলে, পরে ঐ কৃত বিদ্য ছাত্রগণ, অপরাপর ভাষা জিজ্ঞাসু হইত। অতএব তাহাতে বিবিধ বিদ্যা পর্য্যালোচনা হেতু সুতরাং তাহাদিগের ক্রমশঃ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশ হইয়া আসিত। অতএব হে বঙ্গদেশবাসি সুহৃদ্গণ আমি কাতরতাপূর্ব্বক পুটাঞ্জলি সহকারে নিবেদন করি-

তেছি যে; আপনারা স্বীয়২ সুহৃদ্গণকে অপরাপর ভাষা শিক্ষায় নিযোগ করিবার অগ্রেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থে নিয়োগ করিবেন; তাহা হইলে আপনাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইতে পারিবেক। কারণ, এই পরমাদরণীয় ভাষায় বেদবেদান্ত প্রভৃতি বিবিধ ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যাহা সদ্গুরুর অবলম্বনে সাবহিত চিত্তে দর্শন করিলে, অচিরে অজ্ঞান তমোরাশি নাশ হইয়া জ্ঞানালোক উদ্দীপন হইয়া উঠে। যাহা হউক্ হে সদাশয় পাঠক মহোদয়গণ! আপনাদিগের সমীপে আমার এক্ষণে নিবেদন এই যে, প্রমাদজনিত বা বৃথা জল্পিতবাক্য সমূহ এতন্মধ্যে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা অর্থাৎ তজ্জনিত দোষ সমূহ আমাকে নিতান্ত শরণাগত জানিয়া ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ হে পাঠকবর্গ! এতল্লিখিত বিবরণ সকল কাহার কুৎসা হেতু বর্ণিত হয় নাই; কেবল ভারতভূমি মাতার দুরবস্থারূপ তীব্রযাতনা দর্শনে সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে অনুরোধ অবহেলন করিয়া লেখনী স্বয়ং ইসঞ্চালিত হইল।

পুনশ্চ হে ভ্রাতৃবর্গ! যদিচ অস্মদাদির বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে তাদৃশ প্রাধর্য্য নাইতথাচ লোক হিতার্থে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক যথাসাধ্য উপদেশ প্রদান করিলেও সাধুসমাজে সবিশেষ হাস্যাস্পদ হইতে হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া একটি কল্পিত গল্পচ্ছলে সংস্কৃত সাহিত্য ও উপনিষৎ, বেদান্ত, ভগবদ্গীতা ও হস্তামলক প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল হইতে এই গ্রন্থের প্রয়োজনমতে সাধ্যানুসারে বঙ্গভাষায় কেবল তাৎপর্য্য মাত্র সঙ্কল করণান্তর যথা-কাঙ্ক্ষিত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ অধ্যাত্ম রামা-য়ণান্তর্গত রামগীতার আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল এবং শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতার অনেকাংশ ঐরূপ অর্থাৎ পুর্ব্ববৎ তাৎপর্য্য মাত্র বোধানু-সারে সংগ্রহত করিয়া ইহার উদর পুর্ত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু

এতদ্বিষয়ে অবশ্য কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় বহুল যত্ন সহকারে এই গ্রন্থকে সংশোধন করণানন্তর আমার মানস রাজীবকে প্রফুল্লিত করিয়াছেন। বোধ হয়, উক্ত মহাশয় এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে আমার মানস তামরস এতাদৃশ সরস হইতে পারিত না। অধিক কি, পুস্তকখানীকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সাবয়বী করণ মানসে মৎপ্রতি স্নেহের আধিক্য প্রকাশ করিয়া বাচস্পতি মহাশয় স্থানে স্থানে স্বয়ং ও লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, যাহাতে এই মদীয় অপত্য স্নেহাধিক পুস্তকখানীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে নাই। পরন্তু হে গুণজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! তথাচ ইহাতে যদি কোন বর্ণ দোষ বা দূষিত শব্দনিচয় আপনাদিগের দৃষ্ট হয়, তবে স্বীয়২ কৃপা কটাক্ষ বিতরণে দোষরাশি পরিবর্জ্জন পুরঃসর ইহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়া অস্মদাদির শ্রম সফল করিবেন। কারণ, কার্য্যান্তরানুরোধ হেতু ইহাতে আর অধিক সময়ব্যয় করিতে পারিলাম না অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইদানীং ভারতবর্ষবাসি বন্ধুগণের সমীপে বদ্ধাঞ্জলি পুরঃসর নিবেদন এই যে, যদি আপনারা স্বদেশস্থ পুরাকাল প্রচলিত অতিমাত্র পবিত্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নাধান করেন; তাহা হইলে বোধ করি, ভারতভূমিমাতা ও সদ্বিদ্যাগন্ধে সৌরভান্বিতা হইয়া প্রিয়বিদ্বান সন্তানগণের ক্রমশঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইতে পারেন। নচেৎ দেখুন এতদ্দেশে কত প্রকার বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সুকুমার অন্তঃকরণ শিশুগণে অগ্রে

স্বজাতিবিপর্য্যয় ভাষা শিক্ষা করণার্থ নিয়োগ করায় তাহারা উক্ত ভাষায় সুশিক্ষিত ও তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে আস্তিক্য বিরহবর্ত্মে বিচরণ পূর্ব্বক সুতরাং চিরপ্রতিষ্ঠিত বেদবিহিত ধর্ম্মকে উপহাস করতঃ তাঁহার শিরোমুকুট হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যাহা হউক, সংপ্রতি আমি, সদাসজ্জন সঙ্গাভিলাষি দেশহিতৈষি অশেষ গুণরাশি শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণাধিক মিত্র উমেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুমত্যনুসারে যদিচ এই গ্রন্থের রচনা সাহায্য ও পরিশোধন বিষয়ক ভারগ্রহণানন্তর প্রথমতঃ কৃতযত্ন হইয়া কার্য্য সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্দৈব-বশতঃ পরে তাহাতে প্রতিহতভাব ঘটিয়া উঠিল; অর্থাৎ সদা স্বজগণের গঞ্জনাবাক্যে গঞ্জিত হইয়া, আর সুচিরকাল ইহাতে ব্যাপৃত থাকিতে পারিলাম না। সুতরাং শেষে কার্য্যে শৈথিল্য নিবন্ধন ইহার স্থানে স্থানে যে, শব্দাপভ্রংশিত ও সমাসজনিত এবং লঘু গুরুত্ব প্রভৃতি দোষনিবহ গোপিত রহিল। অতএব হে সহৃ-দয় সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! আপনারা স্বীয়২ সারল্যগুণ প্রকাশে তত্তাবৎ পরিশোধনানন্তর পাঠ করিবেন। পরন্ত, যদি কৃপা বিত-রণে এবার সকলে অস্মদাদির শ্রম সফল করেন; তাহা হইলে পুনর্মুদ্রাঙ্কণকালে ইহাকে নির্দ্দোষ করিতে বোধ করি যত্নের ত্রুটী হইবেক না।

কিঞ্চ অস্মদাদির বিদ্যাধন বিহীনতাপ্রযুক্ত যদিচ এই আশুসম্বি-দায়িনী সম্যক্ প্রসাদগুণাদি ভূষণে ভূষিতা হইতে পারেন নাই বটে, তথাচ যিনি ইহাঁকে হতাদর না করিয়া এতদুদ্গীর্ণ বিবরণ সকল মনোময় মন্দিরে স্থান প্রদান করিবেন তাহার সম্বন্ধে ইঁনি অবশ্যই আশুসম্বিদ্দায়িনী হইবেন সন্দেহ নাই। বহুনাবাগ্জালেনালমিতি নিবেদনম্।

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতেঃ।

পুনশ্চ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেছি যে, গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত কুচিল্‌ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বাবু মদনগোপাল ঘোষ মহোদয়দ্বয় এই পুস্তকের প্রারম্ভ সময়ে আমাকে বহুল উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা সভ্যমন্যদিগের উৎসাহ ভঙ্গদ বাগ্‌যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া হইয়াছে এবঞ্চ যিনি২ এই পুস্তকের উচিৎ মূল্যাতিরিক্ত দানে ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই২ দেশহিতৈষি উৎসাহপ্রদ বদান্যশীল মহাত্মাগণের নাম সর্ব্বজনের বিদিতার্থে অনুক্রমণিকার পরভাগে প্রকটিত হইতেছে অনুগ্রহ পুরঃসর সকলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন ইতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৺ গোলোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .... ৪৫৲
৺ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .... ৫৲
শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল ঘোষ .... ১৩৲
" " আনন্দলাল দাস..... ..... ১৬৲
" " কৈলাসচন্দ্র মিত্র .... ১০৲
" " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...... ১০৲
" " নন্দলাল দে .... ১০৲
" " প্রমথনাথ বসু .... ৭৲
" " গোপালচন্দ্র ঘোষ .... ৫৲
" " গোপালচন্দ্র কল্যা ..... ৫৲
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু .... ৫৲
" " শীতলচন্দ্র বসু ....৫৲
" " চন্দ্রকুমার সরকার ... . ৫৲
" " ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ..... ৪৲
" " দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় .... ৪৲

ভূরাদি স্বর্লোক পর্য্যন্ত এই ত্রিলোকী মধ্যে, অতি পবিত্র, নিশ্রেয়স কর, কৈলাসাখ্য এক অদ্রি আছে; যে স্থানে, মারদর্পহারী মহাদেব, শরীরার্দ্ধভাজা গিরিবর হিমবদ্দুহিতার সহিত শুভ্রবিতান মণ্ডিত দিন-মণি মণ্ডল জ্যোতিঃ সদৃশ মণিময় বেদিকামধ্যে, কাল-ত্রয়কে জয় করিয়া নিত্যরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। যে, পর্ব্বতের তিমিরময়ী কন্দরীকে, কিং পুরুষাঙ্গনা-গণ, ভ্রম বশতঃ শর্ব্বরীবোধে, দিবাভাগেই সেই রম্য বিজন স্থানে নিঃশঙ্ক চিত্তে, স্বীয় স্বীয় প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অনঙ্গ কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। যাহার প্রতি শৃঙ্গে, গন্ধর্ব্বাপ্সরঃ প্র-ভৃতি বিবিধজাতি দেবযোনি সকল, মুরজ, ডিণ্ডিম, পণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল লইয়া নানারাগ তালাদির সহিত ঐক্য করিয়া মনোহর সঙ্গীত করিয়া থাকে। এবং যে শৈল শিখরে, অধঃ প্রপতন শীলা ত্রিপথগা আকাশ গঙ্গা, কুল কুল শব্দে শব্দায়মান হওত ব্রহ্ম

লোক হইতে আসিয়া, ধূর্জ্জটির বিস্তীর্ণ জটা কলাপে কিয়ৎকাল বিরাম পূর্ব্বক অবশেষে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। যে স্থানে, শিখণ্ডীকুল, ধ্বনদ্ ঘন ঘনাগমে, আনন্দে উদ্বেল হইয়া, চারুবর্হ নিকর বিস্তার করিতে থাকে। যাহার শিখর দেশে অহরহঃ কেশরি কুলের ভীষণ নিনাদ আকর্ণন করিয়া, করভানু-গামি করেণু কদম্ব, অতিমাত্র বেগে দিগন্তরে ধাবমান হয়। এবং এতাদৃশ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় কৈলাস ধামের প্রায় প্রতি বৃহন্দে, চতুরাননের মানস সরোবরের ন্যায়, কুজন্তুঙ্গ সরোজরাজি সুশোভিত সরসী সকল শোভা পাইতেছে। যে সরোবরস্থ পঙ্কজিনী সমুদ্ভূত শৈত্যগন্ধ আঘ্রাত হইয়া, সৈকত চরিষ্ণু সারস কদম্ব, কল নির্হ্রাদে দিঙ্মণ্ডলকে, ব্যাপন করিতে থাকে। এবং যাহার তট সমীপস্থ নব নিরদাবলির ন্যায়, শ্যামলবর্ণ পল্লব বিমণ্ডিত নৈয়গ্রোধ প্রভৃতি বিবিধ জাতি বিটপী মূলে, মহাতপা ঋষিকুল, ব্রহ্মানন্দে বাষ্পাকুল হইয়া অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে, যোগ বলে সমেত প্রাণাপাণকে, ভ্রূযুগ্ম মধ্যে, উন্নয়ন করিয়া অহর্নিশ ধ্যান পরায়ণ আছেন। আহা! বোধ হয় সেই মনোরম পবিত্র কর শৈল বিপিনে পুষ্পধম্বা, অনলরেতা ঈশানের নেত্র জন্মা বহ্নিতে, পুনরায় দগ্ধ ভয়ে অন্তর্হিত ভাবে, ধনুষ্পাণি হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

এতাদৃশ সুশোভিত কৈলাস গিরি মধ্যে, সেই রজত গিরিনিভ কৃত্তিবাস, ভুবন মনজ্ঞ সীতাংশুকে, অবতংস করিয়া পরশু, মৃগ, এবং বরাভীত পাণি হইয়া প্রজ্ব-লিত পাবক বৎনেত্র ত্রয়, প্রত্যাননে ধারণ করত অর্দ্ধাঙ্গ হরা প্রালেয়াচল কুমারী জগদম্বিকার সহিত নিত্যরূপে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। একদা পা-র্ব্বতী, এক অদ্ভুতকার্য্য অবলোকন করিয়া আহা কি-মাশ্চর্য্য! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং! এই রূপ পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য্য সূচকবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অন-ন্তর, স্বীয় নাথকে প্রণয় সম্বোধনে কহিলেন। হে সর্ব্বান্ত-র্যামিন্! ভগবন্! সহসা এক অত্যাশ্চর্য্য সংঘটনা সন্দ-র্শন করত ইহার তদন্ত বিদিত হইবার নিমিত্ত, বারং-বার শ্রবণোন্মুখ চিত্ত, উৎকলিকাকুল হইয়া আমাকে অনুরোধ করিতেছে। অতএব যদি অধীনীর প্রতি সানুকূল হইয়া ইহার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে চরিতার্থতা লাভ করি।

ভগবান্ ব্যোমকেশ, ঈশানীর সহসা সচকিত ভাব সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি কল্যানি! ইতোমধ্যে, কি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট করিয়া এবম্ভূত আশ্চর্য্যান্বিত হইলে? আমার নিকট তাহা স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত কর। জগজ্জননী, কৈলাস নাথের বাক্যাব-সানে করপুটে কহিলেন; ত্রিলোকনাথ! যে রূপ

বিলোকন করিয়া লোমহর্ষিত ও সচকিত ভাবাপান্না হইলাম, তাহা নিবেদন করিতেছি; শ্রবণ করিয়া অধীনীর মনের সংশয় নিরসন করুন্। এই মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে, পাঁচটী অমিতরূপ শালিনী সুর সম্ভোগ্যা বরাননা নবীনা কামিনী, এবং দুই জন কৌমার ব্রহ্মচারীর অবয়ব ভূরিতেজাঃ পুরুষ, তাহারা স্ত্রী পুমান্ সমষ্টি সপ্তজন, প্রথমতঃ মর্ত্ত্যলোক হইতে ক্রমশঃ জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় আকাশ পথে উদ্গত হইল। অনন্তর, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন হইয়া, দুইজন যুবতী, নাকপথে, আর, অপর তাপস যুবাদ্বয় এবং প্রকৃতিত্রয়, সামবেদ বেত্তা মহর্ষি জৈমিনির আশ্রমাভিমুখে প্রয়াণ করিল। অতএব হে প্রভো! আশুতোষ! ইহার অদ্যোপান্ত বিবরণ, অধীনীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর বিবরণ করুন্। জগদ্গুরু ভগবান্ ভর্গঃ, পীযূষময় বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া প্রহাস্য পঞ্চ বক্ত্রে, স্বীয় ভাবিনীর প্রতি তির্য্যক্ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন। প্রিয়ে! পর্ব্বত রাজ তনয়ে! যদি শ্রবণেচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তবে মদীয় বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব বিষয়ে চিত্তকে অভি নিবেশ কর।

বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণভাগে বিরাড়্ ভূমি নামিকা এক মহান্ জন পদ আছে; যে খানে, পূর্ব্বানাম্নী স্রোতস্বতী, বেগবতী হইয়া অহরহ; অধিত্যকা হইতে প্রপ-

তন পূর্ব্বক ঝর ঝর শব্দে ক্রমে অধঃপতন শীলা হই-
তেছেন। সেই প্রসিদ্ধজন পদমধ্যে সর্ব্বসিদ্ধ সংজ্ঞকা
এক বিখ্যাত মনোরমা নগরী আছে। যাহাতে পুরা
কালে, সোমবংশীয় বিষ্ণু যাজীনামা এক সম্রাট্, অভি-
নব সিংহাসন সংস্থাপিত করিয়া বহুকাল স্বীয় ভুজবলে
সাম্রাজ্য সম্ভোগে করিয়াছিলেন। সেই মহাতেজাঃ
প্রজাপতি, পার্থিব লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র লোক
গমন করিলে পর, তদীয় বংশাবলি সকলেই প্রায়
সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে সেই সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হ-
ইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ছিলেন; কিন্তু
অধুনাতন, সেই আজন্ম বিশুদ্ধ বংশে, গুণার্ণবাখ্য
অমিত গুণশালী এক বংশধর অবতীর্ণ হইয়া তিনি
যুবাকালে পিতৃ হীনতাপ্রযুক্ত, সচিবগণের অনুরোধানু
ক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু চিত্তে সুখী
হইতে পারিলেন না; কারণ বৃদ্ধ নরপতির সংসার লীলা
সম্বরণের অনতি চিরকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে, অরাতি
মণ্ডল, এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিয়া ছিল, যে, যাহাতে
প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার রাজ্য মধ্যে উপদ্রব হইতে লা-
গিল। সুতরাং তিনি তাঁহার চিত্তকে, এই নিমিত্ত সন্তোষ
রাখিতে পারিতেন না। অতএব অশেষ সুখময়ী হই-
য়াও সেই ভয়ঙ্কর অর্য্যাক্রান্ত রাজধানী, তাঁহার সম্বন্ধে
তৎকালীন অনির্ব্বচনীয় চিন্তাময়ী হইয়া উঠিয়া ছিল।

এমন কি, নির্জ্জন হইলেই প্রায় তাঁহার নেত্রযুগল হইতে বাস্পবিনির্গত হইতে থাকিত।

কিন্তু দৈবানুগৃহীত রাজবংশোদ্ভব সুকুমার মূর্ত্তি কুমারেররাজনীতি প্রভৃতি, শস্ত্রশাস্ত্র, সকল বিষয়েই অল্পকাল মধ্যে, নিপুণতা জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ও প্রিয় সম্ভাষণ, দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন, এবং কর্ম্ম দক্ষতা, যুবরাজ প্রায় এক প্রকার এই সকল গুণের আকর স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ মাহাত্ম্য ও কার্য্যদাক্ষ্য সন্দর্শনে, রাজ্যস্থ প্রজাসমূহ, অল্পদিবস মধ্যে প্রায় সকলেই বশবর্ত্তী হইয়া আসিল। অতএব তিনি, প্রজাদিগের রাজানুরাগতা প্রকাশ দেখিয়া পুনরপি আনন্দ সহকারে কথিত সুনিয়মা বলিতে সময় যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, এক দিবস রাজকমার, প্রগাঢ় তমময়ী তমস্বিনীতে অন্তঃপুর মধ্যে, দুগ্ধ ফেণ নিভ শয্যার শয়ন করিলে দৈব প্রেরিত পূর্ব্ব সংঘটন রূপ কোন বিবরণ, তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে, সেই বিষর চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে নিদ্রাদেবীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হইবার উপক্রম করিতেছেন; অত্রাবকাশে সেই, নিভৃত নিশিথ সময়ে অতি দূর হইতে, পরিত্রাণকর, পরিত্রাণকর, এই রূপ কাতরোক্তি ধ্বনি শ্রুত হইয়া অতিকৃপালু স্বভাব সেই নৃপতনয়, অমনি তৎক্ষণাৎ শয্যা

হইতে গাত্রোত্থান করতঃ স্বভবন হইতে বহিঃস্থত হয়ই। ক্রমে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগত শব্দানুসারে, রাজধানীর অদূরবর্ত্তি কান্তারমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, সেই বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় শব্দ শ্রবণ মানসে, কিয়ৎকাল একটা দীর্ঘ মহীরুহ মূলে, দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে, কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিবা মাত্র, পুনরপি ঐ ধ্বনি পূর্ব্ব বৎ আসিয়া শ্রুতি গোচর হইল; কিন্তু যখন, সেই করুণাপূরিত স্বর শ্রবণ করিয়া রাজনন্দনের স্পষ্ট রূপে প্রতীয় মান হইল, যে, ইহা একটা বিপন্না অবলা জাতির কণ্ঠ ধ্বনি, তাহার কোন সংশয় নাই। তখন তিনি, আপনার রাজ্য মধ্যে স্ত্রীহত্যা ভয়ে, ক্ষাত্র কুলোচিত হৃদয়ে সাহস নিধান করিয়া মহানশূরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অতীবগম্ভীর নাদে কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আসিয়াছি। আমি এই রাজ্যের প্রশাস্তা অদ্য তুমি দেব, যক্ষ, রক্ষো, গন্ধর্ব্ব বা মনুষ্য, যে জাতির স্ত্রী হও. যদি মায়াবিনী না হইয়া সত্য শঙ্কট সাগরে পতিত হইয়া থাক, তবে অবশ্যই রক্ষা করিব; নচেৎ, রাজন্যকুলের শূরত্বে এবং ধর্ম্মের প্রতি কলঙ্ক হইবে। কারণ, ক্ষত্রিয় সন্তানদিগের এতাদৃশ শাল প্রাংশুর ন্যায় মহান্ বাহুযুগল, বিশাল বক্ষ এবং সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় শারক পরিপূরিত তূনীর ও কার্ম্মুক ধারণ করা কেবল

ভয়াত্তরকে ভয় হইতে রক্ষা ও দুর্জ্জনগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত। অতএব তুমি যে হও আমি তোমার রক্ষার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম সন্দেহ নাই। ভূপতি গুণার্ণব, এইরূপ আশ্বাস বাক্যদানে, নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, কিন্তু দূরে থাকিয়া দেখিলেন, যেন একটা তেজোরাশিতে অরণ্য ভূমি, আলোকময়ী রহিয়াছে; কিন্তু হুতাশনও দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। কেবল সেই জ্যোতীরাশি হইতে, পূর্ব্ববৎ পরিত্রাণ কর২ এইরূপ শব্দ মাত্র বহিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ কাতরোক্তি যত ক্রমশঃ [illegible] হইতে লাগিল; মহারাজ, ভত আমি আসিয়াছি [illegible] রক্ষা করিতেছি, ইত্যাকার পুনঃ২ আশ্বাস সূচক [illegible] প্রদান করতঃ সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, এক [illegible] সম্পন্না, চারুচন্দ্র নিভাননা, হরিণ প্রেক্ষণা, এক [illegible]না রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়া রহিয়াছে। এবং ভূতকম্পা শরীরে, প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া অজ্ঞানতঃ কহিতেছে, প্রাণ যায় প্রাণ যায়! আর প্রহার করিওনা। রে নিষ্ঠুর! তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনার্থ কণ্ঠভূষণ অর্পণ করিলাম; এই গ্রহণ কর। এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করতঃ পার্শ্বদেশ স্থিত মহীপাল নন্দনের পদযুগলে, সেই মণিময় মালা নিহিত করিয়া ভূরিষ্ঠ প্রহার যাতনা ভয়ে, ভীত হইয়া পুনশ্চ উপহত চেতনা হইল।

যুবরাজ, এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রথমতঃ চিত্রার্পিতর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। পরে অনতি-কাল বিলম্বে, এই অঘটন ঘটনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হওনার্থে সতৃষ্ণমনাঃ হইয়া, যুবতীর চৈতন্যো-দয়ের নিমিত্ত প্রাণপণে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। কিন্তু গতায়ুর্যামিনী মধ্যে, তাঁহার পরিশ্রমের কোন ফল দর্শিল না। এদিকে অনপেক্ষণীয়া শর্ব্বরী শেষ হইয়া আসিল। আমোদিনী কুমুদিনী মলিন হইয়া গেল ও বিরহিণী নলিনী, আগতপতি দিনমণি সন্দর্শনে কৌতুকিনী হইয়া বিকসিত মুখে হাস্য করিতে লাগিল। এবং ক্ষুধাকুল বিহঙ্গকুল প্রভাত দর্শন করত আহ্লাদিত হইয়া, স্বীয়২ রবে চরেং বিচরণ করিতে লাগিল। জন্তু নিচয়, বিষয় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্বং কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যান্বিতা যুবতী, আপন অভিলষিত পতি নরপতিকে প্রাপ্ত হইয়াও মৃত্যুপতি সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরের দুষ্পূরণীয় প্রেমাশা পরিপূরণ ও প্রহার যন্ত্রণা ভয়ে, ভাতাও কাতরতা প্রযুক্ত মূর্চ্ছার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। মহারাজ, প্রথমতঃ তাদৃশী দূরবস্থাপন্না যুবতীকে অরণ্য মধ্যে একাকিনী রাখিয়া, রাজধানীতে গমনানুচিত, দ্বিতীয়তঃ রাজকুলের আভি-জাত্য রক্ষা ও পরকীয়া স্পর্শ করাও অবিধেয় বোধে সংশয়াবিষ্ট চিত্ত হইলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ের সংশয় ছেত্রী,

নিহিত মণিমালাতে দোষ বিহীন বিবেচনায়, অবশেষে সেই বিপদাকর অরণ্য হইতে স্থান চ্যুতকরণ বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া, ভূপতি, স্বয়ং সেই পীনস্তনী চার্ব্বঙ্গী কামিনীকে, আপনার উত্তরীয় বসন আবরণ পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করতঃ কিয়দ্দূরে লইয়া, একটা স্নিগ্ধচ্ছায়া তমাল তরুতলে রক্ষা করিলেন। এবং তথায় দেখিলেন, অপরিচিত দুইটী যুবা, গণ্ডদেশে করার্পিত করিয়া, সেই পাদপ মূলে অতি বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছে। অপিচ, তাহারা উভয়েই তৎকালীন এত গভীর চিন্তানীরে নিমগ্ন ছিল, যে, অভিমুখাবর্ত্তী যুবরাজ, তাহারদের নয়ন পথে পতিত হইলেন বটে, কিন্তু চৈতন্য পথে উদয় হইতে পারিলেন না। নৃপকুমার উপবিষ্ট যুবাদ্বয়কে কৃত্রিম পুত্রিকার ন্যায় স্পন্দহীন শরীর অবলোকন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। পরে যামিনী জাগরণ ও একটা মৃতকল্পা স্ত্রীকে ভার বাহের ন্যায়, স্বয়ং বহন ক্লম নিবারণার্থে আঃ! ইত্যাকার বিরাম সূচক ধ্বনি করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, যুবতীর অবগুণ্ঠন বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দীর্ঘকাল সেই বিকসিত বদনার বিন্দের প্রতি, নিমেষ শূন্য নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং চার্ব্বঙ্গীর অভিরাম বদনের ভাব দর্শন করতঃ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত

হইয়া কহিলেন। অহোবিশ্ব স্রষ্ট! তোমায় ধন্য। যেহেতু, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি, আমার আর কথনই ঈদৃশী স্থির সৌদামিনী সদৃশ কামিনী দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই। অতএব বোধ হয়, বিশ্ব নির্ম্মাতা, ভুবনের রূপ নিচয় হইতে কিঞ্চিৎ২ করিয়া সঞ্চয় পূর্ব্বক সেই সকলকে সংযোগ করত এই নিরূপম নিতম্বিনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আহা! এই সুলোচনার সুলোচন দর্শনাবধিই বুঝি সুলোচনাগণ অভিমানিনী হইয়া নিবিড় নিবিড় মধ্যে গমন করিয়াছে। অনুভব হয়, কমলাসন, করি অরির কটী গর্ব্ব খর্ব্বকারিণী স্বরূপা এই সুমধ্যমা পীবরস্তনীকে সৃজন করণাবধি, এ পর্য্যন্ত রূপ সংগ্রহের বিষয়ে, তাঁহার মনে এক প্রকার ঔদাস্য জন্মিয়া রহিয়াছে। নচেৎ অবশ্যই কোন স্থানে ইহার উপমাদৃষ্ট গোচর হইত তাহার সংশয় নাই। সে যাহা হউক, একাধারে এত রূপাতিশয্য দৃষ্টি গোচর হওন অসম্ভব। মরি! মরি! যত দেখি ততই যে, মনের তৃপ্তি না হইয়া ক্রমে অভিনব ভাবের উদয় হইতেছে। যুবরাজ গুণার্ণব, এবম্যুক্ত বিবিধ প্রকার বাক্য দ্বারা, সেই মনোহ-হরার প্রশংসা করিতে২ চিত্তে অন্য ভাবের উদয় হওয়ায়, শেষে সাতিশয় যত্ন সহকারে তাহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং আপনার দুকূল দ্বারা সুচারু পঙ্কজাকীর্ণ সরসীকূল হইতে, সুশীতল পদ্ম-

গন্ধ সমন্বিত সলিল আনয়ন পূর্ব্বক ললনার নলিনমুখে সেচন ও কমলদল হইতে নবীন কোমলদল আনিয়া তাহাতে সংস্তর করিয়া দিলেন। কিন্তু রাজতনয় যখন দেখিলেন, যে, তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল, তখন তিনি, অতিশয় শোকে বিলপমান হইয়া সেই মৃতকল্প যুবতীর চিবুকে কর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন। অয়ি নয়নোৎফুল্ল কারণি! একবার নয়নোন্মিলন করিয়া কথা কও। আমি তোমার রক্তোৎপল সদৃশী শরীরের সুষমা সন্দর্শনে, মনঃ প্রাণে অত্যন্ত কাতরতা প্রযুক্ত আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না; বোধ হয়, আমার প্রাণ, তোমার মূর্চ্ছাভঙ্গ বিষয়ে অক্ষম জন্য অবমানিত বোধে, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর গমনের উদ্যম করিতেছে। অতএব একবার প্রসন্না হও। নচেৎ তোমায় এ প্রকার মূর্চ্ছাক্রান্তা নয়নগোচর করিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিনা। যাই জীবনে এপাপ জীবনে সমর্পণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ হই। একে সেই হৃদয় পর্য্যঙ্কশায়িনী বরারোহা কামিনীর বিরহাগ্নিতে সর্ব্বদা হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; তাহে আবার দগ্ধ মদনের দুর্ব্বিষহ শরদহন, এ সময়ে শরীরকে যে, সমিদ্ধাগ্নির ন্যায় দাহন করিতে লাগিল। হায়! এ আবার কি হইল! অকস্মাৎ এক অঘটনার সংঘটনা হইয়া ক্রমে যে, ঘৃতাহুতির ন্যায় অধিকতর যন্ত্রণা সম্পাদন

করিতে লাগিল। রে যন্ত্রণাগ্নে! তুমি কি বসবাস করিবার আর স্থান প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই দেহেই আবাস স্থান স্থির করিয়াছ? নচেৎ স্বপ্নোপম সুখের ন্যায় ক্ষণিক দর্শনে যাবজ্জীবনের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া, এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে কেন? হে প্রতিকূল বিধাতঃ! তোমার কামনা সিদ্ধ হইল? তুমি ইদানীং মাদৃশ বিরহ বিধুরগণের প্রাণ গ্রহণ নিমিত্ত এত যত্নশীল হইয়াছ? অহো! ক্রোড়স্থিত বালকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিলে, তাহাতে কদাপি কাহার পৌরুষ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

মহীপাল, অবিরত এইমত, বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিলাপ করিতেছেন; ইত্যবসরে কামিনী, চেতন প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র নয়নোন্মিলন করিয়া পুনরায় মুদ্রিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন কোন গাঢ় চিন্তায় নিযুক্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অতি মৃদুলস্বরে কহিতে লাগিল; মহাশয়! আপনি কে? এ অনাথা হতভাগিনীকে, যত্নসহকারে ক্রোড়ে লইয়া মুখাবলোকন করতঃ স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। বোধ হয়, ভগবান্ করুণানিধান বিশ্বস্রষ্টা, আপন দয়া ও মহীমা প্রকাশ করিয়া বিপদাক্রান্তা পাপীয়সীর প্রাণদান করণার্থ, তদাংশাবতার স্বরূপ করুণ হৃদয় মহোদয়কে বনমধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজকুমার, সতৃষ্ণ চাতক হৃদয়ে, কামিনী জলদাবলি

হইতে বাক্য বারি বৃষ্ট হওয়ায়, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ভুবনজন মনোমোহিনী বালাকে মুক্ত রোগিণী বিবেচনায়, জগদীশ্বরের অপার মহীমার প্রতি ভূয়ো ভূয়ো ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন, মৃগেক্ষণে! তোমার চৈতন্যোদয় হওয়ায় পরমানন্দ লাভ বোধ করিলাম। অতএব তোমার বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তের শঙ্কা নিরাস করণজন্য এক্ষণে আত্ম পরিচয় প্রদানে স্বীকার আছি, অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর অবধারণ কর। সরল স্বভাবা বালা, আগ্রহাতিশয় প্রকাশে কহিলেন। হে মহানুভব! প্রগল্‌ভতা প্রকাশাশঙ্কায়, তদ্বিষয়ে বুভুৎসুচিত্ত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত ছিলাম। যদি, স্বয়ং সদাশয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক এরূপ সানুকূল হইলেন; তবে শ্রবণ লোলুপচিত্তকে আত্ম পরিচয় প্রদানে পুলকিত করিবেন তাহার অপেক্ষা কি? আত্ম পরিচয় প্রদানোদ্যত রাজনন্দন, মধুরভাষিণী কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়ি চার্ব্বঙ্গি! তবেশ্রবণ কর।

পরম পবিত্রকারিণী ত্রিলোক তারিণী ভাগীরথীর ন্যায়, প্রবল বেগবতী পূর্ব্বানাম্নী তটিনীতটে জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বসিদ্ধ নগরে, পবিত্রকরনামা, অতি বিনীত, পর ব্রহ্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। এই দুর্ভাগ্য, তাঁহার এক মাত্র সন্তান। পিতা, আমার গুণার্ণব আখ্যা-রক্ষা করিয়া নামানুযায়ি বিদ্যা শিক্ষার্থ, দৈব প্রেরিত

দেবাকার তিন জন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ আচার্য্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দদায়িকা নাম্নী উদ্যানস্থ অট্টালিকায়, বিদ্যালয় নিরূপণ করতঃ তাঁহাদিগের হস্তে আমায় সমর্পণ করিলেন। আমি, সুশিক্ষক ত্রয়ের আদেশমতে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রম সহকারে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অহোরাত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়া যথাসাধ্য কৃতকার্য্য হইলাম। এবং ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ে, বাল্যসংস্কার বশতঃ এক প্রকার দৃঢ়ভক্তি থাকা বিধায়, প্রতি দিন দীননাথের গুণানুকীর্ত্তন বিষয়ক এক একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া শিক্ষকদিগকে সংশোধনার্থ অর্পণ করিতাম। এক দিবস, অতি প্রত্যূষে, জগৎপিতা জগদীশ্বরের অপার মহিমার এক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা শিক্ষক সমীপে পাঠ করিতেছি, ঈদৃশ সময়ে, দেখিলাম, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অন্যান্য যানারোহী প্রভৃতি অসংখ্যক পদাতিক সৈন্য সকল সমভিব্যাহারে পিতার প্রধান অমাত্য হরিহর, রাজ আজ্ঞানুসারে আমাকে লইতে আসিয়াছেন; এবং তিনি নৃপনিদেশ, শিক্ষকগণ সন্নিধানে আবেদন করিয়া সম্মানোচিৎ করপুটে আমার অভীপ্সিত অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া অভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। আমিও বহু দিবসাবধি, পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ অদর্শনে কাতর ছিলাম, যদৃচ্ছায়, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক

শুভ সময় নিরূপণ করিয়া শিক্ষকত্রয় সমভিব্যাহারে, পিতৃপ্রেষিত ঐরাবৎকল্প করিবরারোহণ করিয়া সুচির-কাল দর্শন বিরহিত পিতামাতার পাদপদ্ম. যুগল এবং অন্যান্য স্বজনগণ সন্দর্শন লালসায় অতি সত্বর বহুতর বাহিনী সমভিব্যাহারে বিদ্যালয় হইতে যাত্রা করিলাম। গমন করিতে করিতে দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইয়া, পি-তার প্রভূত বৈভব অবলোকন করিয়া প্রচুরানন্দে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, পুরীর চতুঃপার্শ্ব পরি-বেষ্টিতা, দুর্গ নিম্নস্থ পরিখা স্রোতস্বতী, বেগবতী হইয়া, যেন অরাতিকুলকে উন্মূলন করণ মানসে গভীর,নীরতরঙ্গ কৈতবে পুনঃ পুনরুদ্যম করিতেছে। দুর্গস্থিত বিবিধ জাতি সেনাগণ, অর্থাৎ শূলী, মুশলী, নারাচী, পারশ্বধিক, ভৈন্দিপালিক, ঐন্দ্রন্দ্রজালিক, তবকী, ধানুকী ইত্যাদি সমর নৈপুণ্যশালী শূরগণ, কেহবা রঙ্গধূলী মর্দন করতঃ বাহ্বাস্ফোট, কেহবা কোষ হইতে খরতর তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া লম্ফ প্রদান করিতেছে। যেন, সম্মুখ সংগ্রাম উপস্থিতের ন্যায় সকলে, মহান্ কোলাহল ধ্বনি করতঃ মুহুর্মুহুঃ মেদিনীকে কম্পমানা করিতেছে। আর সেই সুশানিত শস্ত্র সকল, প্রাবৃট্‌কালীয় ঘন ঘটার ঘোরতর নিনাদ সহযোগিনী শত শত সৌদামিনী প্রভা-সদৃশ চাক চক্যতারূপে প্রকাশ পাইতেছে। কোনদিকে, মদস্রাবী মাতঙ্গ মণ্ডল,লৌহদণ্ডাকার শুণ্ডোত্তলন পূর্ব্বক

বৃংহিত ধ্বনি করিতেছে। কোথাওবা কুরঙ্গ জবক্ষম তুরঙ্গ সকল, হেষারবে বারংবার আরোহীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যেন সমর যাত্রায় সঙ্কেত করিতেছে। এমন কি, সেই তুমুল শব্দনিচয়, উপচিত হইয়া বোধ হয়, দিঙ্‌মণ্ডলকে ব্যাপন করতঃ শত্রু সমূহের হৃদ্বিদারণ করিয়া ফেলিল। তদনন্তর, এইরূপ চতুরঙ্গিণী সৈন্যাদি দর্শন করিয়া ক্রমে দুর্গ অতি ক্রমণ পূর্ব্বক রাজ হংসাঙ্গ দ্যুতি রাজপ্রাসাদের কৃত নির্ম্মাণ শিল্প নৈপুণ্য এবং সিংহদ্বাঃস্থ দুর্দ্ধর্ষ অর্গল নিযুক্ত কবাট সকল দৃষ্টে, দৃষ্টির কিয়ৎকালার্থ নিমেষ শূন্য হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন, সিংহাসনস্থ নরনাথের পীযূষপরিপূরিত স্নিগ্ধ সুচারু চন্দ্রাননে, প্রখর প্রভাকর করস্পর্শাসহিষ্ণু হইয়া, সুরসূত, স্বয়ং সৌররথ পরিত্যাগ পুরঃসর অবনী মণ্ডলে অবরোহণ করতঃ স্বীয় কলেবর বিস্তার পূর্ব্বক কবাটরূপে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহাহউক, আমি প্রবিষ্ট হইয়া যখন ক্রমে সিংহাসন সমীপে গমনোদ্যম করিলাম, তখন সেই রাজসভ্যা মধ্যে দেখিলাম; পিতা, যেন অমরগণ মধ্যে দ্বিতীয় বাসব হইয়া, চতুঃপার্শ্বে সচিবচয় পরিবেষ্টিত সিংহাসনে অধ্যাসীন রহিয়াছেন। দেখিয়া, আমি তাঁহার অপত্য হইলেও, তৎকালীন এমনি এক প্রকার মনে সন্ত্রাস জন্মিল, যে, ভূপতির আহ্বান কালের

পূর্ব্বে, এক পাদও বিক্ষেপ করিতে পারিলাম না। অতএব হে বরাননে! যখন, আমাকে, পিতৃ বৈভব অবলোকন করিয়াও ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইতে হইল, তখন অপরিচিত বিদেশীয় বা স্বদেশীয় ভীরু প্রকৃতি প্রজা-গণের, যে, লোম হর্ষণ, বেপথু এবং গাত্রে স্বেদজল নির্গত হইবে তাহার সংশয় কি? কারণ সেই সভাস্থ সভ্যগণ, যেরূপ ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও চাতুর্য্য সহকারে অবস্থান করতঃ নানাপ্রকার শাস্ত্র প্রামাণিক এবং যুক্তি যুক্ত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছেন, দেখিয়া, অন-ভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে ও তন্মধ্যে সভ্য হইতে কদাপি সাহস করা সম্ভব হইতে পারে না। বিশে-ষতঃ রাজভটগণ, করে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সভার এক এক ভাগে আদিত্য কুমারের, দ্বারপালের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এবং স্তাবকগণ, বহু প্রকার স্তুতি বচন প্রবচন করিয়া স্তব করিতেছে। উত্তর কোশলাধিপতি রাজচূড়ামণি রাজা দশরথের বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বহুল কোবিদগণ, জ্ঞান শাস্ত্র ও রাজনীতি বিষয়ক ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত বাক্য সকলের প্রসঙ্গ করতঃ বসুধানাথের অশেষ পরিতোষ জন্মাইতেছেন। আমি এই সমস্ত অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া, ধরা বিলুণ্ঠিত হইয়া পিতাকে অভিবাদন ও প্রধান২ অমাত্য গণকে যথা ন্যায়তঃ সম্মান সূচক সম্ভাষণ করিয়া,

উপবেশনার্থ পিতার অনুজ্ঞা প্রতীক্ষায়, কৃতাঞ্জলি হইয়া কিয়ৎকাল দণ্ডায় মান থাকিলাম। পিতা, অপত্য স্নেহে, আমায় সাদরে ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। এবং বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক শিক্ষকগণে অসংখ্য সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিলেন। এবং আমায়, অন্তঃ পুরমধ্যে যাইতে অনুমতি করিলেন। আমি, পিতার আজ্ঞানুক্রমে, মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। মদেকপুত্রা জননী, দীর্ঘকালের পর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে২ আপনার ক্রোড়ে আরোপণ করিলেন। আমি, মাত্রঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতেছি, ঈদৃশ সময়ে, আমার এক জন অনুচর আসিয়া কহিল; রাজকুমার! আর কালব্যাজ করিবেন না, ত্বরায় আগমন করুন। আপনার শিক্ষকগণ বিদায় গ্রহণ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে দণ্ডায়মান আছেন। আমি, সহসা এই অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ, পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরু জনের যথা রীতি সম্মান রক্ষা করিয়া উদ্যানে প্রাসাদোপরিস্থ বিদ্যালয়ে গমন করিলাম। শিক্ষকগণ, আমায় সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! অদ্য আমাদিগের পরিশ্রম সকল সকল হইয়াছে। আমরা পরম পরিতোষে আশী-

র্ব্বাদ করিতেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া, এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপতিকে স্ববশে রাখিয়া, বহু রত্ন প্রসবত্রী ধরিত্রীর পতি হইয়া নিরুদ্বেগে সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর। আর আমরা তোমায় পারিতোষিক স্বরূপ তিনটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। সযতনে অঙ্গুলিতে রক্ষা করিবে। ইহা ধারণ করিলে, জলে, অনলে ও ভূম্বাদি পতনে, কিম্বা অস্ত্রাঘাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে, অর্থাৎ কোন প্রকারে কিছুতেই শরীর বিনষ্ট হইতে পারিবে না। এই বলিয়া, অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। এবং অপত্য সদৃশ স্নেহভাজন শিষ্যের ভাবি বিচ্ছেদ ঘটনা মনে করিয়া আচার্য্যগণ, অতিমাত্র কাতরতা পূর্ব্বক বাস্পবারি মোচন করিতেং বহুবিধ জ্ঞানোপদেশ দিয়া পরিশেষে বিষণ্ন বদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন॥

শিক্ষকবর্গ বিদায় হইলে, আমি একাকী সেই দিবাকে অতি কাতরে অতি বাহিত করিলাম। রজনীতে, গ্রীষ্মপ্রযুক্ত গৃহে শয়ন করিয়া সুস্থির থাকিতে ক্লেশবোধ হওয়ায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে, সে স্থান হইতে বহির্ভিমুখ্দ্ধিতে আসিয়া, উদ্যানের রমণীয় শোভা নিরীক্ষণে কিঞ্চিৎ মাত্র উৎকণ্ঠা দূরীকৃত হইলে; পুনশ্চ প্রাসাদহইতে অবরূঢ় হইয়া সেই উদ্যান মধ্যে আসিলাম। অনন্তর মাধবী লতা মণ্ডপে শয্যা সজ্জা পূর্ব্বক শয়ন করিয়া, চন্দ্রিক-

য়াম্বিতা রজনীর চারু চন্দ্রিকা প্রভাবে মনোহর কুসুম সমূহে দর্শন ও পূর্ব্বানদী হইতে উদ্যানাগত শৈত্য সৌরভ্য সমাযুক্ত অনিল সেবনে, অচেতনে নিদ্রিত হইলাম। কিয়ৎকালান্তে, নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, তবাকৃতি যৌবনাঙ্কুরোদিতা এক বালিকা, শয্যোপরি আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক অবলাকুল, যে নিতান্ত সরলা তদ্বিষয়ক বক্ষ্যমাণ, বাক্য কৈতবে ব্যক্ত করিতেছে।

আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরি,
কভু নাহি হেরি, জনমিয়াবধি।
বিধি সযতনে, গঠি তোমাধনে,
নারী বিনাশনে, পাঠায়েছে নিধি॥
হেরিয়া নয়নে, কামিনী কেমনে,
রহিবে জীবনে, ভাবিতাই মনে।
হইবে বিক্রীত, জনমের মত,
নহে অন্যমত, বুঝি অনুমানে॥
তোমাধনে ধনী, হয়েছে যে ধনী,
সেইসে মানিনী, মেদিনী মাঝারে।
করিতাই মিনতি, হে বাঞ্ছিত পতি,
কর অনুমতি, বরি তোমারে॥

সর্ব্বসাক্ষী করি সাক্ষী এ প্রাণ অর্পণ।
করিব হে নহে কভু প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন॥
হেরিয়া কৃপানয়নে কর কৃপাদান।
কও কথা যাক্ ব্যথা যুড়াউক প্রাণ॥
হেনবেলা কেন ছলা অবলার প্রতি।
ধরকণ্ঠ হার মোর প্রেমে হও ব্রতি॥

আমি, এবম্মুক্ত অমৃতাভিষিক্ত বচনে পুলকিতাঙ্গ হইয়া, অজেয় অনঙ্গের কুসুম বাণাঘাতে অধৈর্য্য হওতঃ সেই নিষ্কলঙ্ক কুমুদবন্ধু বদনা অঙ্গনাকে পরম সাদরে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, ভাবি বাভনা না ভাবিয়াই শিক্ষকগণ দত্ত অঙ্গুরী এয়ের মধ্যে জলাতিক্রমণকারক অঙ্গুরীয়কটী বিনিময় পুরঃসর তাঁহার সহিত পরিণয় করিলাম। এবং প্রাণসমা নিরুপমা প্রিয়সীর মুখ চুম্বন করতঃ সযতনে তাহার যুগল কর পল্লব ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলাম।

সদয় হইয়া বিধি, দৈবে যদি তোমানিধি
মিলাইয়া দিল মম সনে।
দেখ প্রিয়ে রেখ মনে, যদিন্ বাঁচি জীবনে,
ভুলনা হে প্রেমাধীন জনে॥
যদবধি দেহে প্রাণ থাকিবে আমার।
আজ্ঞাধীন চিরদিন রহিব তোমার॥

অহো! একবার দৃষ্টমাত্রে যে, পরস্পর এবম্বিধ সুদৃঢ়রূপ প্রণয়পাশে বদ্ধ হওয়া ইহা প্রায় দুর্ঘট, সে যাহাহউক প্রিয়ে! নগরাজতনয়ে! তদনন্তর, এবম্প্রকার আহ্লাদে গদ্গদ স্বরে নৃপতনয়, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, বিনদে! এই ঘোরা রজনী সময়, দেখ, ঈদৃশ সময়ে, পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই নিরব, পৃথিবী ঝিল্লিরবা হইয়াছেন; তুমি একাকিনী নবীনা কামিনী কোথা হইতে সমাগতা হইলে এবং কোথায় নিবাস ও কোন কুলকে উজ্জ্বল করিয়াইবা ধরাধামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তাহার সবিশেষ সংবাদ বর্ণন করিয়া আমার উদ্বিগ্ন চিত্তকে সুস্থির কর। আমার এবম্ভূত বাক্যাবসানে, প্রিয়সী, আপন পরিচয় প্রদানে উদ্যতা হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিতেছেন; এমত কালে তদাকৃতি এক বর্ষীয়সী, আরক্ত নয়নে গভীর গর্জ্জন পুর্ব্বক ভৎসন করিতে২ প্রবল বাত্যার ন্যায়,প্রেমতরণী তরুণীর কেশাকর্ষণ করিয়া, আমাকে বিচ্ছেদ সমুদ্রে নিমজ্জন পূর্ব্বক ক্রমে তাহাকে আকাশ মার্গে লইয়া গেল। প্রিয়ার শূন্যাগত রোদন ধ্বনি কিঞ্চিৎকাল শুনিতে পাইলাম। পরে, যেন আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আহা! সেই অনুপমা প্রাণসমা বালাকে বহু সৌভাগ্যে প্রাপ্ত হইয়া তাহার বাক্যামৃত পান লালসায়, নির্ম্মল মুখ চন্দ্রে নয়ন চকোরকে পানার্থে নিহিত করিয়া অপার আনন্দার্ণবে

ভাবমাণ ছিলাম। এমন সময়ে, যে, অকস্মাৎ সেই কোপনা, ঈর্ষা পরবশ মেঘ বাহনেরন্যায় আসিয়া বিনা মেঘে বজ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার হৃদয় বিদারণ করিয়া ভূতলস্থ প্রিয়সী শশীকে গগণ পথে লইয়া যাইবে; ইহা স্বপ্নের অগোচর। বোধ হয়, উহাকে লইয়াই সর্ব্বত্র বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; কারণ ক্ষীরোদধি মন্থনে, যখন পীযূষাকর রজনীকান্ত গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন; সে সময়েও এই রূপ বৈষম্য ঘটিয়া উঠিয়াছিল; অর্থাৎ ঐ শশীর সুধালালসায় অসুরামরে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে কেবল ভগবান্ বাসু-দেবের কৃপাবলে অদিতিনন্দনগণ দিতি সন্তানগণে ব-ঞ্চনা করতঃ অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে সেরূপ বিষ্ণুর অনুকম্পা হওয়া অতি অসম্ভব; অর্থাৎ তাহার সহিত পুনর্ব্বার সম্মিলন ও দর্শন হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, হতাশ হইয়া ধরা শয্যায় মৃত-বৎ সংজ্ঞাবিহীন কতক্ষণ পতিত রহিলাম, এবং তত্তৎ-কালে আমার যে, আর আর কি অবস্থা সংঘটন হইয়া-ছিল, তাহার সবিশেষ আমি কিঞ্চিন্মাত্র ও জ্ঞাত নহি। এইমত নরনাথ, আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে করিতে পূর্ব্ব পাণি গৃহীতা প্রিয়সী সম্বন্ধীয় প্রণয়ভাব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইলেন; মুর্চ্ছাও অমনি স্বীয়াভি-সন্ধি সাধনার্থ সময় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার

চেতন হরণ করিল। যেমন পতিত হইবেন, রমণী অমনি উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে ধরাপতিকে ধারণ করতঃ হৃষ্টান্তঃ করণে আপনাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিল, হৃদয়! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তোমার আশাবৃক্ষ ফলোন্মুখী হইয়াছে। এই দেখ, তোমার ন্যায় প্রাণনাথও দারুণ বিরহ বেদনায় কাল যাপন করিতেছেন। এত দিনের পর বুঝি, প্রতিকূল বিধাতা অনুকূল হইয়া তোমার মনোরথ সফল করিলেন; তুমি যাঁহার নিমিত্ত, কত শত নগরে ও কত অরণ্যে এবং কত শৈলময় স্থানে ভ্রমণ করিয়া মহান্ বিপজ্জালে বদ্ধ হইয়াও তথাপি এক দিবসের নিমিত্তে চিত্তে ক্ষোভিত হওনাই, বরং যাঁহার পুনর্মিলনাশায়, এতাদৃশ পরিক্লিষ্ট প্রাণকেও প্রস্থান করিতে বারংবার প্রতিষেধ করিয়াছ, এবং অবশেষে, কাল সম ক্রব্যাদের হস্তে পতিত হইয়া, পিতৃপতি কর্ত্তৃক পঞ্চম পাতকীর দণ্ডের ন্যায় অসহ্য প্রহার যন্ত্রণা এবং দশাস্য কর্ত্তৃক মৈথিলীর ন্যায়, ভূরি ভূরি অশ্রাব্য উক্তি সকল সহ্য করিয়া ও তথাপি প্রাণ ধারণ করিয়াছ; সেই জীবন সর্ব্বস্ব দয়িতকে এক্ষণে আপন অঙ্কে প্রাপ্ত হইয়াছ; আর চিন্তা কি। এবং তিনিও তোমা ব্যতীত ততোধিক যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে ঈক্ষণ করিয়া ও কি এখন পর্য্যন্ত তোমার ভ্রান্ত দূরীকরণ হইল

না। আহা! এমন সুযোগ্য মনোহর কমলাকর না হইলে, রাজহংসীগণের আশ্রয় যোগ্য স্থান হইবে কেন? যুবতী, ইত্যাদি প্রবোধ জনক বাক্য দ্বারা মনকে প্রবোধ প্রদান করিতেছেন; ইত্যবসরে, রাজকুমার, চেতন প্রাপ্ত হইয়া বিরহশোকে বিহ্বলতা প্রযুক্ত, সহসা যুবতীর উৎসঙ্গ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আত্ম নিন্দা পূর্ব্বক বিমল কমলবদনা বালা সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন। হে উপমা রহিতে! এ হতভাগ্য পামরের স্পর্শে তুমিও পাপ স্পৃষ্টা; হইবে অতএব আমায় আর স্পর্শ করিও না। যখন, তাদৃশী অবস্থাপন্ন যুবতীকে বিসর্জ্জন করিয়া একাল পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিতেছি; তখন বোধ হয়, মম সদৃশ নৃশংস পুরুষ ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই, যমও এনরাধমকে ঘৃণিতবোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অবনীশকুমার, এই বলিয়া পুনর্ব্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; রে পাষাণ হৃদয়! তুমি এভাবৎ কাল বিদীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত অক্ষতাবস্থায় অবস্থান করিতেছ? রে নির্দ্দয় প্রাণ! তুমি তাদৃশ রমণীরত্ন বিহীনে, এখনও কি সুখ আশয়ে দেহে অবস্থান করিতে স্পৃহা করিতেছ? তুমি জান, আমি প্রিয়তমা পেক্ষা তোমায় প্রিয়তম জ্ঞান করিনা। বিশেষতঃ চিরদিন, সেই মনোরমা বামার শোক

দহনে দগ্ধ শরীরে অবস্থান করণাপেক্ষা, বরং তোমার অন্যত্র প্রস্থান করা শ্রেয়স্কর। নচেৎ, আমি স্বয়ং অনলে, গরলে, উদ্বন্ধনে বাজীবনে, এই যন্ত্রণাকর শরীর সমর্পণ করিয়া এ দারুণ বিরহ জ্বালা নির্ব্বাণ করিব। এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। সুন্দরী, অমনি ভাবি বিপদাশঙ্কায়, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ চঞ্চল চরণে সত্বর গমনোদ্যত রাজকুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন। হে মহিমাকর! স্বীয় মহীয়সী প্রকাশ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্। একটা অপরিচিত সামান্যা কন্যার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা, ইহা মহানুভব ব্যক্তিদিগের বিধেয় নহে, অতি নীচ প্রকৃতি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পশুবৎ অজ্ঞেরাই এতাদৃশ নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, বরং জীবন ধারণে পুনর্ব্বার মিলনাশা থাকে; আর আত্ম হা হইলে, কেবল পরিণামে রৌরবনামক নরক লাভ হইয়া থাকে মাত্র। অতএব, এরূপ তুচ্ছ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করুন্। কেননা, অশিতী সহস্র যোনি ভ্রমণ করনান্তর অবশেষে বহুল সুকৃতি ফলে এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নরবরকুলে জন্ম লাভ করা, যে কত পুণ্যার্জ্জনে হইয়া থাকে, তাহা অবলা হইয়া কি বর্ণনা করিব। অতএব হে মহানুভব! আপনি একটা অনায়াস লভ্যা প্রকৃতির

নিমিত্ত, এতাদৃশ দুর্লভ রাজদেহকে বিসর্জ্জন করিতে স্পৃহা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! জীবন বিসর্জ্জন দূরে থাকুক, পণ্ডিতগণের কদাপি উহা মুখে উচ্চারণ কর্ত্তব্য নহে অতএব, ছি! ছি! আপনি আর এরূপ অসৎ প্রবৃত্তিকে কদাপি চিত্তে স্থান দান করিবেন না। ভাল, হে মহোদয়! আপনি কি, এ জগন্মণ্ডল মধ্যে আপনাকে স্ত্রৈণ, এই শব্দটি বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং স্বীয় অসৌরভ পতাকা উড্ডীন করাইতে উদ্যত হইয়াছেন? বিশেষতঃ ইহাতে আমাকে রাজহত্যা পাপে পরিলিপ্ত করণ ভিন্ন, এক্ষণে অন্য কোন অভি সন্ধি দেখি না। যে হেতু, এ বিষম বিরহ বিষবৃক্ষের পুনরঙ্কুর উৎপন্ন কেবল আমারই প্রশ্নে হইয়াছে। ধিক্ আমি কি অনর্থ কারিণী; সেই কৃত নির্ব্বাপণ বিরহাগ্নিকে, পুনরুদ্দীপণ করিয়া কেবল আপনার প্রাণ পীড়দা হইলাম মাত্র। অতএব হে মহাভাগ! এবিষয়ে এই কৃতাপরাধনীকে ক্ষমা করুন্। কি আশ্চর্য্য! ইহ সংসারে, ভবাদৃশ মহাত্মাগণের দেহকেও যে, শোকতাপাদি পরিহার না করিয়া প্রথমতঃ হিরণ্য কণ্ঠহার ন্যায়, লম্বমান পুরঃসর পরিশেষে সেই হার ফণিহার স্বরূপ হইয়া দংশন করে; পূর্ব্বে আমার চিত্তে এরূপ উপলব্ধি ছিল না। অতএব অনভিজ্ঞতা হেতু আমার এই কৃত অপরাধ, কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

এবং যে অগ্নিদ্বারা আপনার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; উহাকে আশাবারি সেচন করিয়া কথঞ্চিত শীতল করুন। আর, কথিত প্রসঙ্গ বিষয়ে পুনরারম্ভের প্রয়োজন নাই। তখন গুণার্ণব, যুবতীকে কাতর সম্বোধনে বলিতে লাগিলেন; অয়ি! ভীরো! সহস্র বজ্রের দ্বারা আহত হইয়া, যে প্রাণ, দেহ হইতে অপসৃত না হইয়া বরং দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা মাত্র সহ্য করিয়াছে; এবং সে সকল একবারে বিস্মৃত হইয়া অনয়াসে পুনরায় ইহাতেই অবস্থান করিতেছে; সেকি আর একটী বজ্র পাতের নিনাদ মাত্র, শ্রবণ করিয়া, দেহ হইতে নির্যাত হইতে পারে? অপিচ, যখন প্রিয়তমা বিপ্রকৃত কারণী সেইকাল স্বরূপ রাত্রীতে, এনির্দ্দয় হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই; তখন তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ আক্ষেপ জনক প্রস্তাব মাত্র বর্ণন করিয়া, তাহা অপেক্ষা আর কি অধিক তর যন্ত্রণা অনুভব করিবে। অতএব যখন, পরভাগ বর্ণনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন অবশ্য বর্ণন করিব, মনোঽভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

হে চারু চন্দ্রননে! চেতন প্রাপ্তে দেখিলাম, যে, উদ্যান হইতে রাজভবন মধ্যে আসিয়াছি। আমার চতুর্দ্দিকে, অমাত্য ও আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত আছেন। এবং মহারাজ, স্বয়ং আমার শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক দীন নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করি-

তেছেন। তখন নিশ্চিত বোধ হইল, যে, উদ্যানস্থ ভৃত্য-গণ কর্ত্তৃক এখানে নীত হইয়াছি, তাহার সংশয় নাই। যাহা হউক, এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এদিকে রাজাজ্ঞা-নিযুক্ত ভিষক্‌বর্গ, কেহবা বাতিক, কেহবা ভৌতিক, কেহ কেহবা পক্ষাঘাত ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিদান সংক্রান্ত বচন সকল ব্যাখ্যা করিয়া সকলেই কেবল স্বীয় শ্লাঘামাত্র প্রকাশ করি-তেছে। কিন্তু কেহই সেই অসম্ভব রোগের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলনা, তবে কেবল জগদীশ্বরের করুণাবলে, এবং অশেষ প্রকার শুশ্রূষাদ্বারা এক প্রকার বাহ্যিক আরোগ্য হইলাম। কিন্তু সেই দুর্ব্বিষহ অন্তর্দাহ, কোন ক্রমেই হৃদয় হইতে অপসৃত হইল না। বিশেষতঃ ক্রমে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, যেন, এক প্রকার আমাকে বাতুল প্রায় করিয়া ফেলিল। বলিব কি, যে যন্ত্রণানলে অদ্যা-পিও দগ্ধ হইতেছি। অনন্তর, পিতা, আমার তাদৃশ উন্মনাও উন্মত্তভাব ঈক্ষণ করিয়া, প্রায় সর্ব্বদাই বিলাপ করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর, আমার এই মাত্র স্মরণ হয়, যে, আমি বিরল হইলেই, সর্ব্বদা সেই ইন্দিবর লোচনা ললনার রূপ লাবণ্য স্মরণ করিয়া, কেবল নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ স্বীয় হৃদয়কে প্লাবিত করিতাম।

এইমত সার্দ্ধেক বৎসর অবিরত বিলাপ করিয়া কালযাপন করি। এদিকে পিতা, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত প্রবল পীড়াক্রান্ত হইয়া, প্রার্থিবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন, একবারে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হওতঃ জনকের কৃত বাৎসল্যভাব স্মরণ করিয়া, পিতৃশোকরূপ দারুণ উৎকণ্ঠায়, ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলাম। পরন্তু বহুবিধ বিলাপ করণানন্তর, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পরিশেষে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে শোকবস্ত্র পরিহিত হইয়া যথারীতি শ্রাদ্ধাদি এক প্রকার অভিনিষ্পত্তি করিলাম; কিন্তু পিতৃবিয়োগ ও প্রিয়াবিচ্ছেদ জনিত শোকানলে কৃতদাহন হইয়া আমার রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগে এক প্রকার, মনে ঔদাস্যভাব জন্মিয়াগেল। এবং তাহাতে, ক্রমে সংসার সুখকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, ক্রমশঃ রাজসিংহাসন শূন্য থাকায়, সপত্ন সকল, প্রবল হইয়া রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কায়, প্রধান সচিব ও আত্মীয়বর্গ সকলে, মন্ত্রণা করিয়া আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এবং আমিও অধিকারী বিদ্যমানে পিতৃসিংহাসন এক কালে বিলোপ হইয়া যাইবে, এইরূপ বিবিধ আলোচনায়, তৎকালে মনের বিবেকভাব অন্তর্ভূত রাখিয়া, অগত্যা তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া, অভিষেক দ্রব্য সম্ভারার্থে অনুমতি প্রদান করিলাম। এবং

সকলের অনুজ্ঞাক্রমে মহাআনন্দ পূর্ব্বক অপ্রতিহত ভাবে, সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া, জগদীশ্বরের অনুকম্পায় পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক, রাজকার্য্য পরিচালনা করতঃ সকলেরই নিকট এক প্রকার যশোভাজন হইলাম। এবং প্রতিদিন, কার্য্যে অবসর হইলেই, নিয়মিত নিভৃত স্থলে যাইয়া জগৎকারণ জগদীশ্বরের অপার মহিমার যথাজ্ঞানে, গুণগান করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। এদিকে, আমায় যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া আত্মীয়বর্গ সকলে ভট্টআনয়ন পূর্ব্বক, অনূঢ়া সর্ব্বসুলক্ষণা রূপাতিশয্যযুক্তা মহীভুজাত্মজাগণের অনুসন্ধানার্থে, প্রেরণ করিয়া আমাকে পরিণয় জন্য ভূয়োভূয়ো অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমে আমার অভিমত প্রাপ্ত না হওযায়, অবশেষে, সুতরাং সকলকে নিরস্ত থাকিতে হইল। আমি যে, উহাদের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলাম না, তাহার কারণ, সেই কথিত অবলার সহিত প্রথম মিলনাবধি প্রায়, হায়নত্রয় বিষময় বিরহহ্রদে নিমগ্ন হওতঃ কেবল তাহারই অসামান্য রূপলাবণ্য ও গুণগণ স্মরণ পূর্ব্বক মৃতকল্প দেহে জীবন ধারণ করিতে- ছিলাম। এবং সেই অবধি, সেই প্রফুল্ল কমল বদনা ব্যতীত আমার আর অপরাপর রমণীর সহিত প্রণয় বিষয়ে এক প্রকার অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে।

তদনন্তর, বিগত রজনীতে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া সেই অকূল প্রেমার্ণব তরণ তরণী তরুণীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্তে সহসা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়া; উৎকলিকাকুল চিত্তে, তাহার পুনঃ সম্মিলন লালসায়, যদিচ কথঞ্চিৎ চিত্তে সুস্থির হইলাম; তথাপি একবারে উৎকণ্ঠা শূন্য হইতে পারিলাম না। কারণ প্রণয় পদবীতে পদে পদে বিপদ সংঘটনাও হইতে পারে; ইত্যাদি বহুপ্রকার সমালোচনা পূর্ব্বক পুনরপি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। পরিশেষে প্রবোধ সেচনী দ্বারা আশা নীম্নগা হইতে বারি সেচন পূর্ব্বক যদিচ বিরহ সন্তাপ শীতল করণার্থ কিঞ্চিৎ প্রদান করিলাম বটে, কিন্তু তাহা বিফল হইল; যে হেতু প্রজ্বলিত দাবানলে কুশাগ্রীয় বারি বিন্দু প্রক্ষেপে কি হইতে পারে? অতএব এবম্বিধ অকূল চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া ভাষমাণ আছি, ঈদৃশ সময়ে নিদ্রা সখীর সহিত সঙ্গ হইয়া সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়া সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর সম্বন্ধীয় কোন অনিষ্ট সংঘটন রূপ স্বপ্ন সন্দর্শন হইল। তাহাতে অশ্রু পর্য্যাকুললোচনে পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছি, ইত্যবকাশে দূরধ্বনিতে পরিত্রাণসূচক কাতরোক্তি শ্রুতিগোচর হইয়া, একাকী রাজভবন পরিত্যাগানন্তর শব্দানুসারে বন মধ্যে আসিয়া, তৎ সন্নিহিতে দণ্ডায়মান হইলাম। এবং তৎ সংঘটিত আশ্চর্য্যকরকার্য্য দর্শন করিলাম; অর্থাৎ ভূমি ধূলী বিলিপ্ত বদনে তৎ কালে

ধরণী শয্যায় থাকিয়াই করুন কণ্ঠস্বরে হস্তস্থ মণিমালা পার্শ্বদেশেস্থিত আমার দক্ষিণ পদে অর্পণ করিলে। এবং বলিলে আর যাতনা দিবার আবশ্যক নাই, তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনার্থ কণ্ঠাভরণ বরণ করিলাম, এই কয়েকটী বাক্য মাত্র নিঃসরণ করিয়া পুনঃরপি মূর্চ্ছিতা হইলে। আমি তোমার মূর্চ্ছার ও আশ্চর্য্য পরিণয় ঘটনার কারণ অবগত হওনার্থ, চিত্তে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইয়া যদিচ প্রথমতঃ মূর্চ্ছাপনয়নের নিমিত্তবিবিধ চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহাতে ফল দর্শিল না। কারণ একে সেই তিমিরময়ী রজনী, তাহে জনশূন্য অরণ্যস্থান; তৎকালে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম না; অতএব ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হওতঃ সুতরাং সেই আশঙ্কাজনক স্থানেই তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া সম্পস্থিতা যামিনী অতিবাহিত করিলাম। রজনী প্রভাত হইলে তোমায় মূর্চ্ছিতাবস্থায়, সহায়হীনা বিশেষতঃ অরণ্য মধ্যে, একাকিনী রাখা অযুক্তি যুক্ত বোধে, শেষে অশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক উত্তরীয়বস্ত্রে তোমার সমস্ত শরীর আবৃত করতঃ অগত্যা স্বীয়মস্তকে ধারণ করিয়া সেই বিজন স্থান হইতে নির্গত হইলাম। কিন্তু প্রবরবংশে জন্ম লাভ হেতু অতি নীচজাতি অথচ পরিশ্রম শীল ভারবাহ দিগের ন্যায়, স্বভাবত উক্ত কার্য্যে নিতান্ত অক্ষম বিধায়, নিতরাং পথক্লান্ত দূরীকরণ ও,

তোমার মূর্চ্ছাভঙ্গ করণ নিমিত্ত অত্রত্য বৃক্ষমূলে তোমাকে মস্তক হইতে অবতারণ করিয়া, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলাম। পরে তোমার মূর্চ্ছারোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা পাইলাম কৃতসাধ্যে নানাবিধ উপায় করিতে, ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি, প্রলয় অবস্থা হইতে সংজ্ঞা প্রতিলাভ করিলে। আমি তোমাকে দীর্ঘকালের পর দুর্লব্ধ চেতনা নিরীক্ষণ করিয়া অপারানন্দে ঈশ্বরে ভূয়ো ভূয়ো ধন্যবাদ করিলাম। অনন্তর, তুমি আমার পরিচয় গ্রহণে একান্ত ইচ্ছুকা হইলে, দেখিয়া, আমি তোমার পরিতোষ লাভার্থ অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিয়া হৃদয়স্থ সমস্ত গোপন ভাব পর্য্যন্তও বর্ণন করিলাম। এক্ষণে, তোমার পরিচয় গ্রহণে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; ইহাতে যে রূপ অভিমত হয় ব্যক্ত কর। এই বলিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় কামিনীর কমল সদৃশ কমনীয় মুখারবিন্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। নরপতি, যুবতীর পরিচয় বিজ্ঞান নিমিত্ত নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া পুনরায় কহিলেন, অয়ি অপরিচিতে! ত্বরায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শ্রবণেপ্সু চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। যদি তোমার বিবরণ শ্রবণ বিষয়ে মদীয় যাচক চিত্তকে পরিচয় রূপরত্ন প্রদানে কৃপণতা প্রকাশ কর, তাহা হইলে বোধ হয়, ক্ষণিক বিলম্বে আমার জীবন দেহাগার পরিত্যাগ

করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবে। কারণ অকস্মাৎ ইদানীং এক দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের ও অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয়ে মন এমন চঞ্চল হইতেছে, যে, তাহা প্রকাশ অসাধ্য। যুবতী, তাদৃশ ভাবাপন্ন রাজপুত্রকে অবলোকন করিয়া স্বীয় পরিচয় গোপনানুচিত বিবেচনায় কহিলেন, আর্য্য! এ অধনীর অশেষ ক্লেশ কর বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিলে আপনার চিত্তে সন্তোষ লাভ হইবেনা, বরং অশেষ যন্ত্রণাভোগ্যা হতভাগিনীর দুর্নিমিত্ত কৃত কর্ম্মভোগ রূপ বিবরণ সমূহ শ্রবণে, বোধ হয় কমল হৃদয়ে বেদনা পাইবেন মাত্র। তবে যদি শ্রবণার্থ মনে একান্ত স্পৃহা জন্মিয়া থাকে, নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

হেমাদ্রি পর্ব্বতের নিকট মহালয়া নামে এক সুবিস্তৃত রাজধানী আছে। ঐ রাজ্যে পরীজাতিরা * বসবাস করিয়া থাকে। পরিমল নামা পরীরাজ, তথাকার অধিরাজ। যিনি, স্বীয় ভুজবলে প্রভূত প্রতাপশালি ভূপতিগণকে আপন অধীনে আনিয়া ভূমণ্ডলস্থ ভুরি সম্পত্তি উৎপত্তি করতঃ রাজকোষ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে, ভীম পরাক্রম সম্পন্ন প্রজানাথের দোর্দ্দণ্ড কোদণ্ড প্রভায় ভগবান বাসুদেবের সুদর্শন সন্ত্রাসিত দনুজ মণ্ডলীর ন্যায় অরাতি মণ্ডল, শিরশ্চালন করিতে সমর্থ-

---

* অর্থাৎ দেবযোনি বিশেষ।

বান্ না হইয়া বরঞ্চ ভৃত্যবৎ সদা সমীপস্থ থাকিয়া যথেষ্টাজ্ঞা সম্পাদনে যত্নের ত্রুটী করে না। যে স্থানে, বেদবাদী বিপ্রগণ, অহরহঃ বেদাধ্যয়ন করতঃ নরনাথের রাজধানীকে মঙ্গলময়ী করিয়া রাখিয়াছেন। এবং সর্ব্বদা রাজনীতি বিষয়ক প্রণালী জ্ঞাপন করিয়া রাজ্যকে সুশাসনে রাখিয়াছেন। আর সেই দুর্লঙ্ঘ্য রাজপুরীর স্থানে স্থানে সকল কৃতান্তের দ্বারপাল সম অগণন সৈন্যগণ, শানিত শস্ত্রহস্তে ভীষণ বেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। অন্যে পরে কাকথা, যে পুরীতে ভগবান্ মঘবান্ও প্রবেশ করিতে সহসা সাহস করিতে পারেন না, আহা সেই অবর্ণিতব্য রাজসভা সন্দর্শন করিলে, সুরগণ শোভিত সুরসভা বোধ হয়। অতএব নিয়মিত স্তুতি বাদকগণ যথার্থই গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। যেমন মহারাজ সুধার্ম্মিক, সত্যবাদীও সাত্ত্বিকাচার পরায়ণ, তদুপযুক্ত তাঁহার সভাসদগণও এবং লীলাবতী নাম্নী তাঁহার এক যে ধর্ম্মপারয়ণা সহধর্ম্মিণী আছেন, তিনিও সর্ব্বগুণবতী। কিন্তু প্রথমতঃ অপত্যধন বিহীন হইয়া বৃথা জীবন ধারণ বিবেচনায় উভয় দম্পতীই সর্ব্বদা অতি খিন্নমনে কাল যাপন করিতেন। অনন্তর রাজ্যেশ্বর, স্বীয় সচিব হস্তে দুর্ব্বাহ্য রাজ্যভার সন্নিবেশিত করিয়া অনন্যমনাঃ হইয়া নিরন্তর পরমেশ্বর চিন্তায় মনসংযোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিনিয়ত বিরল স্থানে

একাকী কালহরণ পূর্ব্বক সেই বাঞ্ছা কল্পদ্রুমের নিকট এইরূপ ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেন, হে জগদীশ্বর! নাথ! এই জগমণ্ডলে, কেবল আপনার ইচ্ছাতেই সকল কার্য্য সমাধান হইতেছে, এই জন্য কোবিদগণ, আপনাকে ইচ্ছাময় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যেহেতু এই সৃষ্টির সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আপনার ভ্রূভঙ্গে নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌-গণেরও আপনি অতত্ত্ববেদ্য। কারণ জগৎ চৈতন্যরূপ হইলেও যথার্থরূপে তোমার স্বরূপ কেহই জানেনা। ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান কালত্রয় ও জীবাজীবের ক্রিয়া শক্তি, সকলই তোমার মায়া শক্তির অধীন, দয়াময়। অঘটন ঘটন পটুতরা অনির্ব্বাচ্যা, যে তোমার অনন্ত শক্তি, তা-হাতে সম্ভবাসম্ভব সকলই সম্ভব হইতে পারে। অতএব হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! যদি প্রপন্নের প্রতি কৃপা বিতরণে কৃপণতা না করিয়া প্রার্থনা বিষয়ে প্রসন্ন হওত একটি অশেষ গুণধর বংশধর প্রদান করেন, তাহা হইলেই এ দীন আপনার প্রসাদে কৃতার্থমন্য হইতে পারে; নচেৎ আমি এ অসার রাজ্য ঐশ্বর্য্যে পাংসনাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বিজন বিজনে প্রবেশ করত উগ্রতপা হইয়া এ অনিত্য দেহকে পতন করিব। কারণ অপত্যধন ব্যতীত এই অসংখ্য ধনের অধিপতি হইয়া জীবীত থাকা সে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ভূপাল, স্বীয়াভীষ্ট সাধনার্থ

সর্ব্বেশ্বর সন্নিধানে এবম্বিধ প্রার্থনা করিলে পর, এক দিবস, এইমত দৈববাণী হইল; হে রাজন! পরিমল! তুমি অচিরে সন্ততি রত্নলাভ করিবে, আর আক্ষেপ করিওনা। পরীগণ প্রধান, এবমুক্তি আকাশোদ্ভবা সরস্বতী শ্রুতিগোচর করিয়া প্রভূত আনন্দ যোগে হইলেন; এবং ধনদানে দুদীনগণে একবারে অদৈন্য করিয়া দিলেন। তদনন্তর, অচিরকাল মধ্যেই মহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইল। এবং বিধিকৃত বিধি অনুযায়ি কালে, মহারাণী এক কালীন দুই পুত্রও এক কন্যা প্রসব করিলেন। ভূপতি, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আনন্দার্ণব উত্থিত কল্পতরু মনে যাচকগণের অভীপ্সিত ধনদান করিয়া স্বরাজ্যের শতক্রোশ সীমাপর্য্যন্ত সকলেয় দরিদ্রতাশূন্য করিয়া দিলেন। এমন কি, বোধ হয়, ভুপালের বদান্যতাগুণে, তৎকালে ধনকোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এই রূপে নিত্য মহা মহোৎসবে এক বৎসর কাল রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজাগণই আমোদিত ছিল। অনন্তর, আমাদিগের যথাযোগ্য কালে নাম করণার্থ পিতা জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিত আনয়ন পুরঃসর গণনামতে জ্যেষ্ঠের নাম সমিতিঞ্জয়, মধ্যমের নাম জ্ঞানানন্দ আর এহত ভাগিনীর নাম ক্ষণপ্রভা রাখিলেন, এবং পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় নিরূপণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এক জন শিক্ষক আনয়ন পূর্ব্বক আমাদিগের

সকলকেই বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এমতে সপ্তবর্ষ পাঠাবস্থায় অতীত হইলে, পিতা, আমাকে বিদ্যালয় হইতে আনয়ন পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে মাতৃ সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন; আর ভ্রাতৃদ্বয়কে অধিকতর বিদ্যোপার্জ্জনার্থ সেই বিদ্যালয়েই অবস্থান করিতে হইল। আমি দৈবানুগ্রহে শিক্ষকগণের নিকট গোপন-ভাবে এমন এক মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম, যে, মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিলেও কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রান্তিযুক্ত হইতে হয় না। বিশেষতঃ পরীজাতিদিগের পক্ষদ্বয় গোপন হইতে পারে; সুতরাং তদ্দারা মানবী ভিন্ন অন্য জাতি অনুমান হয়না।

সে যাহা হউক আমি, কামিনী প্রপূরিত অন্তঃপুর মধ্যে থাকিয়া জগদীশ্বরের মহিমা প্রভায়, সুশীলতা ব্যবহারে প্রায় সকলকেই বশীভূত করিলাম। এবং জননীও আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপা করিতেন, কারণ প্রসূতী দিগের কনিষ্ঠ সন্ততির প্রতিই স্বতঃসিদ্ধ স্নেহের আধিক্য ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, বিশেষতঃ সন্তানগণ, পিতা মাতার নিকট স্বীয় ভক্তি দ্বারা আর স্নেহ ভাজন হইতে পারে। অতএব আমি প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়া মাতার ঈদৃশী প্রিয়তমা হইলাম, যে, তিনি আমা ভিন্ন ক্ষণ কালও কাল হরণ করিতে পারিতেন না। অনন্তর, এক দিবস নিদাঘ কালীয় রজনী সময়ে, ভ্রম-

গেচ্ছু হইয়া,আমি, জননীর সহিত পরীবাহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একচিত্ত প্রফুল্লদ আরাম ঈক্ষণে, সেই স্থানে বিরাম করণার্থ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলাম; এবং সেই মনোরম আরাম মধ্যে, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাসন্তী কুসুম বিকসিত সৌরভাকুল মধুপকুল, মধুলোভে মত্ততা প্রযুক্ত প্রফুল্লিত প্রসূনচয় পরিত্যাগ করিয়া সুকুমার কুট্মল মধ্যে প্রবেশ মানসে সাতিশয় বল প্রকাশ করিতেছে। আহা! সিতপক্ষ শর্ব্বরী সময়ে শীত রশ্মির শীত রশ্মিতে ভূধরের শিখর দেশের ন্যায় রম্যহর্ম্ম্য প্রপূরিত সেই প্রাসাদের কিবা অবর্ণিতব্য শোভা নির্যাত হইয়া থাকে, বোধ হয় কুসুম ধন্বা, বিরহি জনগণকে অলক্ষ সন্ধান মানসে সেই বিজন বিপিন মধ্যে, ধনুষ্পাণি হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। যদিচ আমি তৎকালে পুরুষ প্রণয় রসে অনভিজ্ঞা ছিলাম, কিন্তু সেই দুরন্ত রতিকান্ত আমাকে একান্তে পাইয়া প্রথমতঃ আমারই হৃদয় দেশে অমোঘ শরের সন্ধান করিল। হে মহাভাগ! লোকাজেয় কুসুম বাণাসনের কুসুমশরে সংবিদ্ধ হইয়া দবদগ্ধা ব্যাকুল মৃগীকুলের ন্যায় সেই উদ্যানস্থ প্রফুল্লিত প্রসূন নিচয়ের পরিমল আঘ্রাণে, মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয়ে অধীরা হইয়া আক্রীড় মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম। এবং ক্রমে অন্তঃ-

করণে যেন সকল উন্মত্তের লক্ষণ উদয় হইয়া সহসা আমাকে বিহ্বলা করিয়া ফেলিল। তাহার কারণ জন্মাবধিত কখন আর তদ্রূপ বিপৎ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইনাই; সুতরাং সেরূপ ঘটনার কোন কারণ অনুসন্ধানে অশক্ত হইয়া ক্রমশ উৎকলিকা কুলচিত্ত হইয়া উঠিলাম। তদনন্তর, ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবীলতা মণ্ডপে, উপনীত হইয়া দেখিলাম, তবাকৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ভুবনমোহন, অনঙ্গাঙ্গ তিরস্কৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একযুবা, কুসুম শয়নে শয়ান হইয়া আছেন। তাহা দর্শন করতঃ প্রথমতঃ বোধ হইল, অভিজিত্, স্বকার্য্যে অবকাশ হইয়া কিয়ৎকাল বিরাম মানসে এই বিবিক্ত বিপিন মধ্যে আসিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন; কিন্তু তাহার অনতিচির মধ্যেই, যখন সমালোচিত চিত্তে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিলাম, তখন, স্পষ্টই কোন সম্ভ্রান্ত কুলজাত দেবাবতীর্ণ পুমান্ বলিয়া জানিতে পারিলাম; কিন্তু তাঁহার সেই অলৌকিক রূপাতিশয্য সন্দর্শনে, পরিণাম ভাবনা না ভাবিয়াই একবারে, আমি আত্ম বিস্মরণ প্রযুক্ত মনঃপ্রাণ সমর্পণ মানসে পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া গন্ধর্ব্ব বিধানে হারাঙ্গুরী বিনিময় পূর্ব্বক পরিণয় সমাপন করিলাম। অতঃপর তাঁহার প্রার্থনা নিবন্ধন আত্ম পরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি,

এমত কালীন, মদীয় জননী, অনেক অন্বেষণ করণান্তর কোথাও আমার অনুসন্ধান না পাইয়া অতীব উৎকলিকা কুল চিত্তে, ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবীলতা মণ্ডপে আসিয়া সেই নিভৃত নিশিথ সময়ে, আমায় মানব সঙ্গে একাসনে দেখিয়া, আরক্ত নয়নে ভূয়ো ভূয়ো ভর্ৎসন করত আমার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শূন্য মার্গে লইয়া সিংহা- সনে বন্ধন করিলেন। মহাশয়! আমি প্রিয়তম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৎকালে সেই নবজাত প্রণয় প্রতিবন্ধ- কতা হেতু, যে, কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে বর্ণনা সাধ্য, যেহেতু দৈত ও দয়িতার পরস্পর, কোন দুর্দৈব বশতঃ বিপ্রকার ঘটনা হইলে, তখন, সেই বিধিকৃত বিচ্ছেদ ভাব যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভূমি হইয়া উঠে, কেবল প্রণয় জ্ঞাতা ভাবক বর্গের হৃদয়েই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে; কিন্তু সকলেই অবিকল বাহ্য প্রকাশে অশক্ত, এমন কি, সেই পাপিনী যামি- নীতে আমার এমনি বোধ হইয়াছিল, যেন, সহসা, কোন বদন ব্যাদান বিশিষ্ট ক্ষুধিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় আসিয়া জননী আমাকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু, কি করি কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা জননীর অভিমুখে অর্দ্ধ কবলিত মণ্ডুকের ন্যায় দিব্য যানে আবদ্ধা রহিলাম। হে নৃপকুল তিলক! সে সময়, যে, পশু বদ্ধের ন্যায়, নিগূঢ় পাশনিবদ্ধা ছিলাম,

কেবল এই মাত্র স্মরণ হয়, কারণ তাহার কিঞ্চিৎ পরেই মূর্চ্ছা অজ্ঞাত সারে আসিয়া আমার চেতনা হরণ করিয়াছিল।

রাজনন্দন গুণার্ণব, কর প্রসারণ করত ক্ষণপ্রভা অঙ্গ দ্যুতি-ক্ষণ প্রভাকে গাঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, অয়ি সহনে! অধীনের নিমিত্ত কি তোমাকে এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশে পরিক্লিষ্টা হইতে হইয়াছিল? আহা শ্রবণে, মদীয় প্রাণে কি পর্য্যন্ত যে, বেদনা সমুদ্ভূত হইল, তাহা অবক্তব্য, অনুমান করি, হৃদয় অতিশয় কঠোর পাষাণ নির্ম্মিত বিশেষতঃ অপরিমিত যাতনা সহ্য শ্লাঘায় এ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয় নাই; নতুবা, তাদৃশ সুখে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই প্রিয়া বিরহ কারিণী রজনীতেই হৃদয়কে বিদারণ করিয়া, প্রাণ, এই অশেষ ক্লেশাকর দেহকে পরিত্যাগানন্তর তৎ সমভিব্যাহারে গমন করিত সংশয় নাই। যাহা হউক এক্ষণে, অবশিষ্ট ভাগ বর্ণন করিয়া শ্রবণেচ্ছাকুলচিত্তের ক্ষোভভাব দূরীকরণ কর। তখন, মধুর ভাষিণী পরিব্রাজ নন্দিনী, নৃপতনয়ে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তব প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী এ অধীনীর অবশিষ্ট ভাগ শ্রবণ করিলে বোধ হয়, অচেতন পদার্থ পাষাণাদিও, বিদীর্ণ হইয়া যায়! যাহা হউক, এক্ষণে নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। চৈতন্য-প্রাপ্তে দেখিলাম, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদৃশ জ্ঞান-

দক্ষ পিতাও ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে দণ্ড বিধান মানসে, ঘূর্ণায়মান তরুণ অরুণ নয়নে দূতের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন, যে, এই মনুষ্য সঙ্গাভিলাষিণী পাপচারিণীকে সমুদ্রে প্রক্ষেপ কর। এইরূপ নৃশংস দণ্ডাজ্ঞা সমাপ্ত হইবা মাত্রে, তৎক্ষণাৎ চারিজন পরীসৈন্য আসিয়া আমার হস্ত-পদে সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক শূন্য হইতে গভীর জলনিধিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই গভীর সাগর-নীর তরঙ্গ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তব প্রেমাশায় একবারে হতাশ হইলাম বিবেচনায়; প্রাণ পরিত্যাগাপেক্ষা অধিক-তর দুঃখানুভূত হইতে লাগিল; কিন্তু কোন উপায় নাই ভাবিয়া জন্মের মত প্রেমাশ্রমে বাস করিবার আশা পরিত্যাগ করিলাম। এবং অন্তিমকালোপস্থিত বিবেচনায়, তখন মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগি-লাম। অনন্তর, জলমগ্না থাকিয়াই কিঞ্চিৎ কালাবসরে বোধ হইল, যেন পুনরায়, কে, সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। কিয়ৎকাল পরে দেখি একজন জাল জীবী, জাল দ্বারা বৃহৎ মৎস্য বিবেচনায় আমাকে তীরে উত্তোলন করিল। তুলিয়া যখন দেখিল, যে, আমি মৎস্য নাহি। তখন, আমার পক্ষপুট গোপন ভাব থাকায়, স্পষ্টই মানবী বোধে, অত্যন্ত আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া সমুদ্রে পতন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

আমি, দস্যু কর্ত্তৃক তদবস্থা সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া পিতার নির্দ্দয়াচরণ গোপন করিলাম। ধনাভিলাষী ধীবর, আমার তাদৃশী অবস্থা বিদিত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দয়া প্রকাশ করিল না বরং নিজালয়ে লওনানন্তর এক-জন দাসী বিক্রেতা বণিকের নিকট সহস্র মুদ্রা পণ নিরূপণে আমাকে বিক্রয় করিল। হে মহারাজ! কথনত কোন ক্লেশ সহ্য করি নাই, রাজকন্যা, সর্ব্বক্ষণ আপনার স্বাধীনতা মদগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়াই সময়পেক্ষণ করি-তাম; তাহাতে একবারে সামান্য জড় দ্রব্যাদির ন্যায় বিক্রীত হইতে হইল দেখিয়া, প্রথমতঃ অভিমান সাগর, উচ্ছলিত হইরা উঠিল; পরে আপনার ভাগ্যে ভুরি ভুরি ধিক্কার দিয়া মরণকেই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলাম। কিন্তু প্রণয় এমনি বস্তু, যে, সেই অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় মিলনাশায় দেহ হইতে এ জীবন কোন ক্রমেই নির্গত হইতে পারিল না। সুতরাং প্রতিকূল বিধির বিধি অনুসারে পরাধীনী হইয়া, তদবধি জীবন্মৃত্যু বৎ হায়নার্দ্ধকাল সেই দাসী বিক্রেতার আলয়ে, ক্রীত দাসীর ব্যবহারানুযায়ি কার্য্যাদি করতঃ সদা সঙ্গোপন ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। একদা অতি প্রত্যূষে আপন অবস্থা সকল স্মরণ পথে উদিত হওয়ায়, নয়নাশ্রু সকল সাতিশয় দুঃখে, যেন, মৌক্তিক কণার ন্যায় হৃদয়ে পতিত হইতে লাগিল; এবং ক্রমশঃবিরহ

সন্তাপও তৎসহযোগী হইয়া তৎকালে অধিকতর যন্ত্রণার বৃদ্ধি সম্পাদন করিতে লাগিল। উহাদের ক্রমে প্রবল হইবার বিশেষ কারণ এই যে, সে স্থানে আমার এমন কেহ সুহৃৎ ছিল না, যে, প্রিয় সম্ভাষণে, কিম্বা প্রবোধ বচনে, আমাকে সান্তনা করে। অতএব বহু-ক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিয়া, শেষে স্বকীয় পূর্ব্ব জন্ম কৃত দুষ্কর্ম্ম ভোগ হইতেছে বিবেচনায়, পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা বাষ্পবারি মোচন করিতেছি; ঈদৃশ সময়ে, বণিক, নানা অস্ত্রধারি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম বিকটাকার এক পুরুষের সহিত বিকসিতবদনে বাটীতে প্রবেশ করিল। এবং আনীত ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ আমার প্রতি লক্ষ করিলেক। আমি, যদিচ তখন তাহার কোন ভাব বুঝিতে পারিলাম না বটে কিন্তু পরক্ষণে আর গোপন রহিল না। অর্থাৎ বণিক তাহার নিকট হইতে নিরূপিত মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক মম সন্নিধানে আগত হইয়া কহিলেক, বালে! ইনি এই রাজ্যের প্রহরী প্রধান, তুমি আপন সৌভাগ্য বলে অদ্যাবধি ইহাঁর অনুগ্রহ ভাজা হইলে। এবং এই উদার স্বভাব মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমার প্রধান গৃহিণীপদে নিযুক্ত করিবেন; অতএব যাও উহাঁর সমভিব্যাহারিণী হও। এই বলিয়া হস্ত ধারণ করতঃ অগ্রগামী প্রহরীর সহিত বাটী হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে।

তখন, সেই বিকটাকার পুরুষের আবাসে অগত্যা তদাজ্ঞানুসারে যাইতে হইল বটে, কিন্তু তাহার সেই শ্মশান তুল্য বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, কোন স্থানে শত শত ছিন্ন নরমুণ্ড, কোন স্থানে অস্থিরাশি এবং কোন স্থানে শোণিত কর্দ্দমে পরিপূরিত রহিয়াছে; অপিচ নিষাদ জাতিদিগের ন্যায়, রঙ্গধূল্যাক্ত কলেবর ও ধনুঃ খড়্গধারী, তদধীনস্থ ভীষণাকার পুরুষগণকে অবলোকন করিয়া সহসা আমার তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। ত্রাসে মুহুর্মুহুঃ হৃৎকম্প হইতে লাগিল; এমনি মনে এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল, যে, তাহা অবর্ণিতব্য। তবে অনুভূতিতে এই মাত্র বিবেচনা হয়, পশুঘাতক ক্রূরকর্ম্মা পুরুষকর্ত্তৃক পাদবন্ধন কাষ্ঠে নিয়োজিত অচিরকাল মধ্যে, নিহন্যমানাসু পশুকে দৃষ্ট করিয়া স্তম্ভান্তরাবদ্ধ ছেদ্য পশুগণের মনে, তত্তৎকালে যে রূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, সে সময় আমার মনেও সেই রূপ ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কি আশ্চর্য্য! ক্রমে চিত্ত, এতাদৃক্ সন্ত্রাসিত হইল, যে, আর বাক্য প্রয়োগ করি, এমন সাধ্য রহিল না। সতত বিগলিত অন্তর্বাষ্পেতে কণ্ঠাবরোধ করিয়া ফেলিল, আহা! আমার সেই দুরবস্থা, তৎকালে, হিতেচ্ছু অথবা আত্মীয় বর্গেরা দর্শন করিলে, অবশ্য মম দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিয়দংশ করিয়া

দুঃখের অংশ গ্রহণ করিত সন্দেহ কি? এই প্রকার খিন্নমনে, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলে, উপবেশনার্থ আসন প্রদান করতঃ প্রভু সমীপস্থ আজ্ঞানুবর্ত্তি কিঙ্করের ন্যায়, রাজপুরপাল প্রধান, সেই দিবস প্রতীক্ষণ আমার সম্মুখে করপুটে অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিল। এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির নয়নে আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অতএব হাবভাব কটাক্ষাদি দ্বারা, যখন তাহার এই দুরাভিসন্ধি আমার অনুমান সিদ্ধ হইল; তখন একবারে, বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। কিন্তু কি করি, উপায় বিহীন বিবেচনায়, মৌনাবলম্বনে মনে মনে, প্রথমতঃ, কেবল নিদারুণ বিধাতার নিষ্ঠুরতাচরণ অনুভব করিয়া ভূরি ভূরি আক্ষেপ করিতে লাগিলাম; পরিশেষে অবহিত চিত্তে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক গুণগণের গান করিতে লাগিলাম। অনন্তর, দিবাবসানে সন্ধ্যা সমাগতের প্রারম্ভে, পদ্মিনীনাথ, মদীয় হৃদয়ের ন্যায়, বিরহ বেদনায় হীনরশ্মি হইয়া, পশ্চিম পর্ব্বত মধ্যে গমন পূর্ব্বক সঙ্গোপন ভাবে, নির্জ্জনে শয়নে রহিলেন। রজনী, দেবী অমনি অভিসার পথবর্ত্তিনী হইয়া, স্বভাবতঃ তিমিরাম্বর কৃত পরিধানা হওত অম্বর দেশাচ্ছন্ন করিয়া আগম্যমান পতি শশধর সন্দর্শন লালসায় জ্যোৎস্নাবদনে হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রৌঢ়াবধূগণ,

সুবেশা হইয়া শয্যা সজ্জা করিয়া স্বীয় হৃদয়বল্লভের আগমন প্রতীক্ষায়, চঞ্চল চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। আর নবোঢা বালা বধূগণ, কাল স্বরূপিনী, পতি সহযোগ কারিণী রজনী সময় সন্দর্শনে, অপ্রবোধ-মনাঃ প্রেমসুধা ক্ষুধাকুল পতির অশান্ততা ও নির্দ্দয়াচরণ স্মরণ করিয়া বিলাসাগার পরাঙ্মুখী হইয়া, শারীরিক পীড়াচ্ছলে রোদনে নিযুক্তা হইল। এবং কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত মনুষ্যগণ, স্ব স্ব কার্য্যে অবসর পাইয়া, পৌর পরিজনও আত্মীয়বর্গের আমোদ প্রমোদার্ণবে নিমগ্ন হইল; ও মাদৃশ বিরহী সমূহ, অন্তর্বেদনার প্রপীড়িত হওত বনদগ্ধ পশু সদৃশ, ব্যাকুলান্তঃকরণে ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক বারংবার কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এদিকে প্রহরী প্রধান, হর্ষযুক্ত বিকটাকার বদনে উচ্চৈধ্বনিতে হাস্য করতঃ আমার সহিত প্রণয় লালসায় সমুপাগত হইয়া, সম্মতিরূপ প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুর্ম্মদের সেই দুরাকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট করিয়া তৎকালে, সমুদ্র পতনে জীবন বিসর্জ্জন করাও আমার পক্ষে শ্রেয়জ্ঞান হইয়াছিল। অতএব সেই বিষয়ের চিন্তা হেতু তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে নিরুত্তরা থাকিলাম। সে দুরাত্মাও, সে দিবস মনে কি ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু পর দিন প্রত্যুষে, সেই ভীষণাকার কৃতান্ত কিঙ্কর সম দুরন্ত

রাজপুররক্ষক, করে তীক্ষ্ন করবালধারণ করতঃ হাস্য-বদনে মম সদনে পুনরায় সমাগত হইয়া কহিতে লাগিল; প্রিয়ে! এ আশ্রিত জনের প্রতি সদয় হইয়া বারেক আলিঙ্গন প্রদানে পরিতৃপ্ত কর। তাহার অকস্মাৎ এই অশ্রোতব্য ভাষা শ্রবণ করিয়া, মণিহারা ফণির ন্যায় হৃদয়বল্লভের শোকে, এককালে অধীর হইয়া উঠিলাম। সে যাহা হউক, মদীয় মৌনাবলম্বন ভাব অবলোকন করিয়া তৎকালে, সে দুষ্ট তথা হইতে গমন করিল বটে, কিন্তু দুরাচারের সেই দুরাভিসন্ধি হৃদয়াধার হইতে অপসৃত হইল না। পরদিন রজনীতে, আমার বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বাভিমত সাধনার্থ প্রথমতঃ নানামত অনুনয়ান্বিত বাক্য ও রসিকতা ভাব প্রকাশ করিল। পরে ঘূর্ণিত আরক্ত নেত্রে গভীর শব্দে কহিতে লাগিল, যদিস্যাৎ কল্য তোমার এরূপ ভাব দর্শন করি, তবে এই শাণিত শস্ত্র দ্বারা শিরচ্ছেদন করিব, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। আমি তাহার এতাদৃশ পরুষোক্তি শ্রবণ করিয়া, মরণ শ্রেয়ঃ অভিপ্রায়ে যখন কোন উত্তর প্রদান করিলাম না, তখন সে, কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ভাবে আমার অভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। দুর্লভ ফল প্রেপ্সু উদ্ধাত বাহু বামনের ন্যায় মদোদ্বাহ ফল লোলুপ সেই দুরাকাঙ্ক্ষী, না হতাশ হইয়া অন্যত্রাভিগমন

করিলে, পিঞ্জরাবদ্ধ তির্য্যক জাতির সদৃশ আবদ্ধ থাকায়, ভবিষ্যতে বহুমত অনিষ্ট সংঘটনা হইতে পারিবে এবং স্বীয় পরিত্রাণ বিষয়েও নিরূপায়, এই উভয় চিন্তায় আমাকে এমত চিন্তাকূপারে পাতিত করিল; যে, যামিনী প্রায় প্রভাতা হইল, তখন পর্য্যন্তও আমার চিন্তাপারাবারের কূললব্ধ হইল না। পরিশেষে স্বতঃ সহজাতঃ স্বজাতীয় অঙ্গ স্বরূপ পক্ষদ্বয়ের সাপক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান বিষয়ে, কৃত সঙ্কল্প হইয়া অট্টালিকার শিরোদেশে অধ্যারোহণ করতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম। পরে বহু দেশ অতিক্রমণ করিয়া গমন করিতেছি, ইতোমধ্যে, আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হওয়ায়, অনুপম সুখোদয়ে প্রথমে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন ও নানা প্রকার প্রিয়ালাপন এবং সমুদ্রে পতনাবধি সমস্ত আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর পিতা মাতা ভ্রাতা ও অপরাপর পরিজনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। সখি! মাতা কি এ হতভাগিনীর নিমিত্ত কখন শোকজনক কোন কথার উত্থাপন অথবা আক্ষেপ করিয়া থাকেন? না বিস্মৃতা হইয়াছেন? তাহারা কহিল সখি! তোমার গর্ব্ভধারিণী স্বয়ং আপনাকে অপত্য হত্যাকারিণী বিবেচনা করিয়া, দারুণ শোকে অভিভূত ও অহোরাত্র রোদন পরায়ণা বিধায়

নয়নহীনা হইয়াছেন। এবং প্রায় সর্ব্বক্ষণ হাঃ ক্ষণ প্রভে। ইত্যাকার নামোচ্চরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কোন কোন সময়ে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। তাঁহার এই মহারোগ মোচনার্থ মহারাজ, অনেক বৈদ্যাদি নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন উপকার দর্শিতেছে না। জননী এতাদৃশ প্রবল পীড়াক্রান্তা হইয়া কালাতিবাহিত করিতে-ছেন শ্রবণ করিয়া মাতৃ স্নেহ স্মরণপূর্ব্বক বহুবিধ বিলাপ করিলাম ও পরে জিজ্ঞাসা করিলাম। সখি! এক্ষণে তোমরা উভয়ে কোথায় গমন করিয়াছিলে বল? আমার এই বাক্য শ্রবণে, সখিদ্বয়, লজ্জা নম্রমুখী হইয়া কহিলেক, প্রিয়তমে! তোমার মানবে স্বামীত্ববরণ শ্রবণ করিয়া সেই মহাত্মাকে দর্শনার্থে এবং বিধি প্রতি-কূলে তোমার জীবনে জীবন বিসৃষ্ট হইয়াছে এই অশিব সমাচার শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয় নিশ্চয় করণার্থ উভয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া অনেকানেক মর্ত্ত্য রাজ্য ভ্রমণ করিলাম। কিন্তু অজ্ঞাত বিধায় কোন স্থানেই কোন লক্ষণা দ্বারা সেই মহানুভব পুরুষ রত্নকে লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। এবং ত্বদীয় অ-কুশল সংবাদের কোন নির্ণয় করিতে না পারিয়া, শেষে স্বরাজ্যে, প্রতিগমন করিতে ছিলাম, ইতোমধ্যে

আমাদিগের বহু সৌভাগ্য হেতু হারানিধি ও অমূল্য রত্ন স্বরূপ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বোধ হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াই বিধাতা তৎ-কালীন, আমাদিগের তাদৃশীমতি প্রদান করিয়াছিলেন। নচেৎ অবিদিত প্রদেশ গমনে এবং অপরিচিত ও অল-ক্ষিত জনদর্শনে সহসা মনের এমন ইচ্ছা হইবে কেন? যাহা হউক, অদ্য আমাদিগের পরিশ্রমের সার্থকতা লাভ হইল, এবং দুরাশাও পূর্ণ হইল। ভাল প্রিয়সখি! জিজ্ঞাসা করি, সেই সম্ভ্রান্ত পদার্থ মহিমাকর কোন ভাগ্যবতী রাজ-ধানীকে স্বীয় রূপাতিশয্যে ও প্রভূত গুণ গৌরবে সমু-জ্জ্বলিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন? এবং কি নাম ধারণ করেন? অগ্রে সেই বিষয়ের পরিচয় প্রদান কর। আর তিনি যে কি প্রকার রূপবান, সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস্য নাই। যেহেতু তুমি যখন, দেখিবা মাত্র তাঁহাকে বরণ করিয়াছ, তখন তিনি, অসামান্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট বটেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অত-এব তাঁহার নাম ও ধামের পরিচয় প্রদান কর। শ্রব-ণার্থ নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছি এবং ভ্রম বশতঃ যদর্থে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। বিশেষতঃ সখি! অদ্য সেই সর্ব্বলোকপাল জগদীশ্বরের অপার করুণা বলে, তোমার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত রূপ শিবকর সংবাদ, অস্ম-দাদির প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হইয়া ভবদীয় মরণ কৃত নিশ্চয়া

পরীনগরী বর্ষদ্বারিদ সমাগমে তৃষিত নিদাঘচাতকী সদৃশী আনন্দ স্নিগ্ধনীরে ভাষমাণ হইবে সংশয় নাই। অতএব আর বিলম্ব করিওনা ত্বরায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন কর শ্রুত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করি। প্রাণেশ! যদিচ তাহাদিগের দর্শনে এবং নানাবিধ কথোপকথনে, অন্যমনস্কতা হেতু কথঞ্চিৎ হৃদয়স্থ বিরহানল শান্ত ভাবাবলম্বন করিয়াছিল বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার দয়িতের পরিচয় প্রার্থনায়, স্মরণ, যেন নির্ব্বাপিতাগ্নিকে পুনশ্চ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া দ্বিগুণতর উদ্দীপন করিয়া দিল; কিন্তু কি করি, কেবল মূকের স্বপ্নদর্শন ও তস্কর বনিতার মানসিক রোদনবৎ কিঞ্চিৎকাল অন্তর্দ্দাহে দহ্যমান হইয়া কহিলাম, সখি! আমি তাঁহার হৃদয় লাবণ্যাতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় পরিচয় অবগত নহি। কারণ নিশিথ সময়ে, তাতার সহিত পরীবাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্তাপহারক উদ্যান দর্শনে, তথায় বিহার জন্য অবরূঢ় হইয়াছিলাম; তজ্জন্যই দেশের বিষয় কোন বিশেষ নির্ণয় করিতে পারি নাই। অন্য কথা কি, তৎকালে দিকের নির্ণয় হয় নাই। বিশেষতঃ নিদ্রিত ব্যক্তিকে প্রবোধ করিয়া পরিণয় করিয়াছিলাম। এই হেতু তিনি কে, মানব কি গর্ব্বন্ধ, কি পরীজাতি, কিম্বা কোন মায়াবী, এবং কি নাম, কোথায় ধাম,

সে বিষয়ের সবিশেষ কিছুই পরিচয় গ্রহণ করি নাই। কেবল দর্শন মাত্রেই এপাপ জীবনকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। তিনিও বিবাহের অগ্রে, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। এক মাত্র স্ব স্ব অঙ্গুরী বিনিময় করতঃ গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহাদি সমাধান হইয়াছিল। তদনন্তর, তিনি, আমার পরিচয় গ্রহণে সমুৎসুক হইবার, আপন জাতি, বসতি, সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করণোদ্যত হওতঃ বাক্য ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধস্ফুরিত হইতেছে, এমত কালীন অন্বেষণপরায়ণা জননী, আমায় সেই নিবিড় তমস্বিনীতে পুমান্‌জাতির সহিত একাসনে সমাসীনা দেখিয়া, কোপেতে স্ফুরিতাধর হইয়া, বদ্ধ কবরীর বেণীনিকর আকর্ষণ করিয়া আমাকে শূন্যমার্গে লইয়া গেলেন; এই মাত্র অবগত আছি, অন্য কোন সমাচার জানি না। ইদানীং সেই পুরুষসত্তম, জীবিত, কি মৃত, অর্থাৎ তাঁহার কুশলাকুশল বিষয়ে কোন সংবাদ জ্ঞাত নহি। এমতে অস্মৎ কর্ত্তৃক তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইলে, প্রাগ্‌ঘটিত ক্লেশব্যূহ, যেন তৎকালে আমার স্মৃতিপথে অভিনব রূপে উদিত হইয়া প্রবল বিরহানলকে পুনরুদ্দীপন করিল। অতএব সেই বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধ হৃদয়ে আমি আর্ত্তনাদে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলাম।

চেতন প্রাপ্তে সখিদ্বয় আমায়, সম্বোধন করিয়া ব-লিতে লাগিলেন, ভাল প্রিয়সখি! বৃথা, আত্মনাশক ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ হুতাশনে দগ্ধ হইয়া দেখদেখি এপর্য্যন্ত কত ক্লেশই সহ্য করিতেছ; কিন্তু যদি পূর্ব্বে বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে এত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। কারণ, কর্ম্ম করণের প্রারম্ভে চিন্তা করিলে কোন প্রকার অপকার ঘটনা সম্ভবে না। এই কথা মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে; অতএব তাহা কদাচ অন্যথা হয় না। সে যাহা হউক, তোমাদিগের অদ্ভুত পরিণয় সঙ্ঘটিত ব্যাপার শ্রবণে উভয় দম্পতীকেই সহস্র সহস্র ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ একবার দর্শনমাত্রে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত যে, পরস্পর পরস্পরকে জীবন সমর্পণ করা, এ অতি বিমূঢ়ের কর্ম্ম। যাহা হউক, এক্ষণেত সেইমুহূর্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া বহুকাল পর্য্যটন করিলেও কিছু মাত্র নির্ণয় করিতে পারিবে না। অতএব চল স্বীয় জন্মভূমি পরীরাজধানীতে প্রতিগমন করি। কারণ অবলাজাতির স্বয়ং ইচ্ছাচারিণীর ন্যায় ভ্রমণাপেক্ষা বরং তথায় যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান নিমিত্ত স্থানে স্থানে চর সকল প্রেরণ করিব। তাহাদিগের এবম্বিধ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া কহিলাম, সখি! সেই মন্মথমোহন ব্যতীত

আমার আর রাজ্যসুখে প্রয়োজন কি? ও অন্যান্য বান্ধববর্গেই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ সখি! যে নির্দ্দয় পিতা, আমায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; আমি তাঁহার নিকট এ কলঙ্কাঙ্কিত বদন আর দেখাইতে স্পৃহা করি না। এবং তিনিও পুনর্ব্বার আমার প্রতি যে কি প্রকার ব্যবহার প্রকাশ করিবেন তাহাওত বলিতে পারি না। অতএব সে সব কথায় আর প্রয়োজন নাই, তোমরা এক্ষণে স্বীয় গৃহে বা স্বীয়ানুকল্পিত স্থানে গমন কর; এ চিরদুঃখিনীর নিমিত্ত আর আক্ষেপ করিও না। আমি অভিলষিত প্রাণপতির অন্বেষণে গমন করি; যাঁহার নিমিত্ত এতাবৎকাল যন্ত্রণাভোগ ও প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। তোমারাও এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিদায় হও। যদি ঈশ্বরানুকম্পায় জীবিত থাকি ও সঙ্কল্প বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে; নচেৎ এজন্মের মত বিদায় হইলাম। হে প্রিয়তম! এই পর্য্যন্ত কথোপকথনে কথিত প্রসঙ্গ সমাধান করিয়াই তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশ পথে উড্ডীন হইলাম। তাহারা আমার বিচ্ছেদে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া, সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া দীননয়নে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু আমি, মায়াবিহীনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের

প্রতি আর পুনর্দৃষ্টি না করিয়া সত্বর গমনে গমন করিতে লাগিলাম। দিবাবসানে প্রতিনিয়ত গমন শ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম জন্য বেগবতী স্রোতস্বতী জহ্নুতনয়া তীরভূমিস্থিত এক উচ্চৈঃশাখ মহীরুহ মূলে উপবেশন করতঃ বিষণ্নমনে তব চিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইলাম। অপিচ, সেই সময়ে ভয়ঙ্কর বিরহ জ্বালা ক্রমে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল দেখিয়া, বিবেচনা করিলাম যে, যাবজ্জীবন এইরূপ দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণধারণ করণাপেক্ষা বরং প্রাণ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ; ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করতঃ জীবনে জীবন বিসর্জ্জন মানসে সেই শোক হারিণী ত্রিতাপহরা ভাগিরথী নীরে কোটিদেশ অবধি নিমজ্জন করিয়া মৃত্যু প্রতীক্ষায় তৎকালোচিত জগদীশ্বরে স্মরণ পূর্ব্বক এই প্রকার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলাম। হে গুণনিধে! এমন্দ ভাগিনীর প্রতি সদয় হইয়া শ্রীচরণাম্বুজে স্থান দান কর। হে করুণাকর! করুণাকর ঠাকুর! এই অশেষ যন্ত্রণাকর শরীরকে বিনাশ করিয়া পতি বিচ্ছেদ জ্বালা দূরীকরণ কর। আর যদিস্যাৎ কর্ম্মভোগ নিমিত্ত জন্মভূমিতে পুনরায় প্রেরণ কর; তবে সেই গুণাকর পতিকে প্রদান করিও। আমি এবম্ভূত অর্থাৎ কথিত প্রকার প্রার্থনা করিতেছি ঈদৃশ সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ সদৃশ

অঙ্গপ্রভ দণ্ডধারী দীর্ঘশ্মশ্রুরাজি সুশোভিত প্রসন্ন বদন এক প্রবীন যোগী আসিয়া আমার হস্ত-ধারণ করতঃ হাঁ! হাঁ! এতাদৃশ ভীষণ কার্য্য করিও না। আহা! আত্মহত্যা পাপ, ঘোরতর নরকোৎপাদনের হেতুভুত, অতএব তুমি তাহা কদাচ করিও না অতি সত্বরে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই পর্য্যন্ত আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া নিমেষ মধ্যে সেই তেজো-ময় পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। আহা! বোধ হইল, যেন দিনেশগভস্তিতে সেই জ্যোতিরাশি যোগেশ প্রলীন হইয়া গেল। আমি তাবৎকালপর্য্যন্ত প্রিয়-তম প্রাণপতির প্রেমাশার্ণবোত্থিত নৈরাশতরঙ্গ হইতে আশ্বাসতীর প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধিকের সহিত সম্মিলন মানসে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরে, বৎসর দ্বয় প্রস্তাবিত প্রকার অশেষ যন্ত্রণান্বিত হৃদয়ে মৃগতৃষ্ণা দর্শনে জলপিপাসু মৃগবৎ পরিভ্রাম্যমাণা থাকিয়া গতকল্য এই রাজ্য সমুপস্থিত হওত রজনীতে রাজ-ধানী অন্বেষণ করণাভিপ্রায়ে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান আছি, ঈদৃশ সময়ে কৃতান্ত সম দুর্দ্দান্ত ভীষণাকার কলেবর এক রাক্ষসাধম কর্ত্তৃক পঞ্চবটাটবীতে বিজন বাসিনী একাকিনী দশস্কন্ধাপহৃতা জনকাত্মজার ন্যায় আমি অপহৃতা হইয়া সেই পূর্ব্বস্থিত অরণ্যে নীত হইলাম। তদনন্তর, আমাকে সেই স্থানে আনয়ন-

পূর্ব্বক উদ্বাহ করণ মানসে বহুবিধ অনুনয় করিল; কিন্তু কোনমতে আপন অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এমন কি, বোধ হয় যেন প্রাণ বহির্গমনের উপক্রমণ করিল। তজ্জন্য বারংবার যন্ত্রণাযুক্ত মানসে দৈবত্রাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহ এ অনাথার প্রতি সদয় হইয়া তৎকালে প্রাণরক্ষা করিতে আগমন করিতে পারিল না। জীবন রক্ষা করিতে আসা দূরে থাকুক, কেহ অভয় দানেও কিঞ্চিৎ সুস্থির করিতে সক্ষম হইল না। কি করি দৃঢ়তর যন্ত্রণায় শেষে মৃতকল্প শরীরে সুতরাং কিয়ৎকাল অচেতনে ভূশয্যাশায়িনী হইয়া থাকিলাম। বোধ হয়, সে সময় সে দুরাত্মা আমায়, মৃতানুমান করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। মহাভাগ! যে কালে আপনি অনাথার প্রতি অনুকম্পিত হইয়া রক্ষাকরণ মানসে উপারণ্য মধ্যে আগমন করিয়াছিলেন; তৎকালে আমি ক্ষণিক চেতনে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত, কি বিধাতার অনুকূলতা প্রযুক্ত বলিতে পারি না, অতঃপর আপনার বাচনিক বাক্যেরদ্বারা প্রতীত হইতেছে, সেই মণিমালা লইয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে, কণ্ঠহার বৃত হইল আর প্রহার করিও না ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া তব পদেই প্রক্ষেপ

করিয়াছিলাম্। আহা! মরি মরি! করুণাময় পরমেশ্বরের কি করুণা প্রভাব এবং কার্য্য কৌশল, দেখুন দেখি, আপনিই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন; অনুভব হয় সেই নিমিত্তই এইরূপ বাক্য মুখহইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এবং মালাও বৃত হইয়াছিল; নচেৎ প্রাণত্যাগ ভয়ে নিশাচরের প্রতি উল্লেখ করিতে, সে কথা, আমার বদন হইতে কথনই বিনিঃসৃত হইত না। প্রিয়বর! মরণেত কাতর নহি। প্রাণনাথ ভিন্ন প্রাণত আমার অধিক প্রিয়তম নহে। যাহা হউক, গুণধাম! এক্ষণে অবিরাম ঈশ্বরের গুণগান করুন, যাঁহার কৃপাবলে আমাদিগের পুনঃ সংযোগ রূপ আশা সিদ্ধ হইয়াছে। নাথ! দেখুন দেখি, এ কাহার করাঙ্গুরীর, এই বলিয়া ক্ষণপ্রভা, অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া অভিজ্ঞানার্থে রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজ্যেশ্বর পুনর্ব্বার প্রাণাধিকা পরীকুমারীর অঙ্গুলিতে সেই অঙ্গুরী পরাইয়া সমৃণালাম্বুজ কিঞ্জল্কসদৃশ করাঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীকে ধারণ করতঃ প্রণয়গর্ভ বচনে কহিতে লাগিলেন; রে অচেতন পদার্থ অঙ্গুরীয়! তুমি পূর্ব্ব সুকৃতি ফলে প্রিয়ার অনুপম অঙ্গুলিতে আপন বসতি যোগ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছ; এবং মৎ সম্বন্ধে সম্মিলন বিষয়ে স্মরণকর হইয়া পরম সুহৃজ্জনের ন্যায়

মহদুপকার করিলে; অতএব কদাচ তোমায় এই সুখা-
কর স্থান হইতে ভ্রষ্ট করিব না; এই বলিয়া চির-
বাঞ্ছিতা প্রিয়তমাকে গাঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রণয়রসাভি-
ষিক্ত বচনে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। অয়ি নিথর
নিতম্বিনি! এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া শোকভারা-
ক্রান্ত হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ বিরহজ্বালা দূরীকৃত হইয়াছে।
কিন্তু প্রিয়ে! দীর্ঘকালান্তে পুনঃ সম্মিলনে চিত্তের
অসীম আনন্দ লাভ হেতু ইদানীং যে, কি বক্তব্য বাক্য
প্রয়োগ করিয়া মনের মনোমত ভাব প্রকটন করিব,
তাহা অনুমিতি হইতেছে না। কারণ নিমগ্ন সুখার্ণবে
আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করণেরও সাবকাশ হইতেছে না,
ঐ দেখ, হৃদয় রত্ন স্বরূপ প্রমোদা প্রাপ্তে, বিরহ দায়
হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি অবলোকন করিয়া, অনঙ্গ,
ঈর্ষান্বিত হইয়া মমাঙ্গে স্বীয় শ্লাঘায় সম্মোহন বাণ
নিক্ষেপ করিতেছে। ওকি জানে না, যে, অদ্য প্রিয়ার
যৌবনরথে আরূঢ় হইয়া হৃদয়স্থ কুচশম্ভু সহায়ে, সুরতা-
ভিলাস শিলিমুখ পূর্ণতুণে, স্বয়ং সমরাকাঙ্ক্ষায় সমুদ্যত
আছি। বিশেষতঃ প্রিয়ে! যদি তুমি কৃপাপাঙ্গ
নিক্ষেপ করিয়া অধীনের প্রতি একবার প্রসন্না হও,
তবে আমি পঞ্চশর সংস্থানযুক্ত সেই পঞ্চশরকে
কদাপি ভয় করিব না। তদনন্তর, উভয়ের বাক্যা-
বসানে, বহুকাল বিনোদা বিনোদের বিরহ হেতু ইদানীং

সংযোগ শান্তিরস অভিষেচন পূর্ব্বক বিরহবহ্নিকে তিরোহিত করিলেন। আহা! বিরহাবসানানন্তর পুনঃ সংযোগ হওয়ায় তত্তৎকালে সংযোগিদিগের মনে যে, কত প্রকার ভাবের উদ্ভব হয় তাহা সুরসিক ভাবক বর্গের মনে প্রায় সর্ব্বদাই বিরাজিত আছে। অতএব এ স্থানে আর বাগাড়ম্বর বৃথা মাত্র। এই পর্য্যন্ত প্রসঙ্গ করিয়া কৈলাসনাথ, তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলে, স্মেরাননা পার্ব্বতী করপুটে কহিলেন; ভগবন্! তদনন্তর কি হইল বিবরণ করিয়া পরিতৃপ্ত করুন্।

অভয়ার এবম্বিধ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া রজতগিরিনিভ শিব, সহাস্যবদনে কহিলেন; প্রিয়ে! শ্রবণ কর। গুণার্ণব ও ক্ষণপ্রভার এইমত বহু প্রয়াস সাধ্যে সর্ব্বানুকূলের সানুকূলতায় পুনঃ মিলনরূপ আশা পরিপূর্ণ হওয়ায় সে সময়ে, তাহারা উভয় দম্পতী পুলকিতাঙ্গে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা বিরহ জ্বালা নিবারণ করিতেছে, সেই সাবকাশে প্রাগদৃষ্ট যুবাদ্বয় সহসা মস্তকোন্নত করতঃ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রথমতঃ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল গভীরনাদে হাস্য করিতে লাগিলে; পরে প্রকাশ পুরঃসর উভয়েই যুগপৎ উচ্চৈর্নাদে বলিল, ঈশ্বর প্রসাদে অদ্য আমাদিগের কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। গুণার্ণব, উন্মত্তের ন্যায় যুবাদ্বয়ের আশ্চর্য্যকর অব্যক্ত ভাবের ভাবগ্রহ করিতে না পারিয়া তদ্বৃত্তান্ত অবগত

হওন মানসে, অতীব চঞ্চল চিত্তে কহিতে লাগিলেন; হে সদয় হৃদয় মহোদয়দ্বয়! আপনারা আমাদিগের আগমনের পূর্ব্বে, উভয়েই কি ভাবে আক্রান্ত হইয়া এতাদৃক্ বিষণ্ণবদনে কালাতিবাহিত করিতেছিলেন, যে, যদ্দ্বারা আমাদিগের অত্রস্থলে আগমন বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই। অপিচ ইদানীং সহসা কি আশার আশয় প্রাপ্তেইবা হাস্য আস্যে এতাদৃক্ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন; ইহার কারণ কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। অধিরাজের বাক্যাবসানে, তন্মধ্যে একজন কহিল; মহারাজ! আপনার প্রিয়তমা প্রিয়সী প্রমুখাৎ যে, তদীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; বোধ হয় স্মরণ থাকিবে অর্থাৎ আমি সেই পরীরাজ পরিমলের জ্যেষ্ঠপুত্র সমিতিঞ্জয়, আমি, বিদ্যালয় হইতে আলয়ে প্রত্যাগত হইয়া ক্ষণপ্রভা অদর্শন জন্য মৎকর্ত্তৃক তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসিত হইলে, পৌরজনেরা কহিলেক; পিতা, ক্রোধ পরতন্ত্র হওতঃ প্রাণসমা প্রিয়তমা কনিষ্ঠা সহোদরা ক্ষণপ্রভাকে গভীর সাগরনীরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহাতে মাতা প্রিয় সন্ততিবিচ্ছেদ শোকে স্ত্রীস্বভাব বশতঃ রোদন বাহুল্যে নয়নহীনা হইয়াছেন। আর পিতাও ক্রোধ শান্তির পর, সর্ব্বদা বহুবিধ বিলাপ করিয়া থাকেন। এরূপ তাহাদিগের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া শেষে স্বয়ং

প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে, তাহা সকলই সত্য। অপিচ, রাজ্যের সমস্ত লোকই প্রায় ক্ষণপ্রভার কলেবর নাশে কৃত নিশ্চয় হইয়া উহার রূপ লাবণ্যের ও অসীম গুণের প্রশংসা করিতে করিতে স্নেহপ্রভাবে, সর্ব্বদা দুঃখপরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। হে সদাশয়! এব-ম্প্রকার অমঙ্গলময়ী রাজধানী দর্শন করিয়া তৎকালে মদীয় চিত্ত যে, কিরূপ বিষাদাকূপারে পতিত হইল তাহা প্রকাশাক্ষম। এ মতে সমাদ্বয় অতীত হইলে, এক দিন, প্রিয় ভগিনীর উপদেশিকা ও ভক্তিকা নাম্নী সখীদ্বয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম; যে, প্রাণাধিকা সহোদরা ঈশ্বরানুকম্পায় তাদৃশ সঙ্কট হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং আপন পতির অন্বেষণ নিমিত্ত গমন করিয়াছেন; হে ভূপালবংশজ! আমি, তাহাদের নিকট এই কুশলময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দরিদ্রের আশা পূরণে, বিরহিণী যুবতীর নিরুদ্দিষ্ট পতির দর্শন প্রাপণে, এবং নয়নহীনের নয়ন প্রাপ্ত হইলে মনের আনন্দ লাভ হওয়া যদ্রূপ সম্ভব হইতে পারে তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিলাম। অপিচ তৎক্ষণাৎ জনক-জননী পরিজন সদনেও ঐ শুভসংবাদ প্রদান করি-লাম। অনন্তর, স্বীয়ানুজ জ্ঞানানন্দের প্রতি পিতা মাতার পরিচর্য্যার্থ ভারার্পণ করিয়া সহোদরা স্নেহবন্ধনে গাঢ়তর বদ্ধপ্রযুক্ত উহার অন্বেষণ নিমিত্ত স্বরাজ্য পরি-

ত্যাগ পুরঃসর স্বয়ং আকাশগতিতে নানা জনপদ, নদনদী, মহীধ্রপ্রভৃতি উল্লংঘন করিয়া প্রায়ঃ যাবন্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, তথাপি স্বীয় মন্তব্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না শেষে বিব্রত হওতঃ দীনহীনাবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে গতরাত্রে দৈব বশতঃ পথশ্রান্ত দূরীকরণ নিমিত্ত অত্রস্থ মহীরুহমূলে উপবিষ্ট হইয়া, আপন পরিশ্রমের নিরর্থকতা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অতীব খিন্নমনে ঈশ্বরকে চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়, বলিতে পারি না, কি চিন্তায় চিন্তিত হইয়া ইনিও, মম সদৃশ বিষণ্নবদনে কোথা হইতে আগমন করতঃ মদীয় পার্শ্বভাগে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তবে ভাব দেখিয়া তৎকালে কেবল এই মাত্র অনুভব হইয়াছিল যে ইনিও একজন চিন্তাতুর ব্যক্তি। বিশেষতঃ আমার, সর্ব্বদা স্বীয় শোকানলে সন্দগ্ধ হৃদয়ে কালযাপন হেতু, উহাঁর আগমনের কারণ জ্ঞাত হওনার্থ কোন বাক্য প্রয়োগ করি নাই। এবং তৎ কর্ত্তৃক আমিও কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হই নাই। আর, উনি যে একাল পর্য্যন্ত চিন্তার্ণবে ভাসমান থাকিয়া এক্ষণে আপনাদিগের দম্পতী সম্বন্ধীয় পরস্পর আত্ম আত্ম পরিচয়ে তন্মধ্যে কি প্রকার শুভ সংবাদপোত অবলম্বনে আনন্দ তীরে গাত্রোত্থান করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন। সে

যাহা হউক, কিন্তু আমি এক্ষণে আপন উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতার্থতা হেতু, বোধ হইতেছে যেন পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপাতরী প্রাপ্তে অদ্য নিমগ্নসাগর হইতে নিস্তীর্ণ হইলাম, এবং তোমাদিগের উভয়েরই রূপ লাবণ্য দর্শনে ও অদ্ভুত সংঘটন শ্রবণে, এবং যোগ্য যোজনা সন্দর্শনে দেখিলাম, মানব সংস্রব হেতু আর কোপিত হইবার কোন প্রয়োজন হইতেছে না। কোপ প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং তোমাদিগের উভয়কে দর্শনাবধি প্রভূত আহ্লাদ সাগরে ভাসমান আছি। অতএব আমি প্রার্থনা করিতেছি, যে, তোমরা এক্ষণে সেই করুণাময় প্রজাপতির প্রসাদে বিচ্ছেদ ছেদে নিরুদ্বেগে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত সুখী হও আর, রাজতনয়! তোমাকে এক বিষয় সংশন করিতেছি অবধান কর, তুমি, সভার্য্য হইয়া অগ্রে স্বীয় রাজধানীতে গমন কর; পরে উভয়েই অস্মদ্রাজ্যে গমন করিবে? আর আমাকেও এক্ষণে, পরীনগরী মধ্যে সত্বর গমন করিতে হইবে। কারণ মদীয় পরিবারবর্গ, তোমাদিগের সংবাদবারি প্রাপণ লালসায়, নিদাঘচাতকবৎ আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন; তন্নিমিত্ত তথায় গমনপূর্ব্বক মন্মুখজলধর দ্বারা এই শুভ সংবাদবারি বর্ষণে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। তদনন্তর, তোমাদিগের উভয় দম্পতীকে পরীনগরীস্থ জন

সমূহের প্রদর্শনার্থ এক অপূর্ব্ব বিমান আনয়ন পূর্ব্বক ত্বরায় পরীরাজ্যে লইয়া রতি রতিকান্তের ন্যায় যোজনা ও অসামান্য লাবণ্যযুক্ত তোমাদিগের উভয়কে দৃষ্টি গোচর করাইয়া সকলের চিত্তস্থ দুঃখাপনোদন ও নয়ন ধারণের সার্থকতা সম্পাদিত করিয়া কৃতকৃত্য হইব। এই হেতু, এক্ষণে অভিলাষ যে, স্বদেশ যাত্রা করি; কিন্তু মহারাজ! তুমি সরল হৃদয়ে মৎ সকাশে অঙ্গী-কার কর, যে, উভয়ে তথায় একবার গমন করিয়া সকলকে পরিতোষ লাভ করাইবে; সমিতিঞ্জয়ের এবম্ভুক্ত বাক্যাবসানে, পরীকুমারী সুশীলা ক্ষণপ্রভা, স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ঈষল্লজ্জিত ভাবে মৌনাবলম্বনে রহিলেন। অতঃপর রাজকুমার গুণার্ণব, মহান্ সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব শ্যালকের যথা বিহিত সম্মান রক্ষা করিয়া অগত্যা বিদায় প্রদানে স্বীকার হইলেন। এবং পূর্ব্ব কথিত অন্য অপরিচিত যুবাকে ও স্বীয় ধর্ম্ম পত্নী ক্ষণপ্রভাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে মঙ্গলচিহ্ন সকল প্রতিষ্ঠিত ও নগরী মধ্যে ভেরী নির্ঘোষ করিতে অনুমতি প্রদান করি-লেন। এবং কারাবদ্ধের বন্ধন মোচন ও অপর সাধা-রণে ধনদান করিয়া সন্তোষিত করিলেন। তৎপরে, অমাত্যবর্গ বেষ্টিত সভামধ্যে গমনপূর্ব্বক সভ্যজন সমক্ষে আত্ম পরিণয় সংক্রা ন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত

বর্ণন করতঃ সচিবগণের মতানুসারে পরীরাজনন্দিনীকে মহিষী পদে অভিষিক্ত করিয়া অবশেষে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। এবঞ্চ আনীত অজ্ঞাত কুলশীল যুবার রীতিমত বাস স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া সে দিবস সত্বর সভাস্থজনগণকে বিদায় করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গমন পূর্ব্বক আপন বাঞ্ছিত প্রিয়া সহিত বিবিধ প্রমোদজনক বাক্ প্রসঙ্গে ও নানা ক্রীড়া কৌতুক রসে নিযুক্ত থাকিয়া ভূরি সুখানুভবে দিবসকে অতিবাহিত করিলেন।

পর দিন প্রত্যুষে, গাত্রোত্থান করতঃ কৃতাহ্নিক হইয়া ভূপাল কুল পাবনকর গুণার্ণব, মহানুকৃতিকুশল সচিবগণ ও আত্মজনগণ প্রভৃতি সকল বিবুধ সদৃশ বুধ-মণ্ডলী সমন্বিত সভামধ্যে আগমন পুরঃপর নিরন্দিত রাজ কার্য্যাদি পর্য্যালোচনার পর্য্যাবসানে মধ্যাহ্নিক ভোজনাদি সমাপন করিয়া আক্রাড়স্থ সৌধশিখরে প্রিয়া ক্ষণপ্রভার সহিত পরম সুখে সদালাপ করিতেছেন এমতকালে সেই আনীত যুবাকে স্মরণ হওয়ায় তাঁহার পরিচয় গ্রহণ বিষয়ে নিতান্ত উৎসুক হইয়া এক জন সৌবিদকে তাঁহার আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। প্রেষিত কঞ্চুকী, সত্বর গমনে বিদেশীয় অপরিচিত যুবক সদনে উপনীত হইয়া বিনম্র বদনে কহিল; মহাভাগ! আমি শ্রীমন্মহারাজের পাদপদ্ম চিহ্নিত অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, কিঞ্চিন্নিবেদন আছে। বর্ত্তমান দেশের আচার বিষয়ে

সন্দিগ্ধমনাঃ সুদীন, বার্ত্তাবহ সৌবিদল্লের নম্রাচার দর্শন ও শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতীব হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন; হে অঃন্তপুরাধ্যক্ষ! বোধ হয়, তুমি নরেশ্বরনন্দনের কোন অনুমতি লইয়া আসিয়াছ; রাজান্তঃপুর রক্ষক বিনয়গর্ভ বচনে কহিল, হাঁ মহাশয়! মহিমাসাগর মহীপাল, আপনাকে আহ্বান করিতেছেন ত্বরায় আগমন করুন্। বিশুদ্ধাকার যুবা সুদীন, নরনাথের আহ্বান শ্রবণ করতঃ রাজ সন্দর্শন জন্য সাতিশয় লোলুপ হইয়া, অবিলম্বে কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নৃপতনয়েরে সন্নিধানে সমাগত হইলেন, এবং রাজ সম্মানোচিত অভিবাদন করতঃ বিশুদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজতনয়,গন্ধর্ব্ব যুবাকে দেখিয়া, সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, মহান্ সমাদর পূর্ব্বক জনৈক পরিচারিকাকে আসন প্রদানে অনুমতি করিলেন। গন্ধর্ব্বতনয় সুদীন, রাজসকাশে সমাদৃত হইয়া প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন; উপবিষ্ট হইলে, নরপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাশয়! আপনার বসতি কোথায়? আর এই সংসার মধ্যে কি আখ্যাতে আখ্যাত হইয়াছেন এবং কি নামসেই বা স্বদেশ পরিত্যক্ত হইয়া পর্য্যটন করিতেছেন, এই সমস্ত বিবরণ সরলান্তঃকরণে বিবরণ করিলে, আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব; অতএব অনুগ্রহ

পূর্ব্বক আত্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন। বিশেষতঃ আমি, স্বধাম হইতে নির্গমনের কারণ জানিতে পারিলে, কৃতসাধ্যে যত্নশীল হইয়া আপনকার অভিপ্রায় সিদ্ধ জন্য চেষ্টিত হইব, তাহার সন্দেহ নাই। গন্ধর্ব্বকুমার এবম্প্রকার সগৌরব বাক্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া সহাস্য আস্যে কহিলেন; মহারাজ! অনুগ্রহপূর্ব্বক এ হত-ভাগ্যের পরিচয় সকল শ্রবণরন্ধ্রে স্থানদান করিলে, কৃতার্থমন্য হইব অতএব নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন।

পিতামহ লোক হইতে হেমাদ্রি পর্ব্বত পথাগতা বাহিনী ত্রিবর্গগার প্রতীচীতটস্থিত প্রসিদ্ধ রামপুরের অন্তর্গত গোরক্ষাখ্য এক নগর আছে, যথায় গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকেন; তথায় আমার জন্মস্থান। আমি পিতার এক মাত্র সন্তান, আমার নাম সুদীন, আমরা গন্ধর্ব্ব জাতি। এই দুর্ভাগ্য ধরণী পতিত হইলে পর, আমার শৈশবকালে, জননী দুর্দৈব বশতঃকাল গ্রাসে কবলীকৃত হইলেন; তাহাতে আমাকে মাতৃহীন দেখিয়া সুতরাং পিতাই স্বয়ং স্ত্রীজাতিরন্যায় স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সাতিশয় লালন সহকারে পালন করিতে লাগি-লেন। তদ্দ্বারা আমি ক্রমে বর্দ্ধমান হইলাম বটে, কিন্তু ঐ পিতৃ লালন, পরে আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষ হইয়া উঠিল অর্থাৎ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে, অতি

মাত্র প্রতিহতভাব ঘটিয়া উঠিল। তাহার কারণ, ইহ জগতীতলে সন্তানগণে সময়াতিরিক্তে পিতামাতা লালন করিলে, কদাপি তাহাদিগের বিদ্যাবিষয়ে নৈপুণ্যলাভ হইতে পারে না। বিদ্যাবিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক বরং মূর্খতাহেতু ঐ বংশপাবনকর সন্তানগণ, অন্যার্য্য সেবিত পদবীতে পাদবিক্ষেপ করিয়া শেষে বংশ পাতন কর হইয়া উঠে। এতদ্বিষয়ের ভূরিশঃ প্রমাণ, এই ভূমণ্ডলেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ সংসারিলোকে নি স্ব হইলে বিদ্যালাভ করা দুর্ল্ভ হইয়া উঠে; তাহা আমাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। অপিচ, বিধাতা বিমুখ হইলে প্রায়ঃ কোন প্রকারেই ভদ্র হয় না। যেহেতু অপরাপর বান্ধবর্গ স্বত্ত্বেও আমার কোন ফল দর্শিল না। তাঁহারা স্ত্রৈণ স্বভাব বশতঃ স্বর্গীয়সুখদায়িনী সিমন্তিনী সেবা ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। তাহা কেবল হিতাহিত জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত। আহা! এই সংসার মধ্যে দুরন্ত রতিকান্তের কি প্রভাব! মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহার প্রভাবে চিরপ্রিয় চিকীর্ষু প্রাণসম সহোদরাদির প্রতি হতাদর করতঃ ঐ সকল কামমোহিতগণ সংসার সুখদা প্রমোদার আত্মবর্গের অভিমত কার্য্য সাধনার্থ সতত তৎপর। অতএব হে ক্ষিতিপাল নন্দন! তাঁহারা কথিত নিয়মানুসারে সংসারে

বিচরণ করণ হেতু, আমার প্রতি বিশেষৰূপ স্নেহ প্রকাশ করিতেন না। তাহাতে সুতরাং আমার নিমিত্ত ধনব্যয়ে নিরর্থক বোধ করিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত থাকিলেন। এদিকে পিতা, প্রাণসমা পত্নীবিহীন হইয়া প্রায়ঃ সর্ব্বদা সবিষাদ চিত্তে কালযাপন করিতেন। কিয়দ্দিবস এইৰূপে গত হইলে শেষে সদ্যুক্তি করিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ না করিয়া মদীয় উদ্বাহার্থ উদ্যোগ করিলেন। এবং আমার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্তে স্বীয় মন্তব্য কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলেন। অনন্তর, আমি তরুণাবস্থায় তরুণ তরুণী প্রাপ্ত হইয়া ভাবিভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যানীতি শিক্ষায় এক প্রকার জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। এবং শেষে দেশায় অগন্তব্য পথপান্থ সমবয়স্কদিগের সহিত প্রভূত প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া বৃথা কালহরণ করিতে লাগিলাম। পরন্তু, বয়োধর্ম্মপ্রভাবে স্বভাব সুলভ কথঞ্চিৎ নিরর্থক চতুরতা জন্মিলে, তৎকালে আপনাকে একজন ধীমান বলিয়া বোধ হইল। সে যাহাহউক, মধ্যে মধ্যে, সমস্ত দেশীয় মনুষ্যগণ প্রমুখাৎ জনকের সর্ব্বদা অসৎক্রিয়াদির বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্রমে মনে অতিশয় ক্ষোভিত হইতে লাগিলাম। বিবেচনা করুন, গুরুজনের অপবাদ শ্রবণে জীবনে কত দূর পর্য্যন্ত হতাদর হইতে পারে? কিন্তু জীব মাত্রেরই না কি জীবন পরি

ত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নহে; সুতরাং আমি সেই হেতু স্বীয়দেশ পরিত্যাগ করতঃ দেশান্তরবাসী হইলাম। এবং কিঞ্চিৎ বিদ্যা ও সুশীলতা শিক্ষার নিমিত্তে একান্তেচ্ছুক হইয়া স্থানে স্থানে বহুল চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টাবারি প্রসেক দ্বারা আশাবৃক্ষ, কোন প্রকারেই ফলপ্রদ হইল না; এমন কি, দুই তিন বার দেশ হইতে বহির্গত হইলাম, তথাপি কোন ক্রমেই মন্তব্য বিষয়ে কৃতকর্ম্মা হইতে পারিলাম না। অতএব জানিলাম যে, দরিদ্রের আশা, বিধবার যৌবন, প্রায়ঃ অমূলক হইয়া থাকে। আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল অর্থাৎ কেবল আমার অসৌভাগ্য প্রযুক্ত সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া গেল। অনন্তর, পুনর্মূষিকের সদৃশ দেশে আসিয়া, প্রণয়নী প্রণয় পাশে এতাদৃশ আবদ্ধ হই-লাম, যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিদ্ধ শকটবাহ বলীবর্দ্ধ হইয়া তাহার যথা নিদেশ শকটকে বহন করিতে লাগিলাম; সুতরাং তৎপ্রযুক্ত আর কুত্রাপি গমনের শক্তি রহিল না। এবং মনোরঞ্জনার্থ প্রতিনিয়ত প্রমোদার সন্নি-কর্ষে আজ্ঞাধীন থাকা বিধায় ক্রমশঃ সংসার পাশে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলাম। ভাল, তদ্বিষয়েই না হয় সুখী হই। কিন্তু বিধাতা তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন, অর্থাৎ কিয়দ্দিবসান্তরে সহসা দুর্দৈব বশতঃ প্রাণাধিকা প্রিয়ার দেহাবসান হওয়ায় কতিপয় দিবস, যে

কি পর্য্যন্ত শোকাতুর অবস্থায় কালক্ষেপ করিয়াছিলাম; তাহা এক্ষণে সবিস্তার বর্ণনা করিতে নিতান্ত অক্ষম। এমন কি অদ্যাপি সেই গুণবতীর গুণ সমুহ স্মরণ হইলে, তৎপ্রেমাকাঙ্ক্ষি মনঃ অমনি তৎক্ষণাৎ দেহকে নিরাশ করিয়া প্রাণকে স্থানান্তর প্রয়াণের নিমিত্ত পুনঃ২ অনুরোধ করিতে থাকে। কিন্তু কি করি, অধিরাজ! অবস্যম্ভাবিকার্য্য কাহারও কর্ত্তৃক নিবারিত হইতে পারে না, ইহা সমালোচনা করিয়া বহুযত্নে চিত্তকে স্থির করিলাম। বিশেষতঃ দেখিলাম, বৃথা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল স্বীয় মনকে পরিক্লিষ্ট করণ ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই; এই সুতর্কে সমস্ত শোকাদি সম্বরণ করিলাম এবং মানস সরোবরে পূর্ব্ব সঙ্কল্প রূপ সরোরুহমূল সংস্থাপিত থাকায়, উহা ক্রমে আশালতাপর্ণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রায়ঃ সমস্ত সরসীকে ব্যাপন করিয়া ফেলিল; এবং অবসররূপ স্বীয় উদয় যোগ্য সময় প্রাপ্তে উৎসাহপঙ্কেরুহ জন্মগ্রহণ করিয়াও অজ্ঞান রজনী বিভাত না হওয়া জন্য মুদিত রহিয়াছে; অতএব উহাকে বিকসিত করণ মানসে সমুদ্যত হইয়া জ্ঞানসূর্য্যে হৃদাকাশে উদয় লালসায়, এক্ষণে গুরুরূপ উদয়াচলের অন্বেষণ করণ কারণ স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে এ প্রদেশে উপস্থিত হওতঃ পূর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষমুলে অর্থাৎ যে পাদপমুলে

আমাদিগের উভয়কে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন; সেই স্থানে সমদুঃখী দর্শনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বকৃত নির্ব্বাণ শোকাগ্নি পুনরুদ্দিত হওয়ায় সেই সন্তাপে সন্তাপিত হইতেছিলাম; তৎপ্রযুক্তই মুকেরন্যায় বাঙ্ নিষ্পত্তি বিরহ হইয়া বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট ছিলাম। পরন্তু অগ্রে তাঁহার অর্থাৎ মদীয় পার্শ্বস্থিত সম ভাবাপন্ন জনের উদ্দেশ্য বিষয় সুসিদ্ধ অনুমানে এবং আপন অভিলাষিত বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ের যোগ্য উপদেষ্টা এবং অশেষ গুণের গুণাকর স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া সেই নিমিত্ত তৎকালে উভয়েই অসীম আহ্লাদ সহকারে হাস্য করিয়াছিলাম। সে যাহাহউক মহারাজ! যদিও ইতিঃপূর্ব্বে, আমি আপনাকে দুরদৃষ্টবান্ বিবেচনায় সর্ব্বদা বিমর্ষচিত্তে কালাতিবাহিত করিতাম, কিন্তু ইদানীং মাদৃশ দুর্ভাগ্যান্বিত জন সম্বন্ধে, ভবাদৃশ পুরুষসত্তমের এতাদৃশ কৃপাবিতরণ দর্শন করিয়া, মনে মনে এরূপ বিবেচনা হইতেছে; যে, সেই জগন্নিয়ন্তার প্রসন্নতা প্রভাবে প্রপন্নের পূর্ব্বের দুর্ভাগ্য নিশার শেষ হইয়া বুঝি সৌভাগ্য সবিতার উদয় হইল; নতুবা এ দিনের প্রতি এরূপ অসম্ভাব্য দয়া প্রকাশ হওয়া কদাপি সম্ভব হইতে পারিত না। হে গুণধাম! যখন আপনি পরীরাজপুত্র সমিতিঞ্জয়ের সহিত প্রিয়ালাপনে তাঁহাকে বিদায়

দিয়া পশ্চাৎ করুণারস প্রসেক দ্বারা মদীয় এ তাপিত হৃদয়ের উদ্দীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক রাজধানীতে আনীত পর্য্যন্ত স্বীয় মহিমা প্রভাবে আমাকে এতাদৃক সাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন ; তখন অবশ্যই ভাগ্যের পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহাহউক আমি অদ্যাবধি আপনকার চরণাশ্রিত শিষ্য হইলাম, অতএব হে করুণানিধান ! এ অধীন প্রতি অনুকম্পিত হইয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। কারণ দেহীদিগের সৎজ্ঞান লাভ ব্যতীত কদাচ দেহ ধারণের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে না। সুদীন এই পর্য্যন্ত উক্তি করিয়া রাজ তনয়ের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অধি-রাজ গুণার্ণব, বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষার বিষয় নিতান্ত জিজ্ঞাসু জানিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুদীনকে কহিলেন ; সুদীন ! গন্ধর্ব্বগণের আচার বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ, এইহেতু তদ্বিষয় শ্রবণে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে, অতএব তুমি প্রথমতঃ আপন প্রতিবাসি গন্ধর্ব্ব গণের চরিত্র এবং তাঁহারা কোন ধর্ম্মাচার মার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহা আমার সমীপে বর্ণন কর ; পরে তোমার যথা জ্ঞানানুসারে সরহস্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রান্তর্গত এবং অপরাপর শাস্ত্র ও যুক্তি সহকারে উপদেশ বাক্য

সকল শ্রবণ করাইতেছি। সুদীন, নৃপতনয়ের প্রশ্নে ক্ষণিক মৌনাবলম্বনে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন; মহারাজ: আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় যথাজ্ঞাতানুসারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্।

অস্মদ্দেশীয় গন্ধর্ব্বগণ, সাধুবিগর্হিতকর্ম্মচারী, সত্যপথবিবর্জ্জিত, এমন কি প্রায় সকলেই অসূয়া-পরবশ, মিথ্যাধর্ম্ম পরায়ণ, ভদ্র খলেশ্বর নির্ব্বোধ চতুর এবং সকল বিষয়ে অপ্রাজ্ঞ হইয়াও তথাপি আপনাদিগকে সুবিদ্বান্, জ্ঞানী, মানী, সুরসিক, সুন্দর বলিয়া, বালক বৃদ্ধ নারী, সকলেই এবম্বিধ আত্মাভিমান করিয়া থাকে। মাদক দ্রব্য সেবন ব্যতি-রেকে অহং মদে মত্ততাপ্রযুক্ত শুণ্ড্যালয় মত অবিরত স্বভবনে প্রতিপাল্য পরিবারবর্গ সদনে যথেচ্ছাচার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং এমন স্ত্রৈণ স্বভাব সিদ্ধ, যে শয্যাগুরুর উপদেশে পরমার্থ পথ প্রদ-র্শক অভীষ্টমন্ত্র উপদেষ্টা গুরুর মস্তক ছেদন করিতেও ধর্ম্মভয় করে না। অপিচ, স্মরকার্য্য সম্পাদনার্থ প্রায় সম্পর্ক বিবেচনা রহিত; এমন কি প্রায়ঃপশ্বাদির মত স্বেচ্ছাগামী। ধনবান্ হইলেই অমনি স্বদেশের হিত সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া, দেশীয় অনুপায় প্রতিবাসি-গণের অনিষ্ট সাধনে ইষ্টজ্ঞানী হন। আর, প্রায় সকলেই মিথ্যাবাক্য ভূষণে ভূষিত এবং সদা চাটুকার-

বর্গে বেষ্টিত। এই নিমিত্ত তাহাদিগের সমীপে যথার্থ বাক্য কথয়িতার নিস্তার নাই। তোষামোদকারী ভিন্ন অন্য কেহ সম্মানিত হইতে পারে না। এবং কি আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রজাপালক রাজাও তদুপযুক্ত, তিনিও ধন শোষক; ধনীর দাস, এবং দরিদ্রের পক্ষে অন্যায় শাসনে শার্দ্দূলসদৃশ। কিন্তু তন্মধ্যে, গন্ধর্ব্ব রাজেন্দ্র গোলকনাথ, অতি ধার্ম্মিক ও সুবিজ্ঞ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া থাকেন; এবং তিনি এক জন সামান্য রাজা নহেন অর্থাৎ সম্রাটবংশীয়। আর তাঁহার পারিষদ ও পরিজনবর্গেরাও তদনুযায়ি সুশীল ও ধর্ম্ম নিষ্ঠ, তবে যে রাজাদিগের গুণ বর্ণনা করিলাম, তাহারা করপ্রদ অর্থাৎ ভুম্যোপজীবী নামধারী রাজা। ইহাতেই তাঁহাদের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব, না জানি চক্রেশপদে অভিষিক্ত হইলে, আপনাদিগকে সকলের প্রশাসিতা বোধ করিয়া কত দূরপর্য্যন্ত প্রজাপীড়দ হইয়া উঠিত। আহা! না, না, ইহা কেবল ভ্রান্তিমাত্র; কারণ সেই সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজীবনিয়ন্তা পরমেশ্বর, ঐ সকল পরস্বহারী, পরপীড়দ, দুরাত্মাগণকে সর্ব্ব শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করিবেন কেন? সে যাহাহউক, আর একটি আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে যথার্থ উপদেষ্টা নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র বা বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ। কেবল স্মার্থ ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত দুই

এক বচন লইয়া এবং দেশাচারকে প্রধান শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আহা! আর আক্ষেপের কথা কি বলিব, যদি অস্মন্নগরী মধ্যে কোন ব্যক্তি, পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ সজ্জনসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যানুশীলনে রত হয়, তাহাতে দেশস্থ সভ্যমন্যগণ, তাহাদিগকে উপ-হাস করিয়া একবারে নিরুৎসাহি করিয়া দেন। উৎ-সাহ প্রদান না করিয়া আরও বরং স্বীয় প্রতিপত্তি প্রতি-হত আশঙ্কায় অতীব অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; এমন কি, যদি, ঐ বিদ্যানুশীলনকারী ব্যক্তির সমাজ স্থলে কোন প্রাজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক প্রশংসা হইতে থাকে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ অমনি ঐ পণ্ডিতাভিমানি অজ্ঞগণ, মুক্তকণ্ঠে সভ্যগণ সমীপে সেই ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির প্রসংশা কর্ত্তাকে পুনঃ পুনঃ অবজ্ঞা করতঃ স্বাভিমত সিদ্ধ করণার্থ বিস্তীর্ণ বাগ্জালে ঘোরতর দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে থাকেন। সেরূপ করণের তাৎপর্য্য এই যে, যাহাতে জন সমাজে স্বীয় প্রাজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত হয়, কিন্তু তাহাতে ঐ মূর্খগণের প্রগলভতা প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন লাভের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। মহারাজ! আর এক আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ করুন। ঐ সকল মহা-শয়গণ, যাঁহারা আপনাদিগকে উপদেশদাতা বলিয়া, সভ্যসমাজে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়. আপন আপন উভয় দম্পতীর গুণ ও অপরের কল্পিতদোষ

এবং কথায় কথায় কেবল ব্যঞ্জনাদি পাকের ও শয্যাদির উৎপত্তি বিষয়ক কথা সকল লইয়া পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তনের ন্যায় মহান্ আহ্লাদ সহকারে সহাস্যবদনে সর্ব্বদা আন্দোলন করিয়া থাকেন। অতএব দুরাচার গণের পরিচয় প্রদানে আর আবশ্যক নাই, যদর্থে আমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আগমন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কৃপাদান করিতে আজ্ঞা হউক্। সর্ব্বগুণান্বিত সুবিজ্ঞ মহারাজ গুণার্ণব, গন্ধর্ব্ব নন্দন সুদীনকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন; হে নীতি শিক্ষেচ্ছো! সুদীন! আমি তোমায় আপন বোধানুসারে যথা কথঞ্চিত উপদেশ বাক্য বলিতেছি দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক মনোহভি-নিবেশ কর।

প্রথমতঃ এই জগন্মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রতিপালয়িতার অভিমতে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হওতঃ আপন প্রাক্তনানুযারি বিদ্যো-পার্জ্জন হইলে পর, সর্ব্বদা সজ্জন সংসর্গ ও সভ্যসমাজে গমনাগমন দ্বারা সভ্যতা এবং কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে। তদনন্তর, যাবৎকাল সংসারে অবস্থান করিবে তাবৎ পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ ও পরম যত্নে তাঁহাদিগকে দেববৎ শুশ্রূষা করিবে। এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন থাকিবে। কদাপি তাহার অন্যথা করিবে না; কারণ পিতৃ মাতৃ গুরুজনের

আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, জগদীশ্বর, ঐ দুরাত্মা সন্তানের প্রতি বিমুখ হয়েন; আর সকল সুধার্ম্মিকগণও সেই নরাধমকে ঘৃণাপূর্ব্বক তাহার মুখাবলোকনও করেন না। অপিচ সাধুগণ, পিতৃ মাতৃ ভক্তি বিহীন মর্ত্যগণে পাপাত্মা উল্লেখে স্পর্শও করেন না। কারণ পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মজনগণ প্রতি কি প্রকার ভক্তিভাব ও স্নেহ প্রকাশ করিতে হয়, কেবল সেই সুবিজ্ঞ মহোদরেরাই তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন; নচেৎ যে সমস্ত পাষণ্ডগণ, অধুনা ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন; তাঁহারা, কেবল স্ত্রৈণ স্বভাবে বশিভূত হইয়া অহরহঃ প্রমোদার মনোরঞ্জনার্থই বিব্রত থাকেন। এবঞ্চ তাঁহারা নৃশংসতা বা, ধূর্ত্ততা প্রভৃতি বিবিধ অধর্ম্ম সঞ্চয়ে যে কিঞ্চিৎ ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় হৃদয় বিলাসিনী কামিনীর অভী-প্সিত বিষয়েই ব্যয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় করিতে হইলে, তৎক্ষণাৎ অমনি জন সমাজে, আপনাদিগের ভূরিশঃ দুরবস্থার বিষয় বিজ্ঞা-পন করিয়া থাকেন। এমন কি, ঐ দুরাত্মাগণ, যদি জনক জননী দিগের অশন বসনাভাবে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, এতাদৃক্ নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণ করে, তথাপি তাঁহাদিগের মুখাবলোকন করে না। ইহাতে সেই ধর্ম্ম-ধ্বজিগণের কথা কি কহিব; তাহারা কেবল এই জগতের

ক্ষয়ের কারণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব সাবধান ক্রিয়মাণ কর্ম্মের পূর্ব্বকালে বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক তৎ প্রতি প্রবৃত্ত হইবে। আর সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পিতা মাতার সেবা করিবে; কারণ, প্রগাঢ় চিন্তা সহকারে দেখ দেখি, যখন, বাল্যাবস্থায় তুমি অবস্থান করিতে তখন সেই পিতা মাতা, তোমার প্রতি কি পর্য্যন্ত দয়া বিতরণ পূর্ব্বক সমূহ বিপদ হ্রদ হইতে নিস্তারণ করিয়াছেন; এবং কত দূর আয়াস সাধ্যে লালন পালন করিয়াছেন; এমন কি তাহা স্মরণ করিলে হৃদ্বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! পিতা মাতা স্তনন্ধয় সন্তানগণকে বর্দ্ধন করিবার সময়, যে, কতদূর পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা সহস্র বদন হইলেও বর্ণনাসাধ্য। কারণ দেখ দেখি, কখন যদি সন্তানের কোন পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত শঙ্কাকুলমনে কালাতিপাত করেন, যে, তৎকালে তাঁহাদিগের প্রায় আহার নিদ্রা পরিবর্জ্জিত হইতে হয়। আহা! এবম্প্রকার পিতা মাতার প্রতি কেবল বিমূঢ়চেতাগণই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি তাহা কদাপি করিও না। তাহা হইলে পরিণামে রৌরবনামক নরকালয়ে গমন করিতে হইবে। অতএব তোমার পালন নিমিত্ত তাঁহারা যে পর্য্যন্ত আয়াস স্বীকার ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তুমি অবশ্য কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক সর্ব্বদা

তাহা স্মরণ করিবে; ভ্রমেও কদাচ বিস্মৃত হইবে না। তাহা হইলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আরও দেখ, এ বিষয়ে মনুষ্য কি, পশু পক্ষিগণের ও চমৎকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহা দর্শন করিয়া জগৎ পিতা জগদীশ্বরের অনুকম্পার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। কারণ তাহারা মানবজাতি অপেক্ষা সহস্রাংশে [illegible]দ্ধি হইয়াও স্বীয় শাবকগণকে ভূপতিত মোক্ষ তণ্ডুলকণ সকল চঞ্চুপুটে আহরণপূর্ব্বক মনুষ্যগণের ন্যায় তদ্দ্বারা সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং ঐ শাবকগণের প্রতি কোন বিপদ ঘটনা হইলে তাহা হইতে উহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জগন্মণ্ডলে জীব সম্বন্ধে স্বীয় প্রাণ রক্ষা অতীব গরীয়সী হইলেও তথাচ অপত্য স্নেহপাশ বদ্ধ নির্ব্বন্ধন আপনারদিগের জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। অতএব যখন তির্য্যক্ জাতিদিগের আত্মহ বিষয় গোচর বুদ্ধি রহিয়াছে; তখন মনুষ্য জাতির এত দ্বিষয়ে সাবহিত হওয়া অতি কর্ত্তব্য। আর যদি, অসংস্থান হেতু বহু পরিবার পরিপালনে অক্ষম প্রযুক্ত ভিক্ষা সংগৃহীতান্ন ভোজনে দিবাতিবাহিত করিতে হয়, তাহাও উত্তম; তথাপি পূর্ব্ব বর্ণিত আত্ম সদৃশ আত্ম

বন্ধুগণের প্রতি, কখন প্রীতি ও দয়ার হ্রাসতা করিবে না। অতিশয় যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আর জগতীতলে দেহীর পক্ষে কামাদি সংজ্ঞক কএক প্রবল বিপক্ষ আছে, তাহাদিগকে আপনার গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বগুণ অথবা সম্মানবর্দ্ধনসূচক ইত্যাদি প্রকার সুহৃৎ বলিয়া কদাচ বিশ্বাস করিও না। কেননা তুমি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিলে, সেই প্রবল রিপুগণ আক্রমণ করিয়া শেষে তোমাকে এইসংসা[illegible]ব্য বিবিধ প্রকার অনিষ্ট কার্য্য করাইতে প্রবৃত্ত করাইবে। তাহা হইলে সুতরাং তোমার পক্ষে এই জগদ্বিপক্ষ ময় হইয়া উঠিবে। এবং জগন্মধ্যে, সকলেই তোমাকে এক জন লোকানিষ্টকারী বলিয়া গণনা করিবে। অপিচ অসূয়াকে অতি সত্বর যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিবে; কারণ, পরের গুণ বিষয়ে দোষারোপণ করিলে, নিন্দুকগণ মধ্যে পরিগণিত হইবে। অতএব আপন গুণ ও অপরের দোষ ইহা মুখে প্রকাশ করা দূরে থাকুক স্মরণেও কদাপি স্থান দান করিও না; বরং আপনাকে সর্ব্বদা নিন্দা ভাজন ও ঘৃণাস্পদ বলিয়া বিবেচনা করিবে; কারণ যৌবনকাল, দেহীর সম্বন্ধে অতি বিষম কাল; তৎকালে মাদক দ্রব্য পান ব্যতিরেকেও স্বভাবজাত যৌবনমদেই যুবকগণের মনে গুরুতর মত্ততা জন্মিয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা ক্রমে তাহাদিগকে অজ্ঞান অন্ধ-

কারে আচ্ছন্ন করে। তদনন্তর, ঐ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত যুবকগণ, প্রায়ঃ সর্ব্বদা বিপদ্ হ্রদে পতিত হইয়া থাকে। সে সময় সদুপদেশ জনিত জ্ঞানতরী না থাকিলে, তাহা হইতে নিস্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই। আর ঐকালে, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, প্রভৃতি ষড়্ বর্গের প্রাদুর্ভাবে সাধু সম্মত নিয়ম সকলও ধূর্ত্তদিগের কৃত প্রতারণা রীতি ও আপনাকে সুচতুর, জ্ঞানদক্ষ সদ্বিবেচক বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সে সময়, এতাদৃক্ রিপুর পরতন্ত্র হইয়া উঠে, যে, আপন মতের অন্যথাকারী সদুপ- দেষ্টার মস্তক ছেদন করিয়াও ক্রোধের শান্তিকে লাভ করিতে পারে না। এবং মাদক দ্রব্য সেবন ব্যতীত আপনার শরীরেরস্বাস্থ্য ও মনের নৈর্ম্মল্য লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বক্ষণ সমব্যবহারি ব্যক্তিগণ সমভি- ব্যাহারে লোক গর্হিত কার্য্য সকল করিয়াও তাহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব সেই যৌবন মদ মত্ত কুলদীপক গণের কথা কি কহিব ; তাহারা আপনার পরিতৃপ্ত করণার্থ যদি অন্যের প্রতি ভূয়িষ্ঠ অনিষ্টাচরণ করিয়াও তদ্বিষয় সম্পাদন করিতে হয়, তথাপি তাহা অনায়াসে ধর্ম্মমার্গে কণ্টক প্রদান পূর্ব্বক সমাধান করিয়া থাকে। এবং চরমে পরম পিতা পর- মেশ্বরের প্রজ্বলিত কোপ দহনে দাহন ভয় না রাখিয়া

পরদারা হরণে ও অন্যের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করণে স্বায় প্রভুত্ব বলিয়া ব্যাখ্যান করে। রিপু শব্দার্থ শত্রু ইহা কদাচ বিশ্বাস না করিয়া, বরং উহাদিগকে মনুষ্যের সুখের হেতু সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জন সমাজে প্রকাশ করে। এবং তৎপ্রেরিত কার্য্যের প্রতি বিরতি না হইয়া বরং অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব এবমুক্ত জ্ঞানহীন যৌবনমদপ্রমত্ত কুলপাংসনগণে, সহস্র সহস্র ধিক্! আর কি বলিব, যেহেতু ঐ সকল পশ্বাচারী উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। সেই হেতু তোমাকে সাবধান করিতেছি, যেন তুমিও দুরন্ত পরাক্রান্ত রিপু দিগের পরতন্ত্র হইয়া দুরাচারিদিগের মত বেদ প্রণিহিত এবং আর্য্য সংস্থাপিত চির প্রচলিত ধর্ম্মপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া মনকে পাপপঙ্কিলাচ্ছন্ন ভূরি ভূরি সঙ্কট কণ্টক সংলগ্ন অধর্ম্ম পদবীতে পদার্পণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিও না। যে সময়ে ঐ দুরন্ত রিপুগণ তোমাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিবে সেই সময়ে সুমার্জ্জিত বুদ্ধির অনুবলে মনকে ধৈর্য্য রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক বস্তু বিচার, ক্ষমা, এবং চিত্ত প্রসন্নতা, ইহাদিগকে সহায় করিয়া সুশাণিত জ্ঞানখড্গের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি প্রবল অরিকুলকে ছেদন করতঃ কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে; যেন মানসবিকার বারিবাহ হইতে চঞ্চল বায়ু উত্থাপিত

করিয়া শেষে তরঙ্গ ভয়ে সদ্গুরূপদেশজনিত জ্ঞান
রূপ কর্ণকে বিস্মৃত হইয়া আত্মতরী বিপৎ সমুদ্রে
নিমজ্জন করিও না। তাহা হইলে অজ্ঞানতা হেতু
শেষ দিবসে তোমার প্রতি সেই ভূতভাবন বিশ্ব-
পতির অনুকম্পার অভাব হইবে। এবং তজ্জন্য
তোমাকে দুস্তর তমস লোকে পতিত হইতে হইবে;
কারণ পরিণামে পরমপিতা পরমেশ্বরের করুণা সূত্র-
ব্যতীত অন্য কেহ তাহা হইতে উদ্ধর্ত্তা নাই। সেই হেতু
সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তা করিও; এবং সেই পরমেশ্বরকে
জীবগণ,কি প্রকার উপায় অবলম্বনে প্রাপ্ত হইতে পারে,
তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ অনা-
ধিকারী জন্য স্বজাতীয় আশ্রম বর্ণিত ক্রিয়ার দ্বারা
নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইলে, জ্ঞান গুরু কথিত শ্রুতি বাক্যের
প্রতি ও তন্নির্দ্দিষ্ট অভীষ্ট মন্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস
করিতে হয়। কারণ বিশ্বাস না থাকিলে কোন ফল
দর্শে না; অতএব সেই কৃত বিশ্বাস বাক্যে ক্রমশঃ চিত্তে
বিবেক অবলম্বন পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে রত হইবে।
পরে, যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও চিত্তের
একাগ্রতা হইলে, ক্রমে আপনি, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বরূপ
সম্বিৎ উদয় হইবে; এবং উহা সমুদিত হইলেই অমনি
তৎক্ষণাৎ সেই নিষ্কল পরব্রহ্মেতে যিনি বিবিধ
প্রকার অধ্যাস অধ্যারোপণ করণকারণস্বরূপিণী

অবিদ্যা, তাঁহার তিরোহিত হইয়া যাইবে। অপিচ, যখন এবমুক্ত শ্রুতি যুক্তি ও সাধনানুবলে, অজ্ঞান তমোরাশি নাশ করিয়া জ্ঞানরূপ ভাস্বান্ উদয় হইবে, তখন, সুতরাং সেই প্রণষ্ট মায়া জীবন্মুক্ত যোগীর সম্বন্ধে দ্বৈতভাবের অভাবে ব্রহ্ম বিদ্যার প্রকাশ হেতু এক মাত্র অদ্বৈতব্রহ্মই সর্ব্বত্রাবভাসমান হইতে থাকিবেন।

সুদীন, গুরু সকাশে জ্ঞানরূপা ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার নাম শ্রবণ করিবা মাত্র, প্রথমতঃ তাহার চিত্ত আনন্দনীরে ভাসমান হইল বটে, কিন্তু বিদ্যা শব্দের ভুরিশঃ তাৎপর্য্যার্থ প্রচলিত থাকা বিধায়, চিত্তে কিঞ্চিৎ সংশয়াপন্ন হইয়া, তদ্বিষয়ক সংশয় নিরসন মানসে বিশ্বম্ভরা বিলুণ্ঠিত হইয়া গুরুচরণে প্রতিপাত পুরঃসর যুগ্মকরে ভক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। হে অজ্ঞান তমোনাশন সহস্রাংশো! হে ভবার্ণব পোত নাবিক গুরো! এ অনভিজ্ঞ জনের প্রশ্ন সাময়িক, যদি, অজ্ঞানতা বশতঃ কোন স্খলিত বাক্য মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তদ্বিষয়ে, নিতান্ত শরণাগত জানিয়া অপরাধ ক্ষমা করিবেন। এবং জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের সংশয় চ্ছেদপূর্ব্বক প্রপন্নশিষ্যের অভিলাস পরিপূর্ণ অর্থাৎ যাহাতে আমি এঅজ্ঞান অপারবারিধি হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি তাহা করিবেন।

প্রশ্নারম্ভ।

প্রঃ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, বিদ্যা শব্দের বহুল অর্থ আছে, কিন্তু সেই অর্থ, কি কি প্রকার, তাহা কখন কাহারও মুখে শ্রুত হওয়া যায় নাই; অতএব অদ্য আপনার নিকট দুই প্রকার বিদ্যা শব্দার্থ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন চিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যা শব্দের কএক প্রকার তাৎপর্য্যার্থ তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া ব্যাখ্যান করুন্।

উঃ। বিদ্যা দুই প্রকার, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অর্থাৎ যে সকল বিদ্যা দ্বারা সংসার প্রবর্ত্ত জীব সকল, অর্থাদি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়; ঐ সকল ত্রিবর্গ সাধন শাস্ত্রাদির হেতুভূতা যিনি, তিনিই জীবের ভ্রান্তিরূপা অবিদ্যা। এবং যিনি, জীবের জীবত্বভাব প্রণষ্ট কারিণী জ্ঞানরূপা, তিনিই সাক্ষাৎ মুক্তি দায়িনা ব্রহ্ম বিদ্যা।

প্রঃ। ত্রিবগ কাহাকে বলে?

উঃ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

প্রঃ। অর্থ কি? যাহাকে পরমার্থ কহে, না, অপর কোন অর্থ আছে?

উঃ। না, এ সে অর্থ নহে; ইহাদ্বারা কেবল পোষ্য বর্গাদি প্রতিপালিত হইতে পারে, অর্থাৎ বিষয় ভোগ সাধনকর অর্থ।

প্রঃ। এ অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম কিম্বা আচারাদি রক্ষা হইতে পারে?

উঃ। না, না, যাহারা কেবল সর্ব্বদা ধনোপার্জ্জনে ব্যাকুল, তাহারা প্রায় মিথ্যা, হিংসা, দ্বেষ, ও বান্ধববর্গে অনাদর করিয়া, স্বেচ্ছাচারি চতুষ্পদের মত অনবরত অহংমদে মত্ত থাকিয়া কেবল মর্ত্যভূমে ধূমকেতুর ন্যায় লোকোপপ্লবকারী হইয়া জীবনযাপন করে। তন্মধ্যে যে মহাত্মারা ঐ স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা রীত্যনুযায়ি, পিতা মাতার ভরণ পোষণ এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালন ও তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়ভক্তি, এবং সহোদর সহোদরার প্রতি অভিন্নভাব, ও মুক্তি পথে মনোনিবেশ, সতত সাধু-পন্থায় পাদ বিহরণ, অন্যান্য পরিজনের সহিত অকৃত্রিম প্রণয়, আর স্বদেশীয় বিদেশীয় লোকের সহিত সরলহৃদয়ে সম্ভাষণ, দরিদ্রের প্রতি দয়া বিতরণ, আত্মাভিমান পরিত্যাগ, সকলের প্রতি সমভাব প্রকাশ, ন্যায় রূপে ধনার্জ্জন, সদা প্রিয় অথচ সত্যবাক্যে সম্ভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযমন এবং অতিথি সৎকার অর্থাৎ এবমুক্ত শাস্ত্র ও সাধু সম্মত কার্য্য সকল করিয়া

থাকেন তাঁহারাই ইহলোকে ধন্য ও সংসারাশ্রমে থাকিয়াও জ্ঞানময়ী ব্রহ্মবিদ্যাকে লাভ করিয়া চরমে মুক্তির ভাজন হইতে পারেন! অন্যথা সেই অর্থ এবং অর্থকরি বিদ্যা উভয়ই ভয়ঙ্কর ও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে; অর্থাৎ কথিত নিয়মের বিপরীতাচারি কর্ত্তাকে অধঃ-পতিত হইতে হয়।

প্রঃ। মোক্ষ জ্ঞানদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কি শরীর পাত ভিন্ন ইহলোকে অর্থাৎ শরীর বর্ত্তমানে মুক্তি বা জ্ঞানলাভ হইতে পারে না?

উঃ। অনন্য ভাক্ হইয়া সেই পরম পুরুষে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশ পান; তাহা হইলে জীবৎ শরীরেই মুক্ত হইয়া যোগী, সেই পরাৎপর নির্ব্বিকার নিরাময় জগদাশ্রয়ের অপার মহিমার প্রভাব অনুভব করতঃ সদা ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে আনন্দিত থাকেন।

প্রঃ। ভাল, ত্রিবর্গান্তর্গত যে ধর্ম্মের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা কোন ধর্ম্ম?

উঃ। উহা সংসার প্রবৃত্তি রূপ ধর্ম্ম।

প্রঃ। কাম কাহাকে বলে?

উঃ। বিষয়াদিতে সম্ভোগ বাসনা।

প্রঃ। এ সকল এক প্রকার বোধ গম্য হইয়াছে, এক্ষণে, প্রস্তাবিত জ্ঞানময়ী ব্রহ্মবিদ্যা কি রূপে উদ্ভব হইতে পারে, তাহা প্রকাশ্য রূপে ব্যাখ্যান করুন।

সাহিত্য-প

উঃ। মনে গৃহীত বৈরাগ্য হইয়া সদা অধ্যাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদকশাস্ত্র সকলের সমালোচনা, আচার্য্য সেবা, ইন্দ্রিয় বিনিগ্রহ, জন্ম মৃত্যুাদি দুঃখ মনে মনে পর্য্যালোচনা এবং শ্রুতির মতানুসারে ঈশ্বরে নিষ্ঠ হইয়া নিত্য নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক যোগাভ্যাস, এই সকল কর্ম্ম অভিমান শূন্য হইয়া মনঃ শুচি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্ম বিদ্যা উদয় হইতে পারে।

প্রঃ! ব্যাকরণ, অভিধান, ধাতুপাঠ, কাব্য ইত্যাদি কি, তবে সত্য ধর্ম্ম প্রতি পাদক শাস্ত্র নহে?

উঃ। না, তদ্বারা কেবল সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান জন্মে মাত্র; নচেৎ তাহাতে মূল ফল কিছুই নাই।

তবে, যে, অহংবাচ্য শব্দের পোষয়িতৃগণ, কেবল ফাকি শিক্ষায় আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল তাহাদিগের ধর্ম্মে ফাকিদিয়া ফাকিতে পড়ালাভ হয় মাত্র; কিন্তু ব্যাকরণ সাহিত্যাদিকে জ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ উপযোগি বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আহা! কি আক্ষেপের বিষয়, আধুনিক উপাহিত মাত্র প্রাজ্ঞগণ প্রতিপাদ্য পরিহার করিয়া কেবল প্রতি পাদক শাস্ত্রাদির আন্দোলন করিয়াই বৃথা কালক্ষেপণ করেন। অতএব তোমার ব্যাকরণাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; সত্যধর্ম্ম বর্বোয়কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে বল।

প্রঃ। ইদানীং আপনার প্রসাদে ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় বুদ্ধ্যনুসারে অবধারণ করিলাম; পুনশ্চ সত্য-ধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, পুরুষার্থ সাধন বিদ্যা, এই যে, গৌরবান্বিত বাক্য, মহাত্মগণ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখিত আছে; সে অর্থকরি বিদ্যা কি মোক্ষজ্ঞান করি বিদ্যা?

উঃ। সেই মোক্ষ জ্ঞানদাত্রী ব্রহ্ম বিদ্যা।

প্রঃ। সেকি মহাশয়! আধুনিক বহুভাষি পণ্ডিতা-ভিমানি মহাশয়গণ যে, সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া দোষারোপণ করিয়া থাকেন?

উঃ। দেখ, আপাততঃ ক্ষণিক সুখকর অর্থই ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্যগণ, চির সুখকর তত্ত্ব-জ্ঞানাম্বুধির অমৃতরূপ অমৃতাস্বাদনে আপনারা স্বয়ং বিমুখ হইয়া শেষে স্বীয় আচরিত পথের অন্য পন্থা-শ্রয়ি অর্থাৎ বিমূঢ় লোকদিগকে আপন গত্যনুযায়ি পথাব-লম্বন করাইবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিয়া থাকে; যেমন মাদক দ্রব্য সেবনশীল ব্যক্তি স্বীয় স্বভাব বিক্রীত অসৎমার্গের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং আপন পথের অন্যথাচারি পান্থগণকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করে না তেমনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণও অনর্থকর অর্থোপার্জ্জন বিমুখ, সুবিজ্ঞ, জ্ঞানদক্ষ, সদাচারিগণকে মনুষ্যত্ব বিহীন ভণ্ড বলিয়া সম ব্যবহারি নীচ প্রকৃতি

যাবজ্জীবন অর্থপরায়ণ দ্বিপদ পশুর নিকটে বৃথাবা গাড়ম্বর করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত কি তাহাতে ক্ষোভিত হওতঃ ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদ্ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হইবে? না, তাহাদের সেই অশ্রোতব্য বাক্য আকর্ণন করিয়া ক্রোধিত হইতে হইবে? অর্থাৎ জ্ঞানিগণের তাহা কদাপি সম্ভবেনা; কেন না, সুরাপানে ঘূর্ণায়মান অরুণনয়ন যুক্ত কটু-ভাষিব্যক্তির প্রতিকার করিতে গিয়া কেহ কখন সুরাপান করিয়া থাকে না। ভাল, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, অঙ্গ সৌষ্ঠব সমন্বিতা সুখোপভোগিনী বারাঙ্গনার সাধীনতা দর্শনে, কি কুলকামিনীগণের সতীত্ব, লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল গৌরবাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই অস্বর্গ্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওয়া কর্ত্তব্য? প্রবর্ত্ত হওয়া দূরে থাকুক্ তাহা পতিপরায়ণা দিগের ভ্রমেও স্মরণ করা অকর্ত্তব্য। তবে সংসারে স্থিত হইয়া সাংসা-রিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধর্ম্মানুগত অর্থোপার্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল আত্ম অনিষ্টকর মিথ্যা, দ্বেষ, ক্রোধ, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদি ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া যে, ধন উপার্জ্জন করা, সে নিতান্ত বিমূ-ঢের কর্ম্ম। যেহেতু, ইহলোকে লোকতঃ বিলক্ষণ নিন্দা ও রাজশাসন, পরিণামে ক্রিয়াফল ভোগজন্য ভয়-ঙ্কর সূর্য্যাঙ্গজশাসন, ইহা উভয় লোকেই সংস্থাপিত রহি

য়াছে ; তবে এমন প্রত্যক্ষরূপ দণ্ডবিধান স্বত্বে, কেবল কুটুম্ব পরিপোষণ নিমিত্ত ভুরি ভুরি অধর্ম্ম সঞ্চয়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় শ্লাঘা প্রকাশে প্রয়োজন কি ? কেবল তাহাতে অসৎক্রিয়া করণের সাহসী হওয়া মাত্র।

প্রঃ। ভাল মহাশয় ! সর্ব্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও ঐ সকল দুষ্টগণ, এতৎ সাধুসম্মত, শাস্ত্র ও যুক্তি যুক্ত বিষয়ে, অশ্রদ্ধা এবং আপনাতে অখিলগুণ সম্পন্ন গুণের প্রতীয়মান করে, তাহার কারণ কি ?

উঃ। ইহার কারণ, অজ্ঞান দর্পণে আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তৎপ্রযুক্ত এই জড়দেহে মনের আত্মবোধ হওয়াতেই যত অনর্থ ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ কাহা-কেও বা সেই মনের অজ্ঞান প্রতিম্বিত অহম্ভাবের আধিক্য হেতু ইহলোকে লোকাচার সম্বন্ধে হাস্যাস্পদ ও পরলোকে পরম পুরুষার্থ সাধনে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব উহার আধিক্য হইয়া উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে; অর্থাৎ আমি ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, সদ্বিবেচক, সুচতুর, সদ্বক্তা, সদাশয় ইত্যাদি গুণসম্পন্ন আপনাতে বোধ হইয়া থাকে। যেমন, মনুষ্য মাত্রে সকলেরই বহুক্ষণ দর্পণে আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াও আপনাকে কদাপি কদাকার বোধ হয় না, বরং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়াই বোধ হয় ; তেমনি মনঃ, অজ্ঞান দর্পণে চৈতন্য প্রতিবিম্ব দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে স্বয়ং বিকৃত হইয়া

আমি সর্ব্বজন ব[illegible] ইত্যাকার অহস্তারের উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব সেই মানস বিকারোৎপন্ন পাপাচার সাধনবিঘ্নকারক, অহস্তাব স্বত্বে নিস্তার নাই। কেবল, ইন্দ্রিয়জেতা যোগিগণই, সেই সর্ব্বানিষ্টকারি অহঙ্কারকে পরাভূত করিয়া প্রতিনিয়ত জগদীশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বাণপদকে লাভ করিয়া থাকেন।

প্রঃ। জগদীশ্বর কি প্রকার রূপধারী?

উঃ। তিনি নিরংশ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমৃতের আকর এবং দগ্ধদারু অনলের ন্যায় নির্ম্মল, দৃ[illegible] বস্তু হইতে ভিন্ন, বাংমনোঽগোচর, প্রতিনিয়ত স্বীয় ম[illegible]মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।

প্রঃ। ভাল, সাকার দেবদেবী তবে কি?

উঃ। বাঙ্মনঃ অগোচর ব্রহ্মে পুত্তলিকাদিচ্ছলে, সামান্য বালকবৎ অজ্ঞদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হেতু, অথচ চিন্তার যোগ্য কল্পিতরূপের প্রতিপাদন করা মাত্র অর্থাৎ যদি অপ্রশান্ত মনাঃ অনধিকারি ভক্তগণের উপাসনার নিমিত্ত, সেই অচিন্ত্য অব্যয়াব্যক্ত অদ্বৈত চিন্ময় নিষ্কলব্রহ্মের, কাষ্ঠ লোষ্টাশ্মাদিতে, শাস্ত্রকারেরা এরূপ যুক্তি কৌশলে ধ্যেয় রূপের কল্পনা না করিতেন তাহা হইলে ঐ সকল অনভিজ্ঞ জন্তুগণ, নাস্তিকতাবর্ত্মে

বিচরণপূর্ব্বক এই জগতীতলে, ধর্ম্মকণ্টক স্বরূপ হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট উৎপাদন করিত।

প্রঃ। জগদীশ্বর, এ জগতের কারণ কি না এবং তাঁহার কারণত্ব প্রমাণ সিদ্ধ হইলেও কিরূপ যুক্তি বলে অনুমান হইবে এবং ঐ অনুমিতি পদার্থইবা কিরূপ উপায়াবলম্বনে সুস্পষ্ট অনুভব হইতে পারিবে?

উঃ। আদিত্যাদি তৈজস পদার্থ অবধি, দেহাদি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত নিখিল জগতের কারণ, যে সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু কারণব্যতীত কদাপি কার্য্য সমুৎপন্ন হয় না; অতএব এই জগতের সমস্ত কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াই ইহার কারণকে অনুমান দ্বারা স্থির করিতে হইবে। যখন কৌমরাবস্থায় কার্য্যাকার্য্য অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রথমতঃ কেবল বন্ধুবর্গদ্বারা প্রদর্শিত হইয়া তাহাদের বাক্যমাত্রে নির্ভর করতঃ শরীরোৎপাদক উভয় দম্পতীকে তাৎপর্য্যার্থ বোধে সক্ষম না হইয়াই, পিতা মাতা ইত্যাদি শব্দমাত্র প্রয়োগ করা যায়, এবং বয়ঃ প্রাপ্তে অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বিষয় বোধানন্তর, আত্মবন্ধু প্রভৃতি জন্তু সমূহের মাতৃগর্ব্ভ হইতে সংসারাগমন ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া, দেহোৎপত্তির কারণ যে, পিতা মাতা, তৎকালে ইহা বিলক্ষণরূপে অনুমান হইয়া থাকে; পরন্তু স্বীয় পূর্ণ যৌবন কালে, সহধর্ম্মিণী সহ

বৈকৃত কার্য্যানন্তর ঐ স্ত্রীর গর্ভ সম্ভূত সন্তানে সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে, মদীয় কৃত বপন বীজই এই সন্তানোৎপত্তির কারণ; এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। তবে যদি, একটি দেহমাত্র উৎ পন্নের কারণ বিজ্ঞান করিতে হইলে, প্রথমতঃ বন্ধু বর্গের শ্রুত বাক্যে বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ অপরের সন্তা-নোৎপত্তি দৃষ্ট করিয়া অনুমান, তৃতীয়তঃ আত্মজাত সন্তানে লক্ষ করিয়া স্পষ্টানুভব, এবম্প্রকার বহু আয়াস সাধ্য করিয়া ঐ কারণকে অবগত হইতে হইল; তখন এই সমস্ত জগতের কারণকে জানিতে হইলে,ঐরূপ প্রাগ্বৎ যত্ন পাওয়াই উচিত অর্থাৎ প্রথমতঃ বেদেরিত আচার্য্য বাক্যে বিশ্বাস করিবে। তদনন্তর, সোম, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি জ্যোতির্গণ ও নিদাঘ, প্রাবৃট্, শরদাদি ঋতুগণ ইহাদিগের যথা নিয়মে উদয়াদি কার্য্যের প্রতি অবলো-কন করিয়া ঐ সকল নিয়ম্যদিগের নিয়ন্তার অনুসন্ধান করিবে; তাহা হইলেই জগতের কারণ কে স্থির হইবে। অর্থাৎ যদি প্রশাসিতা না থাকিত তাহা হইলে যামিনীতে সূর্য্য এবং দিবাভাগে রজনীপতি ও ঋক্ষাদির উদয় হইতে পারিত, অথবা প্রতিনিয়ত বিভাবরী বর্ত্তমান থাকিয়া এই জগতকে বিশৃঙ্খল করিয়া জন্তু সম্বন্ধে ভুরিশঃ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারিত। অতএব এই সমস্ত কার্য্যকে সমালোচনা করিয়াই অবশ্য কারণকে অনুমান করিতে

হইবে। তদনন্তর, আচার্য্যোপদিষ্ট মহাবাক্যে অহরহঃ স্মরণ করতঃ ত্যক্তএষণা হইয়া, বিজনে যোগাভ্যাস পূর্ব্বক ধারণাশীলা বুদ্ধির দ্বারা যখন ঈশ্বর চিন্তায় চিত্তৈকাগ্রতা হইবে, তখন সমাধিকালে সেই প্রশান্তমনাঃ জিতেন্দ্রিয় যোগীর চিত্ত প্রসন্নতা প্রযুক্ত অবশ্যই ব্রহ্মানন্দ প্রত্যগ্রূপে অনুভব হইবেক।

প্রঃ। পূর্ব্বে কহিয়াছেন, ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্বব্যাপী। ভাল,তাঁহার সর্ব্ব ব্যাপিত্ব ও জ্যোতির্ম্ময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও সর্ব্বব্যাপী বাঙ্মনঃ অগোচর সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে তবে কি প্রকার সাধনে সিদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে? অনুগ্রহপূর্ব্বক এই জিজ্ঞাসিত বিষয়, বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া এ পদাশ্রিত শিষ্যের সংশয় নিরাস করুন।

উঃ। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্ম, আকাশ, মহী, মহীধর অবধি সেই হিরণ্যগর্ব্ভলোক পর্য্যন্ত, যাবতীয় দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ আছে, তাহা সমস্তই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পরা ও অপরা শক্তি প্রভাব মাত্র; তন্মধ্যে জন্তুগণ অর্থাৎ চেতন পদার্থ মাত্রে চৈতন্যরূপিণী পরাশক্তি প্রভাবে মনের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। এবং স্থাবর মাত্রেই অর্থাৎ পাদপ প্রস্তর প্রভৃতির অপরা শক্তি প্রভাবে শরীর পরিবর্দ্ধমান হইয়া থাকে। তবে

সুতরাং সেই জগদীশ্বর হইতে জগদ্ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, অতএব তিনি যে, সর্ব্বব্যাপী তাহার আর সংশয় নাই। এবং সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য পুরুষই পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিঃ পদার্থদিগের পরম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ লোক প্রকাশক সূর্য্যও তাঁহার ভাসাকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন। একারণ তিনি জগ-তাস্থ সমস্ত পদার্থ হইতে পর বলিয়া বাচ্য হয়েন এবং সকলের অন্তর্যামী, প্রাণিদিগের প্রাণ, বুদ্ধির প্রেরয়িতা অর্থাৎ যিনি, অস্মদাদির বুদ্ধি বৃত্তিকে মোক্ষ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, তিনিই জন্মমৃত্যু ভয়যুক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক উপাসনীয় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম। অতএব জ্যোতির্ম্ময় বিষয়েও আর কোন সংশয় রহিল না, যেহেতু ইহা ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রে * ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। "যথা জ্যোতিষা মপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃপর মুচ্যতে, ইত্যাদি। তবে যে তাঁহার বাঙ্মনঃ অগোচরত্ব ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক এই এক সংশয় আছে। ইদানীং সেই বিষয়ের যথাশক্তিপ্রত্যুত্তর করি-তেছি নিবিষ্টমনা হইয়া তাহা অবধান কর। সম্মিলিত তন্ত্রী সহযোগে তাল সুসঙ্গত সঙ্গীত শ্রবণে তদন্তর্গত সুর লয়জনিত আনন্দ, উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া মনের চিন্তাদি বিনষ্ট করিয়া তৎকালীন যেরূপ অপার

---

* ভগবদ্গীতায়াং।

বিষয়ানন্দের উদয় করে, তাহা প্রায়ঃ প্রত্যেক অন্তঃকরণে বিরাজিত থাকিয়াও তথাচ অদৃশ্য ও অবক্তব্য এবং যেরূপ বেদনাস্থানস্থিত নিদর্শন স্বরূপ স্ফোটকাদি দৃষ্ট হইলে, তজ্জনিত বেদনা পদার্থ কদাপি দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না ; কিন্তু অনুভব সিদ্ধ অনায়াসে হইয়া থাকে। সেই বিচ্ছিন্ন সংশয় বুদ্ধি নির্ম্মলতা প্রভাবে, অজ্ঞানতিমিরারিরূপ জ্ঞানসূর্য্যের সমুদিত হইলে, সেই নিত্যজ্ঞানময় স্বয়ম্প্রভ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মায় প্রত্যগ ভিন্ন জ্ঞান হেতু, পরোক্ষ ব্রহ্মানন্দের প্রত্যগ্রূপে অনুভব হইয়া থাকে।

উঃ। হে গুরো ! বলদ্বারা নিয়োজিতের ন্যায়, ইচ্ছা না করিলেও প্রাণীসমূহ কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাপকর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে ?

উঃ। রজোগুণ সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় মহাপাপ স্বরূপ এই কামই, ক্রোধ রূপে পরিণত হইয়া প্রাণিগণে পাপ কর্ম্ম আচরণে নিয়োজিত করে ; অতএব ইহাকেই জগদ্বৈরি বলিয়া জানিবে। যদ্রূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ, গর্ভবেষ্টক জরায়ু দ্বারা গর্ভস্থ শিশু আবৃত থাকে; তদ্রূপ দুষ্পূরণীয় অনল স্বরূপ জগদ্বৈরি কাম দ্বারা জ্ঞানিদিগের জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইহার আশ্রয় স্থান। এই কাম, আশ্রয়ভূত

ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। হে গুণাকর সুদীন! তন্নিমিত্ত তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদি সংযমন করণান্তর জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক স্বরূপ সেই পাপরূপ কামকে বিনাশ কর। হে সৌম্য! পরে অজেয় কামরূপ শত্রুকে বিনাশপূর্ব্বক সংশোধিত বুদ্ধিদ্বারা পরমানন্দস্বরূপ অমৃতময় পুরুষকে বিদিত হইয়া, এই জন্ম মরণরূপ নিরয়পূরিত সংসারকে পরাভূত করিয়া পবিত্রচিত্তে অহর্নিশ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অধিকারী হইবে *।

প্রঃ। তুর্নিমিত্ত সুখাকাঙ্ক্ষি বিক্ষিপ্ত মনের, স্বকর্ম্ম ভোগ হেতু, জড়দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ দুর্নিবার যন্ত্রণা হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ হইতে পারে?

উঃ। আহা! তোমার অপূর্ব্ব পতিতপাবনকর যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণে প্রাণ শীতল হইল।

দেখ, প্রত্যেক মনুষ্যেরই মোক্ষার্থে বেদোক্ত যুক্তিযুক্ত বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহার তাৎপর্য্যার্থ বিষয়ে চিত্তাভিনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ একেত ত্রিগুণময়ী মায়াপত্য মনঃ প্রবৃত্তি প্রেমে নবানু-

* অত্রত্য গুণার্ণব ও সুদীনকে অবলম্বন মাত্র করিয়া এই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরটী প্রকটিত হইল, প্রত্যুত ইহা ভগবান প্রোক্ত অর্জ্জনের প্রশ্নোত্তর জানিবে কেবল ইহা মুমুক্ষুজন সম্বন্ধে ভূয়সী হিতৈষিণী বিবেচনায়, গীতা হইতে প্রয়োজন মতে সংকলিত হইয়া এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

রাগি হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মিথ্যাচার ইত্যাদি প্রণয়ণী সম্বন্ধি পরিবার-বর্গ লইয়া সদা প্রমত্ত, তাহাতে আবার কি তাহাকে অসম্মার্গ প্রেরয়ত্রী ব্যভিচারিণী কুমতির প্রেম তরঙ্গে সংমগ্ন হইতে উৎসাহ প্রদান করা উচিত? অর্থাৎ কদাপি হইতে পারে না; স্বয়ং যত্ন পাইয়া কেহ কখন নরকালয়েরদ্বার মোচন করে না। অতএব মনকে ধারণা-শীলা পরমার্থিক বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া বিষয়পথবৎ তত্ত্ববর্ত্মে সুচতুরতা প্রকাশ করান উচিত। এবঞ্চ, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত আপনার অনিষ্ট-কর রিপুগণের দোষ গুণ সকল বিচার করা উচিত; যেহেতু সতত বিক্ষিপ্ত মনঃ দুর্নিমিত্ত সুখ আশান্বিত হইয়া কেবল কামাদি বশেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আর দেখ, ক্ষণিক সুখার্থে জীবগণ যে সকল বৃথা কায়িক মান-সিক কষ্ট পায়, তাহা কেবল বুদ্ধির অনিপুণতা প্রযুক্ত জানিবে * অর্থাৎ যেমন অনিপুণ সারথির সন্নিহিতে স্যন্দন সংযোজিত অনায়াত্ত অশ্বগণ, প্রবোধ না মানিয়া যথেপ্সিত মার্গে পদ সঞ্চরণ করে; এ স্থলেও সেইরূপ জানিবে অর্থাৎ বুদ্ধিসারথির কার্য্যাকুশলতা হেতু ইন্দ্রিয় রূপ দুষ্টাশ্বগণ সদাতন বিষয়মার্গে ধাবমান হয়। কিন্তু যিনি, বিজ্ঞান বুদ্ধি সারথির সহায়ে মনো-

* এই উপদেশটি, আশ্রয়াংশ শ্রুতি হইতে সংগৃহীত হইল।

রূপ প্রগ্রহদ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ তুষ্টাশ্বগণকে আয়ত্ত রাখিয়া এইরূপ বিচারবান্ হয়েন ; যে, অনাত্ম জড়দেহে মনের আত্মরূপ সঙ্কল্প হেতুতেই বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয় মাত্র ; নচেৎ সর্ব্বই মিথ্যা অর্থাৎ মনের অবশীভূততাই যাতনার মূল কারণ, তিনিই উন্মত্ত বারণ সদৃশ দুর্নিবার মনকে শাসন করিতে সক্ষম হয়েন। অর্থাৎ পরাক্রান্ত রিপুকর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রমত্ত মন করীকে, পুরুষার্থ, পঙ্কেরুহ বনদলনার্থ গমনোন্মুখ দেখিতে পাইলেই অমনি তৎক্ষণাৎ প্রবোধাঙ্কুশ অনুবলে, প্রত্যাহৃত করিয়া সদুপদিষ্ট বাক্য সকল সমালোচনা পূর্ব্বক উদিত ভাবের তিরোধান করতঃ ক্রমশঃ বিবেক পথের আশ্রয় করিতে পারেন ; অথবা উপায়ান্তর আশ্রয় দ্বারা অর্থাৎ প্রবল রিপুর কার্য্যে গমনোন্মুখী বায়ু সদৃশ সচঞ্চল স্বভাবাপন্ন আক্রান্ত মনকে প্রত্যাহরণে অশক্ত জন্য, তৎকালীন সেই অভীপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উহা সমাধানন্তর সেই কৃতকার্য্যকে অতি গর্হিত বিবেচনায়, যে ক্ষণিক বিরাগ জন্মে; অর্থাৎ যাহাকে উপরতি কহে, সেই সৎপর্য্যালোচিত উপরতিকে ধৃতি ও ধারণা শীলা বুদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বর উপাসনা সহযোগে. অভ্যাস করিলে, তাহাতে ক্রমে ঈশ্বরে গাঢতরা ভক্তি জন্মে, এবং সেই জ্ঞানের অবান্তর ফল সাধনকর্ত্রী. ভক্তি দ্বারা ছিন্ন সংশয় মনের নৈর্ম্মল্য হেতু আধ্যা-

ত্মিকাদি তাপত্রয় প্রণষ্টকারি ভাস্বৎ স্বরূপ স্বপ্রকাশক জ্ঞান পদার্থের উদয় হয় এবং ঐ সমুদিত জ্ঞান প্রভাবে জীব ইতি উপাহিত মায়াসমুদ্ভূত মনের, অনায়াসে নিরয় পরিপূরিত সংসার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে। ইত্যাদি বাক্যবসানে, সুদীন, করপুটে দীনভাবে অতি কাতর পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে গুরো! অধিরাজ! ইদানীং মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর উপনিষদ্বাক্য স্বরূপ কোন গীতাদির প্রসঙ্গ করিয়া মদীয় মানসিক বেদনা দূরীকরণ করুন্। শিষ্য সন্তাপহারক প্রসন্ন ভাবাপন্ন তত্ত্বদর্শি গুণার্ণব, প্রিয়বর সুদীনকে সৎসন্দর্ভ উপদিদিক্ষু হইয়া, উপনিষৎ সারসংগ্রহ অধ্যাত্ম রামায়ণান্তর্গত স্বয়ং ভগবন্মুখনিঃসৃত রামগীতার উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন; যাহা শ্রবণমাত্রে সবাসনা সংসার যাতনা ভস্মরাশি হইয়া যায়, এবং প্রোদ্দীপ্ত পাবক স্বরূপ জ্ঞানসূর্য্য, মানব নিকরের হৃদয়াকাশে সমুদিত হওত বিমলকর প্রদানে, যুগপৎ অজ্ঞানধ্বান্তকে প্রণষ্ট করিয়া স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ সপ্রকাশ থাকে। অর্থাৎ যদনুবলে জন্তু সমুহ, জীবোপাধি পরিত্যক্ত হইয়া চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি নগরাজনন্দিনি! সদা কুটুম্বাদিগের স্তুরঙ্গ তরঙ্গময় সংসার সাগরে সম্মগ্ন জীবগণে, উদ্দিধারয়িষু হইয়া সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভগবান রাম

চন্দ্র, উত্তর কোশলস্থ সিংহাসন লব্ধে পরমসুখে প্রজা পালন সময়ে, একদা নির্জ্জনাবস্থিত হইয়া যোগ জিজ্ঞাসু সুমিত্রা নন্দনে যে অনুত্তম যোগপ্রসঙ্গ দ্বারা অপার অজ্ঞান পারাবার হইতে নিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাহা মৎপ্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ মধ্যে সযতনে প্রকাশ পাইয়াছে, রাজর্ষিগুণার্ণব, সেই অপূর্ব্ব অমৃতোপম রহস্য বিবরণ করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে বিশুদ্ধবুদ্ধি সুমিত্রানন্দন, বিজনে রামচন্দ্রে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার রমালালিত পাদপদ্ম যুগলে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; হে মহামতে! আপনি বিশুদ্ধ বুদ্ধ ও আত্মা স্বরূপ এবং সর্ব্ব দেহিদিগের নিয়ন্তা; তথাপি, আপনি স্বয়ং শরীরাদি রহিত হইয়াও আপনার চরণ কমল যুগলে মধুকর সদৃশ সমাহিত সঙ্গ শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট জ্ঞানদৃক্‌দিগের সম্বন্ধে ভাসমান হইয়া থাকেন। অতএব হে প্রভো! আপনার যোগি যোগগম্য সংসার নিবর্ত্তক চরণারবিন্দে শরণাগত হইলাম; আমি, যাহাতে অনায়াসে দুস্তর ভবজলধি হইতে সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারি সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন্। তখন, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবরোগহারী প্রশান্ত বুদ্ধি ভগবান্ রামচন্দ্র, অজ্ঞান উপশমার্থ রাজর্ষি দিগের ভুষণস্বরূপ শ্রুতি কথিত আত্ম তত্ত্বজ্ঞান বলিতে লাগিলেন। অগ্রে, স্বজাতীয় আশ্রম বর্ণিত ক্রিয়া

করণান্তর সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত নির্ম্মলান্তঃকরণে পূর্ব্বাবস্থার উপাসনা সমাপন অর্থাৎ ক্রিয়াদি নিবৃত্তি করতঃ গ্রহীতবৈরাগ্য হইয়া আত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ সদ্গুরুকে সমাশ্রয় করিবে। রাগদ্বেষাদি যুক্ত পাপ পুণ্যানুরাগি মানবের সম্বন্ধেই, শরীরোদ্ভবের হেতুভূতা ক্রিয়া আদরণীয়া হয়; কারণ, যদ্দ্বারা দেহ ধারণ করিতে হয় এবং দেহধারণ করিলেই পুনর্ব্বার ক্রিয়ার আরম্ভ হয়; এই নিমিত্ত এই ভব সংসারকে চক্রবৎ বলিয়া উল্লেখিত আছে। অজ্ঞানই ইহার মুল কারণ, অতএব সে বিষয়ের ত্যাগই বিধান হইয়াছে; কিন্তু সেই অজ্ঞানতা নষ্ট করিবার নিমিত্ত বিরোধের সহিত কথিত কর্ম্ম, অথবা তজ্জাত ফল উভয়েই পটুতর নহে; কিন্তু বিদ্যাই পটুতরা হইয়াছেন। কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানতার হানি এবং রাগ দ্বেষাদির সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় না, কিন্তু তাহা হইতে দোষের অর্থাৎ পুনঃ২ কর্ম্মসকলই উৎপন্ন হয়; সেই কর্ম্ম হইতে পুনরপি অবারিত সংসারই হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বদা জ্ঞান বিষয়ে বিচারবান্ হইবেন। শ্রুত্যাদিতে যদ্রূপ বিদ্যাকে পুরুষার্থসাধন নিমিত্ত বলিয়া প্রকটিত হইয়াছে, তদ্রূপ ক্রিয়াকেও কথিত হইয়াছে, অতএব দেহবান্ দিগের প্রথমতঃ নিষ্কাম হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য; কারণ বাসনাপস্থত ক্রিয়া অবান্তর বিদ্যাকেই প্রাপণ

সাধনীভূতা। নিত্যরূপা কর্ম্ম অকরণে শ্রুত্যুক্ত প্রত্যবায়, সেই হেতু অনধিকারি মুমুক্ষু জন কর্ত্তৃক নিত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু চিন্মনা জনগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষণ কর্ত্রী, কর্ম্ম অনপেক্ষণীয়া; ব্রহ্ম বিদ্যাই উপাসনীয়া অথবা কর্ম্মের অপেক্ষা করে? না; তাহা কদাপি সম্ভবে না (এই শ্লোকের পরার্দ্ধভাগের অর্থান্তর) ভাল, স্বতন্ত্রা রূপিণী ব্রহ্ম বিদ্যা, স্থিরপুরুষার্থ সাধনকর্ত্রী হইয়া। ইনি কি কাহার সহায়তার অপেক্ষা করেন? না, তাহা কদাপি করেন না যেহেতু; তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা হইলে কর্ম্মে অধিকার থাকে না। অনিত্য স্বর্গাদি ফলসাধক হই-য়াও যেরূপ যাগাদি, জ্ঞানের উৎপাদক হয়; সেইরূপ বেদোক্ত কর্ম্মের সহিত বিদ্যা মুক্তি বিষয়ে অধিকতরা বিশেষণীয়া(বিশেষ হয়েন)। কোন বিতর্কবাদিগণ, এইরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুদয় কহিয়া থাকেন, দৃষ্ট বিরোধ হেতু তাহা উভয়ই অসৎ * কারণ, ক্রিয়া দেহা-দিতে অভিমান বশতঃ সর্ব্বতোভাবে অভিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। এবং বিদ্যা গলিতদেহাভিমান জন সম্বন্ধেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপ বেদান্ত বাক্য বিচারদ্বারা, যিনি, ব্রহ্মকরা কারিতান্তঃকরণ বৃত্তি প্রাপণ কারিণী, তিনিই ব্রহ্ম বিদ্যা; অতএব ইহা বিদ্বানগণ

---

* অর্থাৎ মুক্তির কারণ কর্ম্ম অথবা জ্ঞান কর্ম্মের সমুদয় কদাপি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যে, বিদ্যা নিখিল কামাদি সহিত কর্ম্মকে বিনাশ করেন, এবং কর্ম্ম সমুদয় কামাদির সহিত উদিত হইয়া থাকে। অতএব তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন ; কারণ, পরস্পর বিরোধ হেতু বিদ্যা, কর্ম্মের সহিত একতা হয়েন না। অনন্তর, চিত্তশুদ্ধ হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় গোচর হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মানুসন্ধান পর হইবে। যাবৎ মায়া প্রভাবে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবেক, তাবৎ বেদ বিধ্যুক্ত কর্ম্মকলাপ অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনন্তর তন্ন, তন্ন, এইরূপ বিচারে সমস্ত বিষয় তিরোহিত করতঃ পরমাত্মতত্ত্ব বিদিত হওনান্তর সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। যখন, স্বীয়াত্মাতে পরমাত্ম বিভেদ ভেদক দীপ্তি বিশিষ্ট বিজ্ঞান ভাসমান হইবে, স্বীয় ব্যাপারের সহিত মায়া তৎক্ষণাৎ প্রকর্ষরূপে বিলীন হইবে। শ্রুত্যাদি প্রামাণিক মহাবাক্য দ্বারা সেই সংসারকর্ত্রী অবিদ্যা বিনষ্টা হইলে, পুনশ্চ কি প্রকারে উৎপত্তি হইতে পারিবে? অর্থাৎ বিমল অদ্বৈতানুভব জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা অবিদ্যা, কদাপি পুনরুৎপত্তি হইতে পারিবে না, যদি দেহি সম্বন্ধে অবিদ্যা নষ্ট হইয়া পুনরুৎপত্তি না হয়, তবে প্রকৃতি গুণ সমুদ্ভূত কার্য্যে অহমিত্যাকার কর্ত্তাবোধ কি রূপে হইতে পারে? অর্থাৎ কদাপি পারে না। (ইত্যুহ্যম্) অতএব সাধীনাব্রহ্মবিদ্যা

কেবল মোক্ষের নিমিত্ত বিশেষরূপে ভাসমানা হয়েন, কোন কর্ম্মেরই অপেক্ষা করেন না; সেই তৈত্তিরীয় শ্রুতি সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যজুর্ব্বেদোপনিষৎও এইরূপ বলিয়াছেন, যে, জ্ঞানই মোক্ষের নিমিত্ত সাধনকর, কর্ম্ম নয়। বিদ্যার সহিত যাগাদির সমতুল্য ভাবে দর্শিত হইয়াছে, সে দৃষ্টান্ত কদাপি হইতে পারে না, অর্থাৎ বিদ্যার সহিত যাগাদির সমতুল্যতা কথিত নাই; যেহেতু উভয়ের ফল পৃথক্, যাগাদি বিবিধ বাসনার সহিত সাধনীভূত, এবং জ্ঞান, তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত। সেই ব্যক্তির প্রত্যবায় হইয়া থাকে, যাহার দেহে অহমিত্যাকার আত্মবুদ্ধি আছে; কিন্তু তত্ত্বদর্শি সম্বন্ধে নহে; অতএব বিকার রহিত তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক বেদ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করণ কর্ত্তব্য। প্রথমে শ্রদ্ধান্বিত হওতঃ গুরু প্রসন্নতায় তত্ত্বমসি বাক্যদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব বিদিত হইয়া, মেরু সদৃশ অকম্পিতচিত্তে সুখী হইবে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ অনুভব বিষয়ে অগ্রে তৎ, ত্বং, অসি এই তিনটী পদের অর্থ অবগতি হওনাবশ্যক; বিধ্যুক্ত তৎপদার্থের অর্থ পরমাত্মা, ত্বং পদের অর্থজীব, অনন্তর অসি এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন দ্বারা ঐ দুই পদের ঐক্য করিলে সুতরাং এক পরমাত্মাই তত্ত্বমসি পদের অর্থ হয়। সেই উভয় পরমাত্মা জীবের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ

বিরোধ পরিত্যাগানন্তর লক্ষণা দ্বারা লক্ষিতা এবং সংশোধিতা এক ধর্ম্ম চৈতন্য রূপতা গ্রহণ করতঃ স্বীয়াত্মাকে ব্রহ্ম জানিয়া দ্বৈতভাব রহিত হইবে। ঐক্য হেতু জহলক্ষণা ও বিরোধের হেতু অজহলক্ষণা এবং তিনি ইনিই * এবম্বিধ অপরাপর পদার্থের ন্যায় ভাগ লক্ষণা যুক্তি অভাব হেতু সম্ভবে না। অতএব নির্দ্দোষ হেতু তত্ত্বং পদার্থের পরোক্ষতাপরোক্ষত্ব এতদুভয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্যতা মাত্র বিদিত হইবে। পৃথিব্যাদি পঞ্চীকৃত ভুতোৎপন্ন সুখ দুঃখাদি কর্ম্মভোগের আলয় স্বরূপ, দুস্কৃত্যাদি কর্ম্মজাতঃ মায়াময়, স্থূল শরীর আত্মার উপাধি হয়। মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি বুদ্ধেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণাদি সেই, অপঞ্চীকৃত ভূতোৎপন্ন সূক্ষ্ম শরীর, সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন স্বরূপ হয়; পরন্তু তত্ত্ববিৎ পরমাত্মাকে শরীর হইতে পৃথক ইহা অবগত আছেন। অনাদি অব্যক্ত এই জগতের কারণ স্বরূপ, অজ্ঞান প্রধান উৎপন্ন এবং অন্য সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরাদির হেতু ভূত; কিন্তু উপাধি ভেদ দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ শরীর হইতেই স্বীয় আত্মাকে পৃথক্ অবগতি হইবে। অসঙ্গরূপ, অজন্মা, অদ্বিতীয় এই আত্মা যেমন, স্ফটিকাদিতে নীল পীতাদির সঙ্গ দ্বারা সেই নীল

* এবং তত্ত্বংপদার্থের নির্দ্দোষতা হেতু তিনিই ইনিই এবম্প্রকার পদার্থেরন্যায় ভাগলক্ষণা যোজনা হয় (প্রকারান্তরার্থ)।

পীতাদির দীপ্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই শরীরস্থ পঞ্চকোষে ভাসমান হয়েন; জ্ঞানীগণ, সর্ব্বতোভাবে এইরূপ বিচার করিবেন। সেই নিত্য পরম মঙ্গল স্বরূপ ব্রহ্মেতে, ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধি হইতে জাগ্রত স্বপ্নাদি ভেদ করণক তিন প্রকার অবস্থা দৃশ্যমান হয়; কিন্তু অবস্থাত্রয় সমান হইলে পরস্পর ব্যভিচার জন্য মিথ্যা জ্ঞান হয়। দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতিনিয়ত সঙ্গজন্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু সেই অজ্ঞান লক্ষণা বুদ্ধি যাবৎ থাকে, তাবৎ এই ভবসংসার হইয়া থাকে। অতএব ইহা নয়, ইহা নয় এইরূপ প্রমাণ দ্বারা সমস্ত নিরাকৃত করতঃ চিদ্‌ঘনামৃত প্রাপ্তমানসদ্বারা সর্ব্বতোভাবে রসগৃহীত ফল পরিত্যাগের ন্যায়, সার গ্রহণানন্তর জগৎ পরিত্যাগ করিবে। কারণ এই আত্মা, কদাপি মৃতঃ জাতঃ ক্ষয় বিশিষ্ট ও বিবর্দ্ধিত নহেন; ইনি সর্ব্ব হইতে অতীত, সুখ স্বরূপ, স্বয়ং প্রভ, সর্ব্বব্যাপী, দ্বিতীয় রহিত; এইরূপ বিজ্ঞানময় সুখস্বরূপ আত্মাতে সুখ দুঃখাদির আকর মায়িক সংসার কিরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে? কেবল অজ্ঞানতা প্রযুক্ত প্রকাশ হয়, পরন্তু জ্ঞান কর্ম্মের পরস্পর বিরোধ হেতু জ্ঞানানন্তর বিলীন হইয়া যায়। ভ্রমবশতঃ অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান হয়, পণ্ডিত গণ তাহাকেই অধ্যাস বলিয়া থাকেন, যেরূপ অসর্পভূত রজ্জ্বাদিতে সর্প জ্ঞান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরে জগৎভ্রম

হয়। বিকল্পিত, মায়া রহিত, চিদ্রূপ, নিরঞ্জন, পর-ব্রহ্মেতে প্রথমতঃ অহমিত্যাকার যে প্রকল্পিত হইয়া থাকে ইহার কারণ অধ্যাস মাত্র। ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্মাদি যে, কল্পিত বুদ্ধি, ইহা কেবল এই সংসারের হেতু; যেহেতু আমাদিগের প্রগাঢ় নিদ্রাকালে, তাহাদিগের অভাব বশতঃ কেবল সুখাত্মক পরমাত্মাই ভাসমান হয়েন। অনাদি অবিদ্যা উদ্ভব বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, জীবরূপে প্রকাশ ইহা পণ্ডিত গণ কহিয়া থাকেন; কিন্তু আত্মা, বুদ্ধি সম্বন্ধে সাক্ষী রূপে পৃথক স্থিত, যিনি নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ জানেন তিনিই পর হয়েন *। চৈতন্য প্রতিবিম্ব সাক্ষ্যাত্মক বুদ্ধিদিগের সম্বন্ধে, ভ্রম বশতঃ বহ্নিতপ্ত অয়ঃখণ্ডেরন্যায় একত্র বাস নিমিত্ত চিদ্রূপ এবং চিত্তের পরস্পর চিজ্জ-ড়তা প্রতীয়মান হয়। গুরু সমীপে উপদিষ্ট শ্রুতি বাক্যে, এবং তত্ত্বমসি মহাবাক্য দ্বারা সম্যক্‌জাত বিদ্যা-নুভবে, উপাধি বর্জ্জিত আত্মবিষয়ে ভাসমান্ সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে জড়তা পরিত্যাগ করিবে। (আত্ম দর্শন কালে এইরূপ চিন্তা করিবে) শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, জন্ম রহিত, অদ্বিতীয়, আমি, একা-কীই সর্ব্বতো ভাসমান, অতি নির্ম্মল, বিশুদ্ধ জ্ঞানময়

* প্রকারান্তরার্থ কিন্তু তিনিই বুদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পর হইয়াছেন যাহার বুদ্ধি সম্বন্ধে এই আত্মা সাক্ষী পৃথক স্থিত হয়েন।

নির্ব্বিকার, সম্পূর্ণ আনন্দরূপ এবং অক্রিয় আমি নিত্য-মুক্ত, অচিন্তশক্তিমান্, ইন্দ্রিয়াদির অতীত, জ্ঞানরূপ, বিকার রহিত, দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বদা বেদবাদী তত্ত্ববিদ্গণকর্ত্তৃক চিত্তে চিন্তনীয়; এইরূপ অবিক্ষিপ্ত-চিত্ত দ্বারা আত্মাকে বিভাব্যমান্ পণ্ডিতগণের যে (সোঽহং ইত্যাকার) বিশুদ্ধ উপাসনা, অচিরকাল মধ্যে বিবিধ বাসনার সহিত পারদর্শিভিষক্ প্রস্তুত মহৌষধি দ্বারা, রোগ প্রতিকারের ন্যায় অবিদ্যাকে নষ্ট করিবে। নির্জ্জনে সমাসীন পূর্ব্বক বশীকৃত ইন্দ্রিয়ে জিতাত্মা হওতঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণে অনন্য সাধন দ্বারা কেবল আত্মাতে অবস্থিতানন্তর বিশেষ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিবে *। সর্ব্বত্র পরমাত্মদর্শনপর হইয়া জগদ্ধেতু স্বরূপ এই বিশ্ব সংসারকে, আত্মাতে বিলীন করতঃ পূর্ণ জ্ঞানানন্দ-ময় রূপে অবস্থান পূর্ব্বক অন্তর্বাহ্য বিস্মৃত হইবে। সমাধি পূর্ব্বকালে (এই অখিল) সচরাচর জগৎ সংসারকে ওঙ্কার মাত্র চিন্তা করিবে; যেহেতু তিনিই বাচ্য, আর প্রণব বাচক স্বরূপ, বস্তুত অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ ভাবনা করিবে জ্ঞানানন্তর নয়। (সমাধি পূর্ব্বাবস্থাত্রয়) বিশ্বক অকার আখ্যাযুক্ত হয়, তৈজস পুরুষ উকার আখ্যক, প্রাজ্ঞপুরুষ মকার সংজ্ঞক, নিখিল বিদ্বদ্ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। বহু প্রকার

---

* অথবা বিজ্ঞানদৃক হইবে।

ব্যবস্থিত বিশ্বক অকার সংজ্ঞক পুরুষকে, তৈজস উকার আখ্যক পুরুষে বিলীন করিবে; তদনন্তর প্রণবান্তস্থ মকার সংজ্ঞক পুরুষে তৈজস পুরুষকে বিলীন করিবে। অনন্তর প্রাজ্ঞাখ্যকমকার পুরুষকেও জগৎকারণ চিদ্রূপ ব্রহ্মে বিলাপণ করিবেক। (তদনন্তর এইরূপ ভাবনা) আমি সেই ব্রহ্ম, অনুপাহিত, বিমল, নিত্য মুক্তেরন্যায়, এবম্প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ আত্মাকে দর্শন করিবে * (আত্মদৃষ্ট জীবন্মুক্ত যোগীর অবস্থা বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন) এরূপ পরিজ্ঞাত পরমাত্মভাবন যোগী, ব্রহ্মানন্দে সন্তোষপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে অখিলকে বিস্মৃত হইয়া বারিধিবারিবৎ অচলভাবে অবস্থান করিবে; কারণ আত্মা, আত্মবিষয়ে নিত্যসুখ প্রকাশক। ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিবর্ত্তক, বশীকৃত রিপু, জিতষড়্গুণাত্মা এবম্বিধ সর্ব্বদা কৃতাভ্যাস সমাধি যোগিসম্বন্ধে আমি প্রতি-নিয়ত দৃশ্য হই। মায়াপাশ বন্ধনমুক্ত মুনি, এইরূপ আত্মাকে নিরন্তর ধ্যান করণানন্তর আত্মাতে অবস্থান করিলে এবং অভিমানশূন্য হওত প্রারব্ধ ভোগ করিলে, সাক্ষাৎ আত্মার স্বরূপ আমাতেই প্রলীন হয়। ভয় শোকের কারণ ভবসংসারের, আদি মধ্য, অন্তঃ বিদিত হইয়া শ্রুতি বাক্যোক্ত সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করণানন্তর সর্ব্বজীবের ঈশ্বরস্বরূপ পরমাত্মাকে সম্যক্ ভজনা

---

* বিশেষ জ্ঞানরূপ আত্মদৃক হইবে।

করিবেক অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মারূপে জানিবে। আত্মাতে এই জগৎসংসার অভেদ রূপে চিন্তা করিয়া, অপরাপর উদক সাগরসলিলে, ক্ষীরে দুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ, অখিলবায়ুতে প্রাণ বায়্বাদির অভিন্ন দর্শনের ন্যায়, (আমার সহিত) পরমাত্মার সহিত স্বীয়াত্মাকে অভেদ দর্শন করে। মুনি, সংসারে অবস্থান করিয়াও শ্রুতিযুক্তি দ্বারা যদি জগৎকে দৃষ্টিদোষ বশতঃ দ্বিচন্দ্র দর্শন ও দ্বিগ্বিষয়ে অন্যদিগের ভ্রমের ন্যায়, নিশ্চিৎ মিথ্যাজ্ঞান করতঃ পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত পরমাত্মাদর্শন করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হয়েন। এই অখিলসংসার যাবৎকালপর্য্যন্ত মদীয় স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম না হয়, তাবৎকাল আমার আরাধনা বিষয়ে তৎপর হইবে; যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত অতীব ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহার মানসাকাশে সর্ব্বক্ষণ উদয় হই। এইযে, শ্রুতিসারসংগ্রহভূত রহস্য নিশ্চিৎ করিয়া প্রিয়তমহেতু তোমায় কথিত হইল, যে ব্যক্তি ইহা আলোচনা করে, সেইজন বুদ্ধিমান হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। হে ভ্রাত! এই জগৎ যাহা প্রকর্ষরূপে দৃশ্য হয় সমস্ত মিথ্যাভূত মাত্র। অতএব বুদ্ধিদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া মদীয় স্বরূপভাবনায় কৃত শুদ্ধান্তঃকরণে বিগতজ্বর হইয়া পরমানন্দে সুখী হও। *

---

* এই শ্লোকের অন্য অর্থ। হে ভ্রাত! এই জগৎকে কেবল

যিনি, কদাচিৎ আমাকে মায়ার অতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম স্বরূপ অথবা সগুণ ভাবে, অর্থাৎ রামকৃষ্ণাদি বিবিধ প্রকার লীলা বিগ্রহমূর্ত্তি, মানসে উপাসনা করেন; তিনি, আমার স্বরূপ হইয়া স্বীয় পদলগ্ন ধূলী দ্বারা স্পর্শকরতঃ দিবাকরেরন্যায়, লোকত্রয়কে পবিত্র করেন। বেদান্ত জ্ঞেয় পরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও রামরূপচরণে, অর্থাৎ রামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত শ্রুতির সারসংগ্রহ মৎ-কর্ত্তৃক কথিত হইল; ইহা বিজ্ঞানস্বরূপ, যদি মদীয় এই সকল বাক্যে দৃঢ়ভক্তি হয়, অথচ যিনি শ্রদ্ধার সহিত গুরুভক্তি সমন্বিত হইয়া অহরহঃ প্রকৃষ্টরূপে এই গীতা পাঠ করেন, তিনি দেহাবসানে আমার স্বরূপত্বকে প্রাপ্ত হয়েন *। গীতা সমাপ্তা।

এবংপ্রকার নবদূর্ব্বাদল গঞ্জিত শ্যামলমূর্ত্তি ভগবদ্রামচন্দ্র প্রোক্ত শ্রুতিসার সংগৃহীতযোগ সকল, রাজর্ষি গুণার্ণব, প্রিয়শিষ্য সুদীনকে বিধিমতে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রিয়সম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সৌম্য সুদীন! সংশয়মল সমন্বিত মনোময়পাত্রকে সৎসন্দর্ভরূপ অম-

মায়াহেতু প্রকর্ষ অর্থাৎ সত্যরূপে জ্ঞান [illegible], অতএব বুদ্ধিদ্বারা জগদ্ভাব পরিহার করিয়া মদীয় চিন্তায় চিন্তিত হওত স্ফূর্ত্তস্বান্তঃকরণে পরমানন্দময় হইয়া সুখী হও।

* অথবা আশংসাহেতু ভবিষ্যৎকালার্থে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে এই গীতা যিনি পাঠ করিবেন তিনি দেহান্তে আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

রসদ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া যথাবোধানুসারে মদ্ব্যাখ্যাত এই অতি গূঢ়যোগ কথামৃত, অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণপুটকে পান করতঃ তাহাতে আধান করিয়াছ কিনা? অপিচ, অবিদ্যাসম্ভূত ত্রিগুণরজ্জুকে যোগজনিত প্রবোধরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা ছেদ করিয়াছ কি না? কেমন, বৎস সুদীন! অজ্ঞানধ্বান্তকে তিরস্কার করিয়া তোমার হৃদয়াকাশে প্রবোধ প্রভাকর সমুদিত হইয়া বিমল কমলকর প্রদানে মানস তামরসকে বিকসিত করিয়াছে কিনা? অথবা সংশয় নিরাসের অপেক্ষা আছে? হে উদার প্রকৃতে! তাহা আমার নিকট সরলান্তঃকরণে অভিব্যক্ত কর। গুরুর এবম্প্রকার সমাদৃতবাক্য আকর্ণন করিয়া গলসংলগ্নকৃত বাসা সুদীন, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিলেন; হে গুরো! আপনার প্রসাদে, ইদানীং মনঃ শোক মোহজনিত, সংশয়াদি বিগত হইয়া প্রাপ্ত চেতন হইয়াছে। অতএব আপনার যুগলচরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা এই যে প্রপন্নের প্রতি সতত করুণাপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবেন। এবম্প্রকার উভয়োক্ত স্নেহসলিলাভিষিক্ত ও ভক্তিরস সমন্বিত বাক্যদ্বারা পরস্পর সম্ভাষিত হইয়া সুদীন, যথানির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাবাসে গমন করিলে যুবরাজ পুর্য্যভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পরমসুখে বিভাবরী অবসান করিলেন। অনন্তর, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পুরঃসর কৃতা-

ষিক হইয়া রাজসিংহাসনে অধ্যারোহণ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। পরন্তু তিনি প্রতিদিন এই রূপ রাজধর্ম্মানুসারে সুবিচারসহকারে প্রজা পালনে রত থাকিয়া সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুদীন, প্রতিদিন গুরুগুণার্ণবের বদন বিনির্গত সুধাসম উপদেশ বাক্য সমস্ত শ্রবণানন্তর দৃঢ়ভক্তি সহকারে সেই বেদোক্ত বাক্যসমুহ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং তাহাতে চিত্তের পবিত্রতাপ্রযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর উদিত হওয়ায় আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তদনন্তর; গুরুসকাশে কিছু দিবস সংসারে অবস্থান জন্য তদ্বিষয়ক হিতাহিত কার্য্য সমুদয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রায়ঃ অব্দৈক অতীত হইলে এক দিবস, যুবরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া, সভা মধ্যে সভ্যগণ সন্নিধানে কৃতবিদ্য শিষ্য সুদীনের দূরদর্শিতা লাভহেতু তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রথমতঃ ভুরিভুরি প্রসংশা করিলেন, পরে, তাহাকে স্বদেশ প্রেরণেচ্ছু হইয়া কহিতে লাগিলেন; স্বদেশদ্বেষ্টা সুদীনকে একবার গন্ধর্ব্ব নগরীতে প্রেরণ করিতে হইবে; কারণ, উহার পিতা অতি প্রাচীন, বোধ হয়, তিনি সুদীর্ঘকাল সন্তানবিচ্ছেদে অতিশয় কাতরান্বিত আছেন। অতএব সুদীনকে সভামধ্যে সত্বরে আহ্বান কর। এই বলিয়া সম্মুখবর্ত্তি জনৈক প্রতিহারীর প্রতি

কটাক্ষ করিলেন। সুচতুর প্রতিহারী, মহারাজের অন্তর্গত ভাব অবগত হইয়া অতি দ্রুতগমনে সুদীনের বাসগৃহে উপস্থিত হওতঃ বিনয় নম্রভাবে রাজসন্দেশ নিবেদন করিলে, গন্ধর্ব্বকুমার, প্রতিহারীর সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপনীত হওতঃ গললগ্নিকৃত বাসা হইয়া ভবাম্ভোধিপারকর্ণধারস্বরূপ স্বীয় গুরুপদে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক করপুটে অনুমত্যপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। গুণশালী গুণার্ণব, শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ সস্নেহ সম্বোধনে মনোহভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু:ত ইত্যাকার আশীর্ব্বচন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; হে প্রিয়সুদীন! বৎস! তোমার সৌজন্য গুণে আমরা সকলেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আছি; বিশেষতঃ আমি, তোমার ভক্তিপাশে এতদূর আবদ্ধ হইয়াছি যে তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশে পরিসীমা করিতে পারি না। এমন কি, ত্বদীয় ভক্তিজনিতস্নেহ আমার হৃদাবাসে গাঢ়তর প্রবেশ করিয়া কৃতাধীন মনকে, নিরন্তর তোমাকে চক্ষুর অনন্তর করণ জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেছে। অর্থাৎ স্নেহাধীন মন তোমার স্বদেশ গমনে ভাবিবিরহ চিন্তা করিয়া অতীব ব্যাকুল হইতেছে; কিন্তু কি করা যায়, সুতরাং তোমাকে স্বদেশ প্রেরণ করিতে হইয়াছে। কারণ, তুমি যে, আপন বর্ষিষ্ঠ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমনা হইয়া সময়াতি

পাত করিতেছ, ইহাতে আমার মনে বহুতর সংশয় জন্মিতেছে; বোধ হয়, তোমার শোকে পুত্রবৎসল বৃদ্ধপিতা, প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অতএব সত্বর গমনে গন্ধর্ব্ব নগরীতে প্রয়াণ কর। কিঞ্চিদ্দিবস তথায় অবস্থান করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিও; কারণ, আমিও তোমা ব্যতিরেক অতি কাতরান্বিত থাকিলাম। নরনাথ, এইমত প্রিয়সম্ভাষণে সুদীনকে গন্ধর্ব্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে বিদায় দিয়া আপনি প্রায়ঃ সর্ব্বদা অতি বিষণ্ণমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহার এবম্ভূত সবিষাদ চিত্তে কালাতিবাহন করণ সময়ে, একদা পরারাজনন্দন সমিতিঞ্জয়, মহারাজ! চিরঞ্জীবতু, মহারাজ! চিরঞ্জীবতু, হে জগৎপ্রিয় রাজন! আপনি সুচির কাল জীবিত থাকিয়া এই সমস্ত সর্ব্বসহার স্বামী হওতঃ সমৃদ্ধসমাযুক্ত অসপত্ন রাজ্যসম্ভোগী হইয়া প্রজাজনের মনোরঞ্জন পুরঃসর পরম সুখে সময় বিহরণ করুন্ তাহা হইলে প্রায় এই, সদাতুষ্টভারে ভারাক্রান্তা বিশ্বম্ভরা, কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত তাহা হইতে নিষ্ক্রান্তা থাকিয়া যোগ্যপতি প্রাপ্ত হেতু, পরমপরিতুষ্টভাবে লোক মঙ্গল কারিণী হইতে পারিবেন। ইত্যাদি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করণান্তর সদা নীতিবিশারদ সভ্যগণ পরিবৃত সেই মহতী রাজসভা মধ্যে উপনীত হইলেন।

অধিরাজ গুণার্ণব, মহান্ সম্ভ্রান্ত রাজকুলোদ্ভব শ্যাল-কেকে সভামধ্যে সমাগত দেখিয়া সামাত্য সসভ্য হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বহুবিধ সমাদর সহকারে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। তদনন্তর কুশলবার্ত্তায় পর-স্পর সম্ভাষিত হইয়া উভয়ে আনন্দাতিশয়ে দিবাবসান করিলেন, এবং রজনীতে নৃপকুমার সমিতিঞ্জয়কে অন্তঃ-পুরমধ্যে লইয়া; এক রম্যস্থানে আসন প্রদান করিলেন। অপিচ আপনিও স্বীয় প্রিয়তমা ক্ষণপ্রভার সহিত অপর এক আসন লইয়া তাহাতে সমাসীন হওত পরীরাজ্যের কুশল সন্দেশাবলি বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু উভয়ে উভয়কর্ত্তৃক যথাকর্ত্তব্য বিধানে কুশল জিজ্ঞাসিত হইলে ; ক্ষণপ্রভা স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর সমিতিঞ্জয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; ভ্রাতঃ! আমার জনক জননী শারীরিক কুশলে আ-ছেনত? এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানানন্দপ্রভৃতি অপরাপর প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধববর্গ সকলেই নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতেছেনত? না কাহার কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে? ভ্রাতঃ! সত্বর পিতৃরাজ্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা প্রদানে আমার উৎ-কণ্ঠা দূরীকরণ করুন্। ভাল, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতা আমার এই কুশলসংবাদ প্রাপ্তে হর্ষ অথবা বিমর্ষভাব প্রকাশ করিলেন? জনকরাজ্যের কুশল অবগত হেতু উৎকলিকাকুল ক্ষণপ্রভার মুখ

হইতে এই কএকটি প্রশ্ন নিঃসৃত হইয়াছে মাত্র; এমত সময়ে মহাভয়ঙ্কর কলেবরধারি একজন নিশাচর তরুণ দিবাকর সদৃশ আরক্তনয়নে, সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া মহিমাকর যুবরাজের করযুগলে ধারণ করতঃ ক্ষণকাল মধ্যে, স্বীয়গর্ব্বে আকাশ পথে চলিয়া গেল। ক্ষণপ্রভা ও সমিতিঞ্জয়, সহসা বারিদবিহীন অশনি পাতেরন্যায় এই অত্যদ্ভূত অমঙ্গলসূচক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া উপবিষ্টাসনে কৃত্রিম পুত্রিকারন্যায় উভয়েই স্পন্দন বিহীন নয়নে সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়াদি স্তম্ভিত হইয়া অবাক্স্ফুটভাবে থাকিলেন। কিয়দবসরে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইলে, হাহাকার রবে চিৎকার করতঃ পৃথিবী শয্যায় পতিত হইলেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভা, স্বীয়পতির দুর্জ্জন হস্তে পাতিত্য হেতু এবং তাঁহার জীবন রক্ষা বিষয়ে নিরুপায় বিবেচনায় সাতিশয় অধীরা হইয়া পড়িলেন। মহিষী, দয়িতের অশিবকর ব্যাপার স্মরণ করিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করতঃ পুরবাসি সকলকে সমশোক হ্রদে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এখানে বহিঃ সভা মণ্ডলস্থ অন্যান্য পরিজন ও অমাত্যবর্গ, অন্তঃপুর মধ্যে সহসা বিভাবরী সময়ে রোদনের কোলাহল শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিপৎ উপস্থিত হইল, এইরূপ অনুমানে সকলেই ব্যস্ত হওতঃ অতি বেগগমনে অন্ত- র্ভবন মধ্যে শোকতাপিতদ্বয় সন্নিধানে সমুপস্থিত

হইলেন। অনন্তর অধিরাজের অবর্ত্তমানতার বৃত্তান্ত ও সসহোদরা রাজ্ঞীর রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে, জিজ্ঞাসিত বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক্, তাহাদিগের বাক্য, তাঁহাদিগের উভয়ের শ্রুতি-গোচরও হইল না। কেবল এক একবার, হায় কি সর্ব্ব-নাশ হইল। হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! এইরূপ কাতরোক্তি, বদনহইতে অতি মৃদুস্বরে নিঃসৃত হইতেছে মাত্র। বহুক্ষণ পরে সমিতিঞ্জয়, কিঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বদনাকাশ হইতে শত বজ্রপাতের সদৃশ সেই অত্যন্ত অশিব সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলের জিহ্বা একবারে শুষ্ক হইয়া গেল। ও শিরোদেশ ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল; এবং শরীরে, মুহুর্মুহু বেপথু হইতে লাগিল। এমন কি, প্রায় সকলেই স্তম্ভিতেন্দ্রিয় হইয়া কিয়ৎকাল স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কথঞ্চিৎকাল পরে, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হা মহারাজ! তোমাকে বিহীন হইয়া, এক্ষণে আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব? ইত্যাকার কারুণ্যোক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন।

এমতে, প্রায়ঃ বিদসত্রিতয়, সর্ব্বসিদ্ধ নগরে হাহাকার ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রোতৃবর্গের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এমন কি, গৃহপালিত পশ্বাদি পর্য্যন্তও অর্থাৎ

তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গপ্রভৃতি সকলেই দুঃখ ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক নয়ন হইতে অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালে এই অমঙ্গলকর মহাবিপৎ সংঘটনে, শত্রু-গণেও দুঃখিত ছিল। যেহেতু, তৎকালে তাহারা তাঁহার রাজ্যের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই। সে যাহা হউক্, এখানে প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন পরীরাজ-নন্দন সমিতিঞ্জয় মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করি-লেন; যে উপস্থিত সঙ্কটে বিমূঢ়ের ন্যায় শোক মোহা-দির দ্বারা উপহতচেতা না হইয়া, বরং তাহার প্রতিকার করাই অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে; ইত্যাকার পর্য্যালোচনায় শোকাদি সম্বরণ করিলেন; এবং প্রধান অমাত্যের প্রতি বসুন্ধরার ভার সমর্পণ করিয়া স্বীয় সহোদরা ক্ষণ-প্রভাকে অশেষতঃ প্রবোধ বাক্যের দ্বারা উপদেশ ও আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শোকের কিঞ্চিৎ শমতা করিলেন। অনন্তর সসৈন্য সেনানীদিগকে আহ্বান করতঃ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া, অবশেষে স্বয়ং প্রিয় স্বস্বপতির গবেষণার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাত্রা করিলেন। পরীরাজ কুমার, নরপতির অনুসন্ধান করণার্থে সাধারণ জন প্রায়ঃ হীনবেশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকাপ্রভৃতি বহুল রাজ্য পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার কোন প্রকারে অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া পরিশেষে

অত্যন্ত উন্মনা হওত পুনরপি সাগরান্তর্বর্ত্তি সিংহল প্রভৃতি উপদ্বীপ সকল অন্বেষণ করিতে উপক্রমণ করিলেন। এ দিকে, পতিবিরহ বিধুরা ক্ষণপ্রভা, প্রাণাবশেষা দীনহীনবেশাপ্রায়ঃ ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া হা নাথ! ইত্যাকার করুণাস্বরে ক্রন্দন করতঃ ক্ষণিক মূর্চ্ছাক্রান্তা ও ক্ষণিক লব্ধচেতনা এবং চৈতন্যোদয়ে গুণাকর গুণার্ণবের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল উচ্চারণপূর্ব্বক অহর্নিশ বিলপমানা হইয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন।

পদ্য।

হায় হায় প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে।
কিসে পাব পরিত্রাণ উপায় দেখিনে॥
প্রথম বিরহ আর সমুদ্রে ক্ষেপণ।
কোটালের হস্তেন্যস্ত রাক্ষসে অর্পণ॥
অবলা বলিয়া বিধি এত জ্বালা দিল।
সরলার প্রাণে তাই সকলি সহিল॥
নিদয় হৃদয় বিধি যে বাদ সাধিল।
প্রেম পরমাদ কাঁদে অবলা মজিল॥
পতি বিনা পাপ প্রাণে কি কায যতনে।
অনলে ত্যজিব তনু অতনু কারণে॥
পরাণ ত্যজিয়া পুনঃ সেই পতি আশে।
করিব কঠোর তপ গিরি গুহাবাসে॥
নতুবা সহেনা আর অবলার প্রাণে।
দিবানিশি পোড়ে প্রাণ পতিশোক বাণে॥

তাহাতে বিষম আর কুসুমের শর।
কামিনী কেমনে প্রাণে সবে নিরন্তর॥
কুহু কুহু রবে যবে পিক কুহরিবে।
শরে শিহরিবে প্রাণ কে রাখিবে তবে॥
প্রতিকূল হয়ে তাহে বকুলের মালা।
ব্যাকুল করিবে প্রাণ কে সহিবে জ্বালা॥
গুণ গুণ তুলি তান যত অলিদলে।
দলিবেক নলিনীর প্রতি দলে দলে॥
কান্তবিনা শান্ত তখন কে আর করিবে।
দহন দাহনে যবে অবলা মরিবে॥
রসিকা রসিক যত বুঝিবেন মনে।
যে যাতনা ঘটে প্রিয়জন প্রয়োজনে॥
হা নাথ! কোথায় গেলে ত্যজি এ দাসীরে।
প্রাণ যায় না হেরিয়া সে মুখ শশিরে॥
* দুখভোগে দুখিনীর যাবে চিরকাল।
বুঝিলাম বিধি মোর ভালে নহে ভাল॥
বুঝি ওহে নাথ আর না হইল দেখা।
সেই খেদ শেল মম হৃদে † রৈল রেখা॥

এইমত বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়তমা মূর্চ্ছা সখীর সমভিব্যাহারে কিয়ৎসময় অতিবাহিত করণানন্তর প্রতি

---

* পদ্য ছন্দোহনুরোধে যুগল দুঃখ শব্দের বিসর্গ লোপ হইয়াছে।

† এস্থানে কেবল শ্রাব্য হেতু হৃদি স্থানে হৃদে এই শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লব্ধচেতনা হইয়া দৈব সম্বোধনে আক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হে নৃশংস বিধাতঃ! এতদিনের পরে কি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন হইল; অনাথা অবলা বালার উদ্বাহ কালাবধি ক্রমশ আততায়িতা ব্যবহার করিয়া তথাপি তোমার দুরাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ হইল না; হায়! যদি আমার প্রাণ গ্রহণ করিয়াও প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা করিতে, তাহা হইলে তোমাকে নির্দ্দয় বলিয়া কদাচ নির্দ্দেশ করিতাম না। ইত্যাকার শোকস্খলিত বাক্যে বিধাতার প্রতি প্রিয়পতি-বিচ্ছেদজন্য দোষারোপণ করিয়া পুনরপি শোক বশতঃ উপহত চেতনা হইলেন।

পুনঃ ক্ষণিক চেতন প্রাপ্তে, স্বীয় প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। রে কঠিন প্রাণ! তোমা হইতে নিন্দাভাজন আর অন্য কেহ নহে; কারণ, সেই প্রিয়তম হৃদয়বল্লভ ব্যতীত তোমার অন্য প্রিয়তম বস্তু জগতীতলে আর আছে? না কেহ হইবে? অতএব তুমি বৃথা বাসনায় কেন দারুণযন্ত্রণা সমূহ সহ্য করিতেছ; অতএব আমার বাক্য প্রণিধান করিয়া অবিলম্বে এই শোকাবাসস্বরূপ শরীরের মায়া পরিহার করিয়া স্বীয় স্বামীর অন্বেষণার্থ বহির্গত হও। বিশেষতঃ তোমাকে আরও এক বিষয়ে বিশেষ দোষারোপণ করি, কারণ, যৎকালীন ক্রোধনস্বভাব কাল সদৃশ ক্রব্যাদ তোমার সর্ব্বস্ব সম্পত্তিস্বরূপ গুণাকরের করাকর্ষণ করিয়া অন্ত

র্হিত হইল; তৎকালে তুমি, কেন তাহার সহচর হইলে না? অতএব, রে দুরাত্মন্! তুমি মৎ সম্বন্ধে অতীব উপেক্ষা ভূমি হইয়াছ, এ কারণ আমি আর তোমার অপেক্ষা না করিয়া ত্বদীয় অধিষ্ঠানস্বরূপ এই দেহ হব্য-বাহনে হবনীয় করিব; নচেৎ তুমি এখনি প্রিয়তমের গবেষণার্থ গমন কর। এইরূপ আত্ম প্রাণকে ভূরি ভূরি তিরস্কার করিয়া সাধ্বী ক্ষণপ্রভা, হা নাথ! ত্বদেক প্রপন্না এ অধীনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে, একবার দয়া প্রকাশ করতঃ দর্শন প্রদান কর। এইরূপ আক্ষিপ্তচিত্তে ভূয়ো ভূয়ো বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পুনর্ব্বিলাপ যথা।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত কে করিয়া শিরে।
হরিল ফণীর মণি আসিয়া শুষিরে॥
অমাতিথি হরে নিলে নিশীর শশিরে।
তমোময় হয় যেন এ দশ দিশিরে॥
সেইমত দেখি এবে মোর সব হয়।
সে শশি বিহনে দশ দিশি তমোময়॥
প্রাণধন হীন হয়ে এই কি হইল।
তাপিনী সাপিনী সম পাপিনী রহিল॥
অধীনী অপরাধীনী নহেত কাহার।
তবে কেন মম প্রতি হেন ব্যবহার॥

বাল্যাবধি নিরবধি বিধি বাদী হয়ে।
সাধে সাধিলেন বাদ তবু থাকি সয়ে॥
তথাচ হলোনা পূর্ণ কামনা তাঁহার।
অবশেষ সে প্রাণেশ হরিল আমার॥
বিধি যদি এত বাদী মোরে নাহি হবে।
অবলা বলনা কেন এ যাতনা সবে॥
নতুবা নিকট কেন হইবে সঙ্কট।
বিকট শমন সনে হইবেক হট॥
করাল কালের সম আসি নিশাচর।
প্রাণপতি হরে লয়ে হলো অগোচর॥
হতজ্ঞান হয়ে তখন ছিল মোর মন।
নৈলে বিনিময়ে প্রাণ দিতাম তখন॥
আশ্বাস প্রদান করি অগ্রজ আমার।
গিয়াছেন বিশেষ জানিতে সমাচার॥
সেহ নাহি অদ্যাবধি এলো হেথা ফিরি।
বুঝিনু এসব সেই বিধির চাতুরি॥
এইরূপ শোকে সতী প্রিয়পতি বিনা।
কাতর হইয়া অতি হলো মতিহীনা॥
ঊর্দ্ধমুখে চারুমুখি চারিদিকে চায়।
দশদিক শূন্য দেখি আর খিন্ন তায়॥

এই প্রকার চার্ব্বাঙ্গী ক্ষণপ্রভা, পুনঃ পুনঃ হা নাথ! ইত্যাকার ধ্বনি করতঃ ধরাশায়িনী হইয়া কদাচিৎ মূর্চ্ছা, কদাচিৎ প্রাপ্তসংজ্ঞায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, ক্রূরকর্ম্মা কৌণপ প্রধান, স্বীয় বাঞ্ছিত পরীদুহিতা পরিণেতৃ রাজতনয়ে, বলাপহৃত করিয়া স্বকীয় আবাস স্থানে প্রতিগমন করিল। এবং আমর্ষ পূরিত নয়নে স্ববাসে আনীত অধিরাজের প্রতি কটাক্ষ ঈক্ষণ করিয়া মুহুর্ম্মূহু তর্জ্জন গর্জ্জনে কহিতে লাগিল। অরে নির্ব্বোধ! প্রজ্বলিত আশ্রয়াশনে পতঙ্গবৎ পতনেচ্ছা করিয়াছ? নচেৎ কি সাহসে তাদৃশী অমরভোগ্যা মদীয় চিরাভিলষিতা বরারোহা কামিনী পরীনন্দিনীকে উপয়ম করিয়া অনায়াসে সম্ভোগ করিতেছ। এই কারণ তোমার অন্তকভবনে গমন নিমিত্ত সুলভ সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় রাজবংশসম্ভূত প্রাজ্ঞসন্তানেরা পরাভিলষিত প্রমোদাগণকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক কখন স্পর্শও করেন না। অতএব রে রাজকুলাধম! যদি জগতীতলে কিছু দিন জীবিত থাকিয়া এই বহুরত্ন সঙ্কুলা মেদিনীকে ভোগের লালসা থাকে, তবে অবিলম্বে সেই তোমার প্রিয়পত্নী অবনীললামভূতা পরীরাজকুমারীকে মদীয় করে সমর্পণ কর। অন্যথা আমার শালপ্রাংশু সদৃশ বিশাল বাহুযুগল হইতে তোমার আর অব্যাহতির উপায়ান্তর দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে এ দুস্তর সঙ্কট সাগর হইতে নিস্তরণেচ্ছা থাকে, তবে অনন্য কর্ম্মা

হওত মদীয় বাক্য সম্পাদনে যত্নাধান কর। আশর পতি এইরূপ কঠোর বাক্য সকল উক্তি করিয়া বারম্বার আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভীষণমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোট করিতে লাগিল।

সর্ব্বগুণসমন্বিত সত্যসন্ধ যুবরাজ, পরুষভাষি রাক্ষসের এই সকল মরণাতিরিক্ত মনঃপীড়দবাক্যে অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত নিরুত্তরে ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া কহিলেন; রে নিশাচর কুলপাংসন দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার পঞ্চশরের শর প্রেরিত বজ্রসদৃশ মর্ম্মভেদকবাক্য সকল সহ্য করিতে শরীর ক্রমে অত্যন্ত অক্ষম হইয়া উঠিল; অতএব বোধ করি সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিপত্তারণ পরমেশ্বর, তোমার এবম্বিধ অত্যাচারে অসহিষ্ণু হইয়া আশু প্রতিকার করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ রে দুরাচার! তুমি যে, আমার প্রতি মিথ্যা দোষ অধ্যারোপণ করিতেছ, আমি তদ্বিষয়ের বিচারজন্য তোমার প্রতিই ভারার্পণ করিতেছি; সেই পরমেশ্বরের শপথপূর্ব্বক সত্য করিয়া বল দেখি যে, কৃতপরিণয় বিষয়ে আমার অপরাধ কি! আমি তোমার সহিত সন্দর্শন সংঘটনার বহুদিনপূর্ব্বে সেই যদৃচ্ছাগতা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। অনন্তর, দুর্দ্দৈবকর্ত্তৃক সেই ললনা অপহৃত হওয়ায় তুমি তাহাকে স্বহারহীনা একাকিনী পাইয়া স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধকরণ মানসে বিবিধ প্রকার যত্ন

করিয়াছিলে; কিন্তু স্বীকার না হওয়াপ্রযুক্ত বহুতর যন্ত্রণা প্রদান করণানন্তর তাহার মরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া, একাকিনী কামিনীকে জনশূন্য অরণ্য মধ্যে প্রেমাশায় নিতান্ত নিরাশ হইয়া পরিহারপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলে। তদনন্তর, আমি পরমকরুণাকর পরমেশ্বরের অনুকম্পাবলে, সেই প্রাগুদ্বাহিত ধর্ম্মপত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এতদ্বিষয়ে তোমার কোপ সমুৎপন্ন হইবার কোন কারণ দৃষ্টগোচর হইতেছে না। তবে কেবল স্বকীয় জাতিত্ব স্বভাব অবলম্বনে, ঈর্ষার পরতন্ত্র হইয়া আমাকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইতেছ। অমিততেজাঃ পিশিতাশন, এতাবন্ন্যায় সংগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যথার্থ বিচারে আপনাকে দোষী বোধে, কিঞ্চিৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিল; কিন্তু আসুর স্বভাববশতঃ হিংসা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অবশেষে আত্মকর প্রসারণপূর্ব্বক, পুরুষসত্তম নৃপকুমারের করগ্রহণানন্তর প্রোদ্দীপ্ত পাবকমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া, স্বীয় পালিততনয়া বিদ্যুল্লতা নাম্নী কন্যাকে প্রহরিকা কার্য্যে নিযোজিত করতঃ স্বীয় ভোজনীয় দ্রব্যান্বেষণার্থ দিগন্তরে প্রয়াণ করিল।

বিদ্যুল্লতা, এই উপস্থিত ঘটনার কিছু মাত্র অবগত ছিলেন না! তিনি যেমন, নিত্য নিত্য পশু দাহন দহনকে নির্ব্বাপণ করিয়া ভস্মমিশ্রিত দগ্ধ পশুকে পরিচ্ছন্ন

করতঃ নিশাচরের ভোজন নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক রক্ষণ করিতেন; সে দিবসও তদনুসারে বারিকুম্ভ কক্ষে লইয়া সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন, অনলাভ্যন্তরে জ্বলদনলনিভমূর্ত্তি এক ভুবনমনোহর পুরুষ অবলীলাক্রমে অবস্থান করিতেছেন। অনূঢ়াযুবতী তাদৃশাবস্থ গুণার্ণবে দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। হে দয়াময়! ভগবন্! এ নিরবলম্বিনীকে অশেষ যন্ত্রণাকর দেহ ভারবহন হইতে বিমোচন কর। এইরূপ, অশেষ প্রকারে স্তুতি প্রণতি সহকারে জনমন্যেরমণা রমণীবিদ্যুল্লতা, ধরণী পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন; হে প্রভো! পুনরপি ত্বাং প্রণমামি, এইরূপ কাতরতা পূর্ব্বক ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করণানন্তর কহিলেন; বোধ হয়, এতদিনের পর অনুকূল ভগবান্, স্বয়ং মূর্ত্তিমান হওতঃ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন প্রদানে দুষ্কৃত কর্ম্মভোগ হইতে পাপানলসন্তপ্তা রমণীকুলাপদার্থ স্বরূপিণী কামিনীকে নিস্তার করিলেন। হে কৃপাকর কৃপাকর ঠাকুর! যদি মদীয় অভিলষিত বরপ্রদান কর; তবে মদভিলষিত যোগ্য বর প্রদান কর। এই দুরাত্মানিশাচর যদিচ, আমাকে আত্মজার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছে; তথাচ পিতামাতা প্রভৃতি বিস্তৃত রাজকুলের সমূলে বিনাশকারীর পূর্ব্বকৃত ক্রূরতার বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলেই, অমনি তৎ-

ক্ষণাৎ বৈরনির্যাতন করিবার নিমিত্ত চিত্ত একবারে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু কি করি, সহায় বিহীনা একাকিনী কামিনী কোন উপায়ান্তর না থাকা জন্য, সুতরাং মানসিক বেদনা মনেতেই বিলীন করিয়া ক্ষান্ত হইয়া থাকি। বিশেষতঃ মস্তকে ফণা বিস্তীর্ণ বিষম বিষধরের ন্যায়, একেত যৌবনাহি দংশনে, অবলা সদাতন জ্বালাতন হইতেছে; তাহাতে আবার দুরন্তরতিপতি, বিবিক্ত স্থানে সহায় হীনা পাইয়া সর্ব্বদা স্বীয় শূরত্ব প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার সেই শরপ্রভাবে যেন শরসংবিদ্ধ কুরঙ্গীকুলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া সময়াতিপাত করি। মনোহর রূপা বালিকার এবম্মুক্ত করুণাস্বরসংযুক্ত স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিয়া গুণাকর গুণার্ণব কর সঞ্চালন দ্বারা কহিলেন; অয়ি চার্ব্বঙ্গি বালে! বিপন্ন মনুষ্যে উপাসনা করিলে তোমার কি ফল লাভের সম্ভাবনা আছে? আমি দেবতা নহি, মানব জাতি। রক্ষঃপতি, অতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া আমায় এ স্থানে আনয়ন করিয়াছে; এবং আমায় বিনাশ মানসে প্রজ্বলিত অনল রাশিতে প্রক্ষেপ করিয়া স্বীয় ক্রোধের শান্তি লাভ করিয়াছে। অতএব হে বরাননে! এমুমূর্ষু জনের বিবরণ এক্ষণে বিস্তার রূপে আর কি বর্ণিত হইবে; এইরূপ আক্ষেপ করিয়া নৃপ চূড়ামণি, আপন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত, সেই অপরিমিত রূপশালিনী

কামিনীকে বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, মধুরভাষিণী চারুহাসিনী বিদ্যুল্লতা হুতাশন হইতে অধিরাজের প্রাপ্ত পরিত্রাণ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি শিক্ষক দত্ত অঙ্গুরীয়কের অশেষ প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে পুনরায় আপনাকে, একাকী ও শস্ত্রবিহীতা হেতু জনশূন্য রাক্ষস স্থান হইতে নিস্তারণ করণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, সুতরাং আপনার মরণ কৃতনিশ্চয়ে স্বীয় সিমন্তিনী দ্বিরদগামিনী ক্ষণপ্রভাবিনিন্দিত রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভার অনির্ব্বচনীয় প্রেমবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অতিশয় খিন্নমনে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে বিলুপ্তাঙ্ক শশধর বদনে! প্রিয়ে ক্ষণ প্রভে! এই সময় একবার দর্শন দিয়া বাক্যসুধা প্রসেকে সন্তপ্ত প্রাণকে শীতল কর। তোমার বদন সুধাংশুর সুধাপান তৃষিত চাতকে বুঝি এইবার জন্মের মত ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইল। হা! মনে এই বড় খেদ রহিল, যে, চিরবিদায় কালে প্রাণসমা প্রণয়িনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল না। হা বিধাতঃ! একে নৃশংস নিশাচর জাতির হস্তে পাতিত করিয়া আশ্ররাশন মধ্যে প্রক্ষেপ করিলে, তাহে আবার প্রিয়াবিয়োগ প্রোদ্দীপ্ত হুতাশন রাশিতে অনিবার অন্তর্দ্দাহন করিয়া অবশিষ্ট বাসনা পূরণের শেষ করিতেছ। হা পাষাণ সদৃশ সহিষ্ণু প্রাণ! এতাদৃশ পরিক্লিষ্ট হইয়াও কি তোমার এই

অশেষ যন্ত্রণাকর শরীরে অবস্থান করিতে ঘৃণা জন্মিতে-ছেনা ? পামর! তোমাকে ধিক্। যেহেতু, তাদৃশী গুণ-শালিনী পতিপ্রাণা কামিনীর বিয়োগজনিত শত শত শেলাঘাতসম দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তথাপি এই পাপভোগের আলয়স্বরূপ শরীরকে পরিত্যাগ করিতে স্পৃহা করিতেছ না। অতএব তোমায় আর কি বলিব। আহা! যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের কিপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে দয়া ও স্বীয় জন্মার্জ্জিত আদি অন্ত কর্ম্মভোগ এই সমূহ সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সময় বিহরণ করিতে, তাহা হইলে তোমাকে এতাদৃশ নিরয়ের নিলয় স্বরূপ সংসার মধ্যে দুষ্ক্রিয়াজ যাতনা ভোগ করিতে হইত না।

গুণার্ণব, যখন এবম্বিধ নিতান্ত উন্মত্ততা প্রযুক্ত তৎকালীন স্বীয় প্রাণবিয়োগ সম্ভাবনা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া, মহিলার বিচ্ছেদ জন্য শোকে একবারে চৈত-ন্যহীন হইলেন; তখন তদীয় প্রিয়চিকীর্ষন্তী রাক্ষস প্রতিপালিতা রাজদুহিতা বহুপ্রয়াস পূর্ব্বক রাজনন্দনের চেতন করাইয়া, যুগ্মকরে অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন; হে মহাত্মন্! ভবাদৃশ সুবিজ্ঞ লোকের উচিৎ যে, উপস্থিত বিপদে অভিভূত না হইয়া বিপদ সমুদ্রউত্তীর্ণ হওনার্থ সদযুক্তিরূপ তরীর আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহা না করিয়া তাহার বিপর্য্যয় পথকে অবল-ম্বন করিলেন কেন? অর্থাৎ ঈদৃশ ঘোরতর সঙ্কট

সময়ে অনার্য্যসেবিত অকীর্ত্তিকর মোহ আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হইল কেন? বিশেষতঃ হে মহা-মতে! তোমাতে ঈদৃশী প্রজ্ঞানহারিণী মায়া উপস্থিত হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না। অতএব (কাতরতা) সাধারণ প্রকৃতিপ্রায় সহসোদ্ভূত হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার পূর্ব্বক, রাজকুল সম্ভূত সন্তানদিগের কুলোচিত সাহসকে অবলম্বন করুন্। গুণার্ণব, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে নিথরনিতম্বিনি! সেই প্রাণসমা প্রিয়তমা বিরহজন্য শোককে, অবহার করিয়া স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না। কাতরতা ও অবশ্যম্ভাবি বিচ্ছেদজন্য শোকপ্রযুক্ত আমার স্বাভা-বিক শৌর্য্যাদি অপহৃত হইয়াছে, এবং চিত্তও সেই হেতু অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে, আমি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কিছুই স্থিরীকরণ করিতে পারিতেছি না। অতএব, আমার শোকাপনয়ন ও জীবনরক্ষা পক্ষে যদি কোন শ্রেয়স্কর উপায় থাকে, তবে তদ্বিষয়েরই উপদেশ প্রদান কর; নতুবা বিপৎহইতে উদ্ধার না করিয়া অগ্রে অভিযোগ করা বিধেয় নহে। এই বলিয়া বিপন্ন মহীপসুত, বিদ্যুল্লতা সম্মুখে তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলেন। তখন মতিমতী যুবতী, মৃদুমন্দহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন; হে ধীর! অনুগৃহীতা অধীনী হইতে বোধ করি ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারিবেক।

আপনি আর চিন্তাকুল হইবেন না ; বরং এসময়ে শত্রু নাশন সাহসকে অবলম্বন করুন্। তাহা হইলে, অনা-য়াসে দুরাধর্ষ্য অরিকে জয় করিতে পারিবেন। বিশে-ষতঃ প্রাজ্ঞগণ আসন্ন বিপৎকালে কদাপি বিষন্ন হয়েন না, কারণ বুদ্ধির অপ্রসন্নতা হেতু কোন সদুপায় উপস্থিত হইতে পারে না। মহাশয়! হীনবুদ্ধি মহিলা-জাতির উপদেশ প্রদান করায়, যদিচ প্রাগল্‌ভ্য প্রকাশ হইতেছে, তথাচ এ অধীনী আপনার বিপদুপশম আকা-ঙ্ক্ষিণী হইয়াই, কথিত বাক্য নিবহে প্রয়োগ করিয়াছে। বিশেষতঃ শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে, বিপৎসময় স্ত্রী জাতির নিকট হইতেও সন্মন্ত্রণা গ্রহণ করিবে। সে যাহা হউক্, মহারাজ! যদি কোন স্খলিতবাক্য নির্গত হইয়া থাকে, তাহা অবলাজাতি বিবেচনায় ক্ষমা করি-বেন। নৃপতনয়, বিদ্যুল্লতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-লেন; ভীরো! এত শঙ্কান্বিত হইবার আবশ্যক নাই; সত্বর ত্রাণোপায় অনুসন্ধান কর। বিদ্যুল্লতা কহিল, চিত্তরঞ্জন! যদ্দ্বারা সেই দুরান্ত নিশাচর বিনাশ হইতে পারিবে, আমি সেই উপায় স্থির করিয়াছি। কিন্তু মহাশয়! আমার এতদ্বিষয়ে এক নিবেদ্য আছে; অর্থাৎ রক্ষঃপতি বিনষ্ট হইলে, এ অবলম্বনবিহীনা বিদ্যুল্লতা লতা কোন তরুবরকে আশ্রয় করিবে? যে হেতু, ত্রিসংসার মধ্যে আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন আর কেহ নাই।

দুরাত্মা সকল সংহার করিয়া কেবল চিরদিন শোকরাশির ভারবহন নিমিত্ত আমাকেই অবশিষ্ট রাখিয়াছে। আর্য্য! বলিব কি, দুরাত্মা পিশিতাশন কর্ত্তৃক যে দিবস, পরিবারবর্গ বিনাশিত হইল, সে দিবস বারংবার স্বীয় প্রাণপ্রদানোদ্যতা হইয়া আমি তাহার নিকটস্থ হইলাম, তথাচ স্পর্শমাত্রও করিল না। এমন কি, তৎকালীয় বিবরণ সকল স্মরণ হইলে অদ্যাপিও আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইতে থাকে। বোধ হয়, তখন বালিকা স্বভাব বশতঃ বিশেষ জানিতে পারি নাই, নচেৎ তাদৃশ প্রজ্বলিত শোকানলভয়ে প্রাণবায়ু স্থানান্তরে পলায়ন করিত তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই। আহা! আমার প্রতি সদয় হইয়া দুঃখ সূচক আহা! ধ্বনি করে, এমত প্রাণীমাত্রও দৃষ্টি গোচর হয় না। বোধহয়, সম্মুখবর্ত্তি বৃক্ষ সকল আমার দুঃখেদুঃখী হইয়াই প্রভাতে নিশা-তুষারচ্ছলে অশ্রুপাত করিয়া থাকে; ও ফেনাদ প্রভৃতি পশুগণ, স্বীয় স্বীয় ধ্বনিতে এবং অচেতন পদার্থ প্রস্তরাদি স্বেদনির্গমনচ্ছলে অদ্যাবধি আমার দুঃখে সমদুঃখী হওতঃ রোদন করিয়া থাকে। অতএব দুঃখের কথা কি বর্ণনা করিব; বুঝিলাম, সংসার প্রবর্ত্তকারিণী ত্রিগুণময়ী মায়াজনিত যে দেহশোষক শোক, সে, কেবল স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মভোগ মাত্র। অতএব ও সমস্ত বাক্যের আন্দোলনে আর অধিক প্রয়োজন নাই,

এক্ষণে যদি,আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পূরঃসর আমাকে স্বীয়পত্নীত্বে স্বীকার করেন, তাহা হইলে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জানম্রমুখী সেই সুশীলাবালা,প্রগল্‌ভতা প্রকাশ ও কুমারমূর্ত্তি সুকুমার রাজকুমার সম্বন্ধে আপনাকে অ-যোগ্যা এইউভয় আশঙ্কায়, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজনন্দন, অনিমিষলোচনে কিঞ্চিৎকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন; হে বরবর্ণিনি! ভাল, তোমার পাণি, গ্রহণ করিব; তাহার অন্যথা হইবে না; কিন্তু, সেই মনোহরামহিষী ক্ষণপ্রভার অনুমতি হেতু কিয়দ্দিবস প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। অপিচ, আমি তাঁহার মনোগতভাব বিশেষ বিদিত আছি, তিনি আমার অভীষ্টকার্য্যের প্রতি কদাচ প্রতিহন্ত্রী হইবেন না। বিশেষতঃ তুমি আমার পুনর্জ্জীবনদা স্বরূপিণী। অতএব তোমার প্রতি সপত্নীত্ব হেতু ঈর্ষাভাব না করিয়া বরং রাজ্ঞী স্বয়ং অভিপ্রেতকার্য্য সম্পাদনার্থ অতিশয় হর্ষ প্রকাশ পুরঃসর যত্নাধান করিবেন। তবে যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, সে কেবল প্রধান মহিষীর গৌরব রক্ষার্থে; কারণ উহা ক্ষাত্রধর্ম্মের নিয়মিত কার্য্য; সে যাহা হউক্ এক্ষণে, তুমি আসন্ন বিপদ্বিষয়ের ত্বরায় প্রতিকার বিধান করণে সুচেষ্টিত হও; আমিও তোমার অভিলাষ পূরণ বিষয়ে অভ্যুপগত হইলাম। বিদ্যুল্লতা স্বীয়াভীষ্ট সাধন বিষয়ে আশ্বাস প্রদত্তবাক্য শ্রবণ করতঃ হর্ষোৎ-

ফুল্ললোচনে, অধিরাজের প্রতি তির্য্যগ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন; মহাভাগ! পুণ্যজন, জিঘাংসা পরতন্ত্র হওতঃ অনল মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া আপনার মৃত্যু বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার আর অনুসন্ধান করিবে না; অতএব হে মহোদয়! আপনি এই সুতীক্ষ্ণ অসিধারণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ঐ নিভৃত গৃহে অবস্থান করুন্। পাপিষ্ঠ, যখন আসিয়া শ্রম উপশমার্থে শয়ন করিবে; সেই প্রসুপ্তকালে, আমার শঙ্কেতানুসারে আপনি অমনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া, শাণিত খড়্গাঘাতে দুর্বিনীতের মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন; তাহা হইলে অনায়াসেই এই ভীষণ রাক্ষস স্থান হইতে উত্তীর্ণ হওতঃ ভবদীয় পৈত্র্যরাজ্যে গমন করিয়া,গ্রহপাশ বিনির্ম্মুক্ত ভৈমীকান্ত সদৃশ চিরসুখী হইতে পারিবেন। অতএব এক্ষণে, সত্বর নির্দ্দিষ্ট গৃহাভ্যন্তরে গমন করুন্, কারণ, নিশা প্রায় অবসন্ন হইল। আহা! ঐ দেখুন, বহুনায়িকা নায়কের, পূর্ব্বসম্ভুক্ত বিলাসবতী নায়িকাকে কল্পিতাশ্বাস প্রদানে প্রতারিত করতঃ নবানুরাগিণী নবীনার প্রতি গাঢ়ানুরাগ প্রকাশের ন্যায়, বিলাসিনী যামিনী ও কুমুদিনীকে বঞ্চনা পূর্ব্বক দয়িতা রোহিণীর ইষ্টসম্পাদন লালসায়, নৈশকার্য্য সম্পাদিত করিয়া নিশানাথ বিহারস্থান অস্তাচলে যাত্রা করিতে

ছেন। অপিচ তিমির, দিবাভীতের ন্যায় কিরণভয়ে গিরিগুহায় পলায়ন করিতেছে। বোধ হয়, এই ঊষা-কাল সমভিব্যাহারেই রাত্রিচর আগত। অতএব হে মহিমাকর! আর অপেক্ষা করিবেন না। এই প্রকার প্রত্যুৎপন্নমতি প্রভাবে যুক্তি স্থির করতঃ এক নির্জ্জন গৃহে রাজনন্দনে প্রেরণ করিয়া, যুবতী, নিশাচরের বিশ্রামার্থে শয়নাগারে এক প্রকাণ্ডশয্যা সজ্জিত করিয়া রাখিল,এবং তাহার অনতিতকাল বিলম্বেই প্রবল বায়ুর ন্যায় বেগগতিতে যাতুধান, উপস্থিত হইয়া আ! ইত্যাকার বিরামসূচক ধ্বনি পূর্ব্বক, প্রস্তুত শয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই গাঢ়নিদ্রায় অচেতন হইল।

জলদবিনিঃসৃতা বিদ্যুল্লতা সদৃশী রূপবতী বিদ্যুল্লতা, শত্রু বিনাশে সুযোগ্য সময় বুঝিয়া মরালগমনে অধি-রাজের সদনে গমন করিয়া তাঁহার দক্ষহস্তে ধারণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন। মহাভাগ! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন্, দুরাত্মা আসিয়া এই সময়ে অচেতনে নিদ্রা যাইতেছে; শত্রুনাশের যোগ্য সময়ই এই উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বিলম্ব করিবেন না, বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য সাহসকে অবলম্বন পূর্ব্বক খড়্গপাণি হইয়া শত্রু বিনাশার্থ গমন করুন্। উঠুন্২ আর কালাত্যয় করিবেন না। গুণার্ণব, বিদ্যুল্লতার বাক্য শ্রবণমাত্রে তৎক্ষণাৎ করে খরশান খড়্গধারণ

করিয়া আপনার জীবনারি ও অশেষ গুণালঙ্কৃতা মহিষী ক্ষণপ্রভার প্রেমাশ্রমপীড়ক নিদ্রিত রাক্ষসাধমের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বীর্য্য, ও গাম্ভির্য্য প্রভায় তাহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে, জাত-ক্রোধ লেলিহান বিষ বিষম আশীবিষের ন্যায় মহান্ গর্জ্জনপূর্ব্বক, সক্রোধে তীক্ষীকৃত অসি আঘাতে নিদ্রিত যাতুধানে দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন, সেই ছিন্নমস্তক দেহ হইতে একটী ওঙ্কার শব্দমাত্র বিনির্গত হইয়া প্রজ্বলিত দীপশিখাবৎ সেই জ্যোতিঃ নভোমণ্ডলে উদ্গমন পূর্ব্বক দিব্য এক তেজঃপুঞ্জ যোগীর মূর্ত্তিধারণ করিয়া অধিরাজে সম্বোধন পুরঃসর বলিতে লাগিলেন ; হে গুণার্ণব আখ্যা-ধারিন্ মহাত্মন্ ! এত দিনের পর আমায় পরিত্রাণ করি-লেন। গুণার্ণব, ছিন্ন রাক্ষসদেহ বিনিঃসৃত ওঙ্কার রূপ জ্যোতিরুৎপন্ন মহাপুরুষ দেহ, নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত শ্রবণার্থ সম্যক্ উৎসুক হইয়া প্রণাম করতঃ করপুটে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! আমি, এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, অতএব অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর মদীয় সংশয়াবিষ্ট চিত্তের সংশয় চ্ছেদ নিমিত্ত আত্মপরিচয় প্রদান করুন্।

নব নরনাথের বাক্যাবসানে কৌণপ দেহ বিনির্ম্মুক্ত সেই যোগেন্দ্র পুরুষ সাতিশয় আগ্রহতা সহকারে করুণ-

রসাভিষিক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন; হে ভূপাল বংশাবতংস সর্ব্বপ্রিয় রাজন! ইদানীং অনন্য চেতা হওত মদীয় আসুরযোনি প্রাপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। প্রালেয়াচল সন্নিহিত বদরিকাশ্রম নিবাসি ভগবদ্বা-দরায়ণের প্রধান শিষ্য জৈমিনি নামক এক মহর্ষি আছেন; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট তপস্যা স্থান দ্বৈপায়নাশ্রমের কিয়দংশ দূরবর্ত্তি মাত্র। বলিব কি মহীপাল! তাঁহার আশ্রম এতাদৃশ নিরুদ্বিগ্ন রূপে দৃষ্ট হয়, যে, তাহা বর্ণনাতীত। আহা! মহাত্মার তপঃ প্রভাবে বোধ হয়, যেন, তপোবন স্বয়ং প্রশান্ত চিত্ত হইয়া, একতান মনে বিশ্বপতির আরাধনা মানসে সমাধি যোগাবলম্বন করি-বার চেষ্টা পাইতেছে। এ দিকে, কোন স্থানে আশ্রম বাসি ঋষিসমূহ, সমিৎকাষ্ঠ আহরণ পুরঃসর স্বহা, স্বধা ইত্যাদি বেদমন্ত্রোচ্চারণ করতঃ ভগবান বৈশ্বানরকে আহুতি প্রদান করিতেছেন; এবং সেই হুতধূমকেতুর সশিখ ধূমস্নিগ্ধ অরণ্যস্থ পাদপরাজি সকল বোধ হয় যেন, চঞ্চলা সহযোগি মেঘমালা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে, সুস্বাদু ফলভরে বিনম্রমান ও মৃদুমন্দ বায়ুকর্ত্তৃক ঈষদ্রূপে সঞ্চালিত হওয়ায় বোধ হয় যেন মহীরুহগণ ক্ষুধিত জনে ফল দানার্থ সতত শিরশ্চালনপূর্ব্বক দূরবর্ত্তি পান্থগণে আহ্বান করিতেছে। এবং নভোমণ্ডলস্থ উড্ডীয়মান পক্ষি সকলের কল ধ্বনিতে

বোধ হয়, তাহারা ঋষিগণের সমীপে কৃতাধ্যয়ন বেদ-সমূহের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এবং হিমগিরি বিনির্গতা তটিনী নির্ঝর বারি সকল ঝর ঝর শব্দে অহ্-রহঃ আধিত্যকা হইতে প্রপতিত হইয়া কিবা তপোবন মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; আর সেই নদীর মধ্যে মধ্যে বিকসিত অরবিন্দনিচয়, জল হিল্লোলে লোলিত হওত যেন দ্বিরেফ বৃন্দকে আপন উৎসঙ্গে স্থান প্রদান মানসে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে; ও পাতিত বিষদ বস্ত্র-পুঞ্জের ন্যায়, সেই সরিৎসৈকতে কলহংসমালা যেন বিলীনভাবে অবস্থান করিতেছে। কোন দিকে বা, মৃগকুল জল পিপাসু হইয়া সমাকুল চিত্তে, কূলে উপস্থিত হওত নীম্নগার নির্ম্মল সুশীতল সলিলকে নিরীক্ষণ করি-য়াই আত্মাত্ম চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। এবং কোন স্থানে মৃগান্বিষ্ট নিশাদ সকল, পশু হিংসা বিষয়ে বিফলীকৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্তভাবে সেই তাপসাশ্রমে আসিয়া মহীরুহমূলে উপবেশ নপূর্ব্বক মন্দ মন্দ মলয়া সমীরণ সঞ্চালনে ভূতল শয্যাতেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে; পরে সহসা গাত্রোত্থান করতঃ অন্তিকস্থ মৃগদর্শনে অতীব ব্যগ্রতা পুরঃসর ধনুকে দৃঢ়মুষ্টি হইয়া, যখন লক্ষ্য প্রতি কটাক্ষ নিপাত করতঃ শায়ক সন্ধানোন্মুখী হয়, আহা! তাপসদিগের এমনি তপঃ প্রভাব যে, নৃশংস স্বভাবান্বিত নিশাদজাতিরাও মুনিগণের মধ্যাহ্নিক

চিত্তাদ্র'কর বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় লক্ষ্য বস্তুতে শরসন্ধানবিরত হইয়া দূরে ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করতঃ অমনি অবসন্নাঙ্গে সেই স্থানে কিয়ৎ-কাল স্থাণুরন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। তপস্যার কি প্রভাব! মহর্ষির মহত্তপঃ প্রভাবে অসম্ভবকার্য্য সকলও সর্ব্বদা সৌকার্য্যরূপে সমাধান হইতেছে। তপোবনের কোন কোন নিভৃতস্থলে, আশ্রমবাসি ঋষিগণ, কেহ বা ঈষ-ন্মুদ্রিতনয়নে, হৃৎপদ্মে করপদ্ম সংযোগ করতঃ পদ্মা-সনার হৃদয়বল্লভ পদ্মপলাশলোচনের শ্রীপাদপদ্মে অনন্যমনা হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিয়া সমাধিতে বসিয়া আছেন।

এবম্বিধ তাপসবর্গ বেষ্টিত তপোনিধি জৈমিনি মানব-দেহের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া দেবতুল্য দেহে কালাতিপাত করেন; একদা, মহাত্মার সর্ব্বক্ষণসন্তুষ্ট মানস হইতে মদ্দেহের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবা মাত্রে; প্রতিশব্দবৎ সেইক্ষণেই অন্য একটী দেহী উৎপন্ন হইল; এবং মহাত্মার মহত্ত্ব ও তপোজ্ঞান প্রভাবে সেই মান-সোৎপন্ন বালকদ্বয়ের অর্থাৎ আমার এবং মদীয় সহ-জন্মার বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রাতঃকালীয় পূর্ব্বদিগ্‌ভাগের অঙ্গ প্রভার ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানারুণ উদিত হইল। এবং উভয়ে সর্ব্বদা একত্র সহবাসে ক্রমে উভয়েরই মানস ভূমিতে সৌহৃদ্যাঙ্কুরের সঞ্চার হইল। কি

আশ্চর্য্য ! প্রণয়পদার্থ কি চমৎকার ব্যাপার ! শৈশব-কাল হইতে উহা ক্রমে এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল, বোধ হয়, যে, প্রেমের সীমারূপ আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াও আয়ামের খর্ব্বতা করিতে পারিল না। এইরূপ নিগূঢ় প্রেমফাঁশে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে এক মতানুসারে কালাতিক্রম করণানন্তর বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রাপ্ত সুযোগ্য বয়সে, সচেতন মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া, সেই বাণীবিরা-জিতজিহ্ব যোগিবর জৈমিনির সকাশে পাঠারম্ভ করিলাম। তাহাতে, যামিনী বিরহে অভিসার বৃত্তা-বলম্বি প্রতিদিন পরিবর্দ্ধমান সিতপক্ষস্থ চন্দ্রামার ন্যায় বেদাধ্যয়নে,তমোরাশি নাশ করিয়া বর্দ্ধন সহকারে জ্ঞান-চন্দ্রের উদয় হইতে লাগিল। পরন্তু, পূর্ণযৌবনকালে এক দিবস, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে ভ্রমণেচ্ছা প্রবল হওয়ায়, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্দ্বয়ে অমর-নগরীতে গমন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর, প্রিয়বান্ধবের অভিমত স্থানসকল ভ্রমণ করিয়া দিবাবসান কালে, নন্দনবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মনোহরণীয়া শোভা সন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ সৌন্দর্য্যভাবার্ণবে, নিমগ্ন হইলাম। জন্ম গ্রহণাবধি তপোবন ভিন্ন অন্য কোন স্থান কখন দর্শন করি নাই; সুতরাং সন্তোষরূপ সন্ত-রণকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্ত তীর লাভ করিতে পারিলাম না। তাহাতে আবার, অভিনবাভিনব দর্শনরূপ বিচিত্রা-

ন্দোলনে ইতস্ততঃ নীয়মান হইয়া পরস্পর ক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িলাম। এ দিকে প্রাণাধিক বন্ধু, চিত্তবৃত্তি বৈলক্ষণ্য ভাবাপন্নে,স্বীয়াচার বহিভূর্ত বৃথা সুখপ্রদ দুরাচার অনঙ্গ শাসিত দ্বীপে উত্থানপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে, দুর্ভাগ্য বশতঃ হাব ভাবাদি কুরঙ্গরূপ ধূলী সহ ঘূর্ণায়মান প্রবল বায়ু সদৃশ, তিলোত্তমা ও উর্ব্বশী নাম্নী স্বর্বেশ্যাদ্বয়ে নয়নের পথবর্ত্তি করতঃ তদ্রূপ বাত্যাপ্রভাবে উড্ডীন চিত্তে চিত্রিতপুত্তলিকাবৎ অচল নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদিচ, জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা মনোমত্ত বারণে বশীভূত করণের চেষ্টা করিতে ছিলেন, তথাপি কোন ফল দর্শিল না। অর্থাৎ তাহা স্রোতস্বতী জলে বালুকাবিনির্ম্মিত সেতু সদৃশ অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। কারণ, বসন্তকালীয় কোকিল ও ভ্রমরকদম্বের কলধ্বনি শ্রবণে, এবং মলয়াচলানিল সঞ্চালিত সুগন্ধপ্রসূনসৌরভে বিচলিত থাকিলেন। এদিকে, প্রাগুক্ত স্থিরযৌবনা অমরবারাঙ্গনাদ্বয়, কুমারসদৃশ মুনি কুমারের উপমারহিত অঙ্গলাবণ্য দর্শনে, বিমোহিত হইয়া ভ্রূশরাসনে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ শিলীমুখ সংযোজিত করতঃ মুহুর্ম্মুহু সন্ধান করিতে লাগিল। আর যদিচ, দুরাত্মা দগ্ধ মদন, হরনেত্রে একবার দগ্ধ হইয়া ছিল বলিয়া পুনঃ সেই আশঙ্কাপ্রযুক্ত, ঋষিতনয়ের প্রতি পূর্ব্বে কোন প্রতিকূলাচার করে নাই, কিন্তু

দৈব প্রেরিত নিজাস্ত্রগণের প্রাদুর্ভাব দর্শনে, স্বীয় শ্লাঘায় সম্মোহন বাণাঘাতে প্রিয়তমের চেতনা হরণ করিতে পরে আর অপেক্ষা করিল না। তখন, মদ-স্রাবি মাতঙ্গবৎ সখা প্রমত্তচিত্তে মনোহরা দিগের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হইতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে, আমি দূরদর্শনে প্রিয় বান্ধবের অবস্থা অবলোকন করতঃ দ্রুত গমনে নিকটস্থ হইয়া পশ্চাদা-কর্ষণে তাঁহাকে ধারণ করিলাম; এবং সেই কুলটা-দ্বয়ের প্রতি আরক্তলোচনে কৃত্রিম রোষ প্রকাশপূর্ব্বক নীরস বাক্য সমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। রে মন্দ ভাগিনী কামিনীদ্বয়! পতঙ্গবৃত্তি আশ্রয় করতঃ উদ্দীপ্ত হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিতে কামনা করি-তেছিস! জানিস্ না, মহাত্মা গুরুজৈমিনির অনুকম্পা, ও স্বীয় তপোবলে এখনি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব। এবম্বিধ মদুক্ত বাক্যাবসানে, নৃশংস নিশাদজাতির স্বরশ্রুত মৃগীকুলেরন্যায় ত্রাসে সেই কামিনীদ্বয় পলায়ন পরায়ণা হইল।

প্রিয়তম, চিত্তাপহারিণী সেই কামিনীদ্বয়ের দর্শন অপ্রাপ্ত বিধায়, তাহাদিগের অনুগমনার্থ পাদ বিক্ষেপে উদ্রেক করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ, নবধৃত মত্ত মাতঙ্গ লৌহ শৃঙ্খল পাশে আবদ্ধ থাকিয়া, স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ কর-ণার্থ অর্থাৎ পলায়ন জন্য অনুক্ষণ সচঞ্চল থাকে। তদ্রূপ

মম বাহুপাশ নিবদ্ধ প্রিয়সখা, গমনাশক্ত বিধায় গ্রীবা-বক্র করতঃ বারংবার পশ্চাৎ দৃষ্ট করিয়া তৃষিত চাতক নয়নে, মদীয়বদনাবলোকন করিয়াও অজ্ঞান অন্ধতা প্রযুক্ত সহবর্দ্ধিত জনে কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন না। আহা! দুরাত্মা দগ্ধ মদন, প্রতি কুলাচার করিলে আর নিস্তার নাই। উহার বাণপথবর্ত্তি প্রগাঢ় ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মাগণও সামান্যপ্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায়, অসৎক্রিয়াতেই সর্ব্বদা মদমত্ত মাতঙ্গবৎ পরিভ্রাম্যমাণ থাকেন। ঐ পাপাচার মীনকেতনের অমোঘ শস্ত্র প্রাদুর্ভাবেই বিশ্বসৃড্‌ব্রহ্মা, আত্মকন্যা সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হইয়া, ধাবিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র, গুরুপত্নী অহল্যায় ধর্ষণ করিয়াছিলেন। চন্দ্র, বৃহস্পতি পত্নীর জার হইয়া কিয়ৎকালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। এবম্বিধ দেবগণও যখন, উহার শাসনানুবর্ত্তিন্, তখন সামান্য মনুষ্য প্রকৃতির কথা কি কহিব। দেবাদিদেব মহাদেব, ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূতঃ করতঃ পুনর্ব্বার প্রাণদান দিয়া জগদ্বিপক্ষের কেবল সাহস বিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন; নতুবা, কদাচ এমন মহাবিপৎ সংঘটন হইত না। সে যাহা হউক, অলৌকিক গুণময়ী দুস্তরা মায়া প্রভাবে বিমোহিত হইলে, জ্ঞান বিষয়ক সুযুক্তি সকল গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তৎকালে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সংস্কার সকলও তিরোহিত হইয়া যায়। এই জগৎপ্রসূতা মায়াই

সকল অনর্থের মূল। কি আশ্চর্য্য! উহার এক জনমাত্র অনুচর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই, দেহিগণ, প্রায়ঃসতত বিপদ্ধ্রুদে নিপতিত হইয়া থাকে। আহা! ঐ মায়াই আমায় দারুণ যন্ত্রণায় প্রক্ষেপ করিবার আমূল। সেই নিমিত্ত, প্রিয়বয়স্যে তাদৃক্ ভাবাপন্ন ঈক্ষণ করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; নচেৎ মায়াপাশ ছেদন করিয়া আশ্রম মুখিন হইলে, আর কোন বিপদুপস্থিত হইবার সম্ভব ছিল না। তখন, ভাবিলাম, সদুপদেশ মহৌষধ প্রদানে কন্দর্প পীড়াক্রান্ত বান্ধবে আরোগ্য করণের চেষ্টা করা উচিৎ; কারণ, বিপদ্রূপ পরীক্ষণ প্রস্তর ভিন্ন, সুহৃদ সুবর্ণের পরীক্ষা হয় না। এই বিবেচনায়, মহাসঙ্কট হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত হইয়া, তাহার অভিমুখবর্ত্তী হওত বলিলাম। সখে! অদ্য তোমার এমন চিত্ত বিভ্রান্ত হইল কেন? মহাত্মা জৈমিনি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সুশিক্ষিত সদুপদেশ বাক্য সকল কি নিষ্ফল হইল? অগ্রে যে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিবৃত্তি, ও ক্রোধাদি রিপুগণে এবং ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ষড়্গুণে অশেষতঃ পরাভব করিয়া সমাধি অভ্যাস করিয়াছিলে, সে সমস্ত শমদমাদি তোমায় পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে কোথায় গমন করিল? অপিচ, অধুনা কোন পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ, একবার তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে না। অধিক কি কহিব

তোমায় ধিক্! অধিরাজ! যেমন, মুমূর্ষুজনের মহৌষধ সেবনে অভিরুচি হয় না, সেইরূপ মদুক্ত এই সকল ধর্ম্মার্থ যুক্তিযুক্ত হিতকর বাক্যৌষধ সেবনে কামরোগাক্রান্ত প্রিয়সখার কিঞ্চিন্মাত্র প্রবৃত্তি জন্মিল না। আমি, যেন অরণ্যে রোদন করিলাম। এবঞ্চ, আমার বাক্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং এতাদৃশ স্বাভিমত পথ প্রতিরোধক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, মুখভঙ্গি দ্বারা বিরত বিজ্ঞাপন করিলেন; এবং করপুটে অপরিচিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাভাগ! সেই শরচ্ছশধর সদৃশ লাবণ্য সম্পন্ন সুন্দরীদ্বয় আমায় কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিল, বলিতে পারেন? আমি তাহাদিগের অনুগমনার্থ পাদ বিক্ষেপ করিয়াও, দুর্ভাগ্য বশতঃ বাহু পাশাবদ্ধ প্রযুক্ত অনুগামী হইতে পারিলাম না। অতএব হে মহাত্মন্! সেই মনোরমা বামাদ্বয় কি কারণ বশতঃ আমায় পরিত্যাগ করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিল; এবং কি উপায় দ্বারাইবা তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহা আমাকে ত্বরায় বলিয়া দিন। নিতান্ত প্রমত্তের ন্যায়, সখা, এবম্প্রকার স্খলিতবাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমি উহা শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্তও উহার ভয়ানক ভ্রম দূরীকরণ ও চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতএব, কৃত্রিম রোষ

ভাব প্রকাশ করতঃ কহিলাম ভ্রান্ত! তোমার কি চেতন হইল না? বারংবার ঐ কথা উত্থাপন করিতেছ; নির্লজ্জ তোমায় ধিক্! তুমিই যেন অজ্ঞানান্ধতা প্রযুক্ত, সদসম্মত লোকবিগর্হিত আত্মানিষ্টকর পন্থায় আরূঢ় হইয়া সকল বিস্মৃত হইয়াছ; আমিত আর তোমার মত কুপথাবলম্বী নহি। যে, তোমার মতাবলম্বী হইব; বরং দূর হইতে তোমার পশ্বাচার ব্যবহার দর্শন করিয়া দ্রুত গমনে সমাগত হইয়া, বাহুলতায় তোমায় বদ্ধ করিলাম; এবং পরুষবাক্যদ্বারা সেই পুংশ্চলীদ্বয়কেও এস্থান হইতে দূরীকৃত করিয়াছি; আর তাহাদিগের সহিত কোন মতে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা রাখি নাই। তোমার আশালতার অবলম্বন স্বরূপ কণ্টকতরুকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি; পুনরাশ্রয় করিবার উপায় নাই; অতএব এক্ষণে নিরবলম্বিনী আশাবল্লীকে উচ্ছিন্ন করিয়া আশ্রমে প্রতিগমন করি চল। হে মহোদয়? দস্যু কখন ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করে না; যেমন, ভুজঙ্গ শিশুকে দুগ্ধ দানে পুষ্টি করায় কেবল বিষ বর্দ্ধন হয় মাত্র, তদ্রূপ মূর্খে উপদেশ প্রদান করিলে তাহার কেবল উত্তরোত্তর কোপেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে; কদাচ শান্তি লাভ করিতে পারে না। মহাত্মাগণ কথিত এই যে যুক্তিযুক্ত বাক্য উল্লেখিত আছে, কদাপি তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ, মদীয় এই সকল উপদেশ স্বরূপ ভৎর্সিত

বাক্যনিচয় শ্রবণ করিয়া, সখা, ক্রোধ পরিপূর্ণ অরু-ণাকার ঘূর্ণায়মান নেত্রে ঊর্দ্ধস্থ দশনপংক্তিতে অধর দংশন করতঃ সহসা আমার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া গুরুতর অভিসম্পাত করিলেন; রে প্রণয় বিঘ্ন-কারক দুরাত্মন্! জম্পক! যেমন, রাক্ষস জাতির ন্যায় ব্যবহার করিলি তেমনি অবিলম্বে রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর।

অধিরাজ! তাঁহার এই দারুণ মর্ম্মভেদি অভিশাপ বাক্য শ্রবণে ও ভয়ঙ্কর চপেটাঘাতে, তৎকালে বোধ হইল যেন, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, আমার প্রাণ হরণার্থ মুনি বালকরূপে মদীয় সমভিব্যাহারে আসিয়া স্বীয় বাসনা সিদ্ধ করিল। হা গুরো জৈমিনে! কোথায় রহিলে, মরণ সময় তব শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না মনে এই আক্ষেপ রহিল। এইরূপ কাতোরোক্তি বাক্য বিন্যাস করিতে২, চেতন শূন্য হইয়া কুঠারচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় একেবারে ধরাশয্যায় নিপতিত হইলাম। কিঞ্চিৎ সম্বিৎ প্রাপ্তে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম; অসৎসঙ্গপ্রাপ্ত হইলে মানব গণকে প্রায়ঃ প্রতিদিন, এইমত মৃত্যুবৎযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এবং ঐ সঙ্গদোষে সেই নীচ প্রকৃতিস্থিত (অসৎক্রিয়াদি) মানদোষ (পান দোষ) মদ্যাদি সেবন জন্য প্রায়ঃ যন্ত্রণার ও জনসমাজে নিন্দার ভাজন হইতে

হয়। অতএব আমার সাধুসম্মত উচিৎ প্রতিফল ফলিয়াছে; ইহাতে ক্রোধিত হইবার আবশ্যক নাই। ক্রোধ বড় দুরাচার, কারণ, শ্রুতিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই দুরাত্মা বিশ্ববৈরি ক্রোধ, চতুবর্গ সাধনে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহার বিপরীত ফল প্রদান করে। অতএব, আমিও এ সময় দুরন্ত কোপের পরতন্ত্র হইয়া কি, বিন্দানুবিন্দ দৈত্য, ও প্রভব যদুবংশ ধ্বংসের ন্যায় উভয়েই ধ্বংস হইব? আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই বটিল; বরং এ বিষয়ে ক্ষমা করা অতি কর্ত্তব্য। কারণ, ক্ষমা গুণের তুল্য জগন্মণ্ডলে আর কি গুণাধিক্য আছে, বিশেষতঃ উহারইবা দোষ কি? সে জ্ঞান থাকিলে এমন অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন হইবে কেন? অতএব এস্থলে মদনই তিরস্কার ভূমি। দুরন্ত মদন! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে কর্ম্ম করিয়া লোক একবার উচিৎ দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে; পুনশ্চ তাহা করা দূরে থাকুক, স্মরণ করাও কি উচিৎ? একবার হরকোপানলে অনঙ্গ হইয়াও পুনরায় সেই লোক পীড়দ কার্ম্মুক করেধারণ করিয়াছ; কি আশ্চর্য্য, না হইবে কেন, অর্থাৎ যখন তোমার তাদৃশ ভয়ঙ্কর প্রতিফলেও চৈতন্য হয় নাই, তখন জগদবধ্য মুনিকুমার বিনাশে তোমার শঙ্কার বিষয় কি? আর তোমারইবা দোষ কি। জগদীশ্বর, জগদুৎপাদনার্থ তোমাকে মদন আখ্যায় নিমিত্ত মাত্র রাখিয়াছেন,

নচেৎ, এ সমস্ত কার্য্যের তিনিই হেতুভূত। না, না, আমি অতি মূঢ়। সেই নির্ম্মলগুণে দোষারোপণ করিয়া কেবল স্বয়ং নরকের দ্বারমোচন করিতেছি। কারণ, এ সকল ঘটনা কেবল আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে মাত্র। যাবৎ প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, তাবৎ জীবে, এইরূপ কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়; তন্মধ্যে দুষ্কৃতি হেতু দুর্ম্মতি, ও সুকৃতি হেতু সুমতি উপস্থিত হইয়া থাকে। তবে, এতদ্বিষয়ে কেবল অজ্ঞগণই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈশ্বরে দোষারোপণ করিয়া থাকে। অতএব, আপনার ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ রাখিয়া ভবপারাবার উত্তীর্ণ হওন নিমিত্ত সর্ব্বদা সদ্বিবেচনা রূপ জ্ঞানতরীর আশ্রয় গ্রহণ করা অতি কর্ত্তব্য। কাহারও প্রতি দোষারোপণ করিবার আবশ্যক নাই। হায় হায়! এক্ষণে আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাক্ষসযোনিতে পতিত হইতে হইল। কি করি, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, আর বৃথা অনুশোচনে প্রয়োজন নাই। নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ! রক্ষ। এই বাক্য স্মরণ করতঃ মুনিবাক্য রক্ষার্থ তাপসদেহ পরিত্যক্ত হইয়া, তোমার অভিমুখ পতিত ঐ অধুনাত্যক্ত আসুরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ মহারাজ! আপনার দ্বারা যে দেহহইতে পরিত্রাণ পাইলাম। এক্ষণে যাই, বহু দিবসাবধি গুরু জৈমিনির শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করি নাই, আশ্রমে গমন

পূর্ব্বক সেই পদ সরসীজে অভিবাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হই। যদিচ, সর্ব্বজ্ঞ মুনিরাজ এই বিষয় সমস্ত জ্ঞাত আছেন; তথাচ, আমার যেন ব্রীড়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সেই পরাৎপর গুরু ভিন্নত অন্য গতি নাই, অতএব মহারাজ! অনুমতি করুন্ গমন করি। গুণার্ণব, উদার স্বভাব ঋষিতনয়ের অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হওতঃ করপুটে বলিতে লাগিলেন। হে যোগিবর! আহা! ভবসংসারে ভবাদৃশ লোক অতি বিরল। আপনার তপঃ প্রভাব ও প্রশান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, নয়নের সার্থকতা সম্পাদন হইল। যদি, অনুগ্রহ করিয়া আত্ম পরিচয় প্রদানে চরিতার্থ করিতে ক্লেশ বোধ করিলেন না; তবে, আমার এক নিবেদন আছে, সেই আপনার মিত্ররূপ ব্রহ্মরাক্ষস কামবিমোহিত মুনিকুমার তদনন্তর কি করিল; তদ্বিষয় শ্রবণেপ্সু হইয়া স্পৃহা যেন বারংবার জিহ্বাকে জিজ্ঞাসা করণার্থ অনুরোধ করিতেছে। অতএব, এ অনুগ্রহীত জনের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া ভবদীয় সহচর বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। মহামোহজেতা মহাত্মা বালযোগা কহিলেন; মহারাজ! তাঁহার সমাচার আমি অবগত নহি। যেহেতু, আসুর দেহ প্রাপ্ত হইয়া আমি, ব্রহ্মশাপজনিত পাপ সংস্পর্শে যোগবলজনিত সর্ব্বজ্ঞত্ব ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব, এক্ষণে সানু-

কুল হইয়া বিদায় দান করুন। এবং মহারাজ! মদীয় মঙ্গলার্থ পরমেশ্বর সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করুন্ যে যাহাতে আমি স্বাশ্রমে গমন পূর্ব্বক সেই পতিতপাবন গুরুর কৃপার ভাজনহওতঃ পুনর্ব্বার স্বীয় সাধনারম্ভে পরমানন্দে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে পারি। কারণ গুরুকৃপা এবং সাধনধন, যোগিজনের সর্ব্বসম্পত্তি স্বরূপ; সুতরাং মহারাজ! ইহা হইলেই অস্মদাদির যথেষ্ট লাভ হইল। অপিচ রাজতনয়! ভবদীয় জিজ্ঞাসু মানসের বাসনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া ক্ষোভিত হইবেন না। যেহেতু নিশ্চয়ই উহা সম্প্রতি আমার জ্ঞানাতীত, তবে যদি কখন কোন প্রসঙ্গে উক্ত বিষয় শ্রবণ করিতে পাই অঙ্গীকার করিতেছি অবশ্য আপনাকে সুবিদিত করিয়া যাইব। এই বলিয়া বাল তপোনিধি, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এই অলৌকিক অদ্ভুতব্যাপার দর্শন করিয়া নৃপাত্মজ, বহুক্ষণ অন্তরীক্ষ পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন; এবং বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। অয়ি ভদ্রে! সমস্ত স্বচক্ষে দর্শন করিলেত? আমি জন্ম গ্রহণাবধি কখন এতদ্রূপ আশ্চর্য্যকর বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আহা! এই ক্ষণকাল মধ্যে কি আশ্চর্য্য কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া গেল। স্বপ্নেও কখন এরূপ অনুভূত হয় না। বিদ্যুল্লতা, বিনীতবচনে

কহিলেন; নরনাথ! এবম্বিধ ঐন্দ্রজালিকবৎ কার্য্য দর্শনে চিত্তের ভ্রান্তি জন্মিবে তাহার সংশয় কি, কিন্তু মহারাজ! সেই অমিত তেজাঃ যোগি পুরুষকে অবলোকন করিয়া নিরন্তর ইচ্ছা, দর্শনেচ্ছু হইতেছে; যেহেতু তাঁহার দর্শনে নয়নের চরিতার্থতা লাভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই ভীষণস্থান হইতে স্থানান্তর হইবার শীঘ্র উপায় চিন্তা করুন। গুণার্ণব সেই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে অধিক কাল অবস্থান করা অবিধেয়, বিবেচনায়, ঈশ্বরের স্মরণপূর্ব্বক বিদ্যুল্লতা সমভিব্যাহারে নিবিড় নিবিড় হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় রাজ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবং আসুরযোনি বিনির্ম্মুক্ত ঋষিতনয় ঘটিত লোকাতীত ব্যাপার আন্দোলন করিতে করিতে বহুল রাজ্য অতিক্রমণ করিয়া সূর্য্যাস্তকালে এক মনোহর উদ্যান দর্শনে নিরুদ্বেগে রাত্র যাপনাকাঙ্ক্ষায় তাহাতে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সেই অমর বাস-বাঞ্ছিত স্থলে কোন প্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় চিত্তে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, উদ্যানস্থ সুশোভা সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অথবা যদি কোন মানবের সহিত সন্দর্শন হয়, এই উভয় কারণে তিনি তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। এ দিকে বিরহিণী অমাযুক্ত যামিনী, স্বীয় পতি সুধাকরের অদর্শনে বিষণ্ন হইয়া ঘন তিমিরাম্বরে বদনাবগুণ্ঠিত হইয়া

চতুর্দ্দিগে তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। দিক্সমুহ একবারে তিমিরপটলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন কি, সর্ব্ববস্তু নিদর্শক দর্শনেন্দ্রিয় প্রায় সামান্য ত্বকেরন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। তখন, উভয়েই অগত্যা সেই স্থলে স্থাণুরন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া যুবরাজ বিদ্যুল্ল-তাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন; অয়ি বরা-ননে! তুমি কোথায়? তোমায় আর দেখিতে পাইতেছি না। অতএব ত্বরায় আমার নিকটবর্ত্তিনী হও। এই কএ-কটি বাক্যমাত্র বদন হইতে নিঃসরণ হইতেছে; ইত্যবসরে স্পষ্টানুমান হইল,যেন, সম্মুখ দিগ্ভাগে কাহারা দুইজন পরস্পর হাস্য করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! নয়ন, ধ্বনি শ্রুত মাত্রেই অমনি তৎক্ষণে সেই শব্দানুসারিত হইয়া তাহার আকরের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ তাদৃক্ গাঢ়া-ন্ধকারে কলুষিত নেত্র থাকিয়াও মহারাজ, সেই শব্দাকর দর্শনেচ্ছায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপ মাত্র দেখিলেন। আপনা-দিগের কিঞ্চিদ্দূরে একটি আলোকময়-মন্দির দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইতেছে। দর্শন মাত্রেই বোধ হইল, তাহার মধ্যে যেন, দুইটী স্থির সৌদামিনী বিরাজ করিতেছে। বিদ্যুল্লতা কহিলেন; নরনাথ! আলোকময়ালয়ে বুঝি কিন্নর বধূগণ, একান্ত পাইয়া বিহার করিতেছে। অত-এব, চলুন অদ্য উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নিরুদ্বেগে যামিনী যাপন করিব। মহীপতি, অগত্যা

ঐ কথাতেই স্বীকার করিলেন; অর্থাৎ সশঙ্কচিত্তে উভয়েই সেই দেউল ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশানন্তর দেখিলেন, চতুর্দ্দিগে সন্নিবেশিত সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বলিত প্রস্তর সকল প্রভাগুণে সূর্য্যকিরণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; কিন্তু কোন সচেতন দেহধারীর সহিত সন্দর্শন না হওয়ায় মহারাজ, আশ্চর্য্যান্বিত হৃদয়ে তাহার পার্শ্বস্থিত আর এক গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, দেখিলেন; গৃহান্তর হইতে উত্তম সুস্বাদু ফল ও ভূরি ভোজ্য পূর্ণপাত্র হস্তে ত্রিভুবন মনমোহিনী কামিনীদ্বয় আগমন পুরঃসর সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। এবং উক্ত সুন্দরীদ্বয় অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিল। হে মহাত্মন্! যদিচ আমরা স্বীয় কর্ম্মভোগ হেতু দারুণ যন্ত্রণায় চির দিন প্রপীড়িত আছি, তথাচ অদ্য আপনার আগমনে আমরা পরম প্রীতি লব্ধ হইয়া শুভদিন অনুমান করিতেছি। যাহা হউক, আপনি কোন বংশে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রভায় ও অসীম গুণগ্রামে জগতের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। বোধ হয়, কোন যোগভ্রষ্ট যোগিপুরুষ, বিষয় ভোগ বাসনায় জন্মগ্রহণ স্বীকার করিয়া স্বীয় জন্ম পরিগৃহীত বংশকে পবিত্র করিয়াছেন। কিম্বা ক্রোধিত কৃত্তিবাসে, কোন কারণে সন্তুষ্ট করিয়া, পুনর্ব্বার প্রাপ্ত দেহে দেহিদিগের হৃদয় ভেদি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ

ত্রিলোকে আপনার বিখ্যাত অনঙ্গাখ্যা পরিবর্ত্তন মানসে রতিসহিত স্বীয়াকার প্রদর্শনার্থ শম্বরারি, এইরূপে পরিভ্রাম্যমাণ আছেন। আহা! যাহারা আপনার এ সুকুমার অবয়ব দর্শন করেন নাই তাহাদিগের নয়ন ধারণের ফল কি? অপিচ, যে ব্যক্তি, একবার এই নির্ম্মল মুর্ত্তি দর্শন করিয়া দর্শন বিচ্ছেদে কালযাপন করিতেছে, তাহাদিগের হৃদয় কি কঠিন? আহা! যত দেখি, তত যেন তৃপ্ত না হইয়া অভিনব জ্ঞান হইতে থাকে। অতএব হে সুরূপাকর! আত্ম পরিচয় ও ভ্রমণের কারণ সমস্ত বর্ণনা করিয়া চিরদুঃখিনীদ্বয়ের সংশয় চ্ছেদ করুন।

গুণার্ণব, যুবতীদ্বয়ের সুধাভিষিক্ত বচনে পরিতৃপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। অধিরাজ, পরিণয় সংক্রান্ত বিদেশ পর্য্যটনের কারণ সমুহ এতাদৃশ বিস্তীর্ণরূপে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন; যে, যামিনী প্রভাতা হইয়া গেল তথাপি তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ হইল না। যাহাহউক্, নিশাবশেষে ঐ রমণীদ্বয় ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া সহসা শিলাময়ী হইয়া শয্যায় নিপতিত হইল। এমন কি অচিরকাল মধ্যে সেই অবলাদ্বয় নির্ম্মিত জড়ময়ী পাষাণ পুত্তলিকার ন্যায় অচেতন হইয়া স্থিরভাবে রহিল। গুণার্ণব, পুনর্ব্বার এই অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট

করতঃ বিস্ময়াপন্ন চিত্তে এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবগত হওনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়া রমণীদ্বয়ের পুনশ্চেতন প্রাপণ পর্য্যন্ত কাল প্রতীক্ষা বিষয়ে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই উপবনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমতে, দিবসদ্বয় অতীত হইয়া গেল, তথাচ প্রাগ্‌দৃষ্ট কামিনীদ্বয় সংজ্ঞালাভ করিল না দেখিয়া, যুবরাজ, অতিশয় খিন্নমনে প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হওতঃ বিদ্যু-ল্লতা সহ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যু-ল্লতার পূর্ব্বশিক্ষিত আকর্ষণী মুনিমন্ত্র স্মৃতি পথারূঢ় হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ করপুটে বিজ্ঞাপন করিলেন। মহা-রাজ! আমি, এক আকর্ষণী মন্ত্র জানি, তদ্দ্বারা যাহার নামোচ্চারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করা যায়, সেই স্মরণীয় ব্যক্তি অনতিকাল বিলম্বেই স্মর্ত্তার নিকট সমা-গত হয়। কিন্তু আর্য্য! মন্ত্র শিক্ষা করণাবধি কখন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কারণ, আমারত কোন আত্মীয় জন নাই যে, তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিব; যদিস্যাৎ এ অধীনীর নিকট শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হয়, বলিতে প্রস্তুত আছি শ্রবণ করুন্ এই বলিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর, গুণার্ণব তাহার নিকট শ্রবণমাত্রে; অনায়াসে স্বীয় শ্রুতি ধরতা ও মেধাশক্তি প্রভাবে সেই মুনিমন্ত্র শিক্ষা ও ধারণা করিলেন। এবং সহর্ষে, বিদ্যুল্লতায় ভুয়োভুয়ো ধন্যবাদ

প্রদান করিতে লাগিলেন। পরন্তু একদা, রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া, প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ক্ষণপ্রভায় স্বপ্নদর্শনে দর্শন করিয়া, শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; হা ধিক্! আমায় ধিক্! আমি কি নির্দ্দয়? বৃথা মায়াকৌশল দর্শন লালসায় হৃদয়রত্ন বিরহিত হইয়া কালহরণ করিতেছি। আহা! বোধ হয়, সেই হৃদয়পর্য্যঙ্কশায়িনী ভামিনীও মৎসদৃশ এইরূপ বিরহে নিতান্ত কাতরীভূতা আছেন। নচেৎ মদীয় প্রাণ, এত ব্যাকুল হইবে কেন? এবম্বিধ শোকসূচক বাক্যসমূহ, আন্দোলন করিতেং অকস্মাৎ উপস্থিত বিরহ বেদনায় অতিশয় কাতরান্বিত হওতঃ সংজ্ঞাহীন হইলেন, এবং অশ্রুধারা সকল বারি ধারাবৎ তাঁহার যুগলাক্ষি হইতে বিসৃষ্ট হইতে লাগিল। কিঞ্চিদ্বিলম্বে লব্ধচেতন রাজনন্দন; হা প্রিয়ে ক্ষণপ্রভে! তোমা ব্যতিরেকে আর জীবন ধারণ করিতে পারি না, এই বলিয়া একবারে উচ্চৈর্নাদে রোদন করিয়া উঠিলেন। বিদ্যুল্লতা সচিৎকার রোদন শব্দে নিদ্রাভঙ্গে সহসা তাঁহাকে শোকাভিভূত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কহিলেন, বিদ্যুল্লতে! বোধ হয়, প্রিয়তমা অদ্যাবধি জীবিতা নাই। এইমত বলিতেং প্রাকৃত জনপ্রায় বিলাপারম্ভ করিলেন।

বিদ্যুল্লতা গুণার্ণবকে তাদৃশ বিলপমান দেখিয়া নিবেদন করিল; হে ধীর! আপনি মহাত্মা হইয়া, সাধারণ জনপ্রায় অকস্মাৎ মহা বিপদুপস্থিতের মত শোক করিতে আরম্ভ করিলেন? কি আশ্চর্য্য! হে মহাত্মন্! একটা সামান্য অবলার নিমিত্ত আপনার এতাদৃশ শোকাভিভূত হওয়া কদাপি সম্ভাবিত নহে। অতএব অধীনীর বাক্যে যদি হতাদর না করেন, তবে একটী যুক্তি বলি গ্রহণ করুন, অর্থাৎ ত্বরায় কোনপ্রকারে তথায় আপনার মঙ্গল সংবাদ প্রেরণ করুন, নচেৎ বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ এ সময়ে সেই আকর্ষণী মন্ত্রের পরীক্ষা হইতে পারিবে; অতএব আপনি শীঘ্র কোন পরীজাতিকে আহ্বান করিলে উত্তম হয়; কারণ দৈববলে তাহারা মনোযায়িন্, এইহেতু তাহারদের দ্বারা সমস্ত সমাচার আশু অবগত হইতে পারিবেন। গুণার্ণব, বুদ্ধিমতী বিদ্যুল্লতার যুক্তিযুক্ত সুমন্ত্রণা শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া শ্যালক সমিতিঞ্জয়ের নামোল্লেখ করতঃ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! দৈবমন্ত্র প্রভাবে অমনি তৎক্ষণাৎ পরীরাজনন্দন উপবন মধ্যে গুণার্ণব সন্নিহিতে উপনীত হইলেন; এবং রাজতনয়কে জীবিতাবস্থায় অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন। হে পুণ্যাত্মন্ মহারাজ! কি প্রকারে সেই দুরাত্ম রাক্ষস হস্ত হইতে পরিত্রাণ

পাইলেন? বর্ণন করুন্। রাজকুমার গুণার্ণব, রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতাবধি অধিষ্ঠিত উদ্যানে আগমন পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতার বিবরণ সহকারে তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর, প্রাণাধিকা ক্ষণপ্রভার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সমিতিঞ্জয়, যুবরাজের অন্বেষণার্থ তথা হইতে বিদায় হওনাবধি সমস্ত নিবেদন করিলে, গুণার্ণব, ত্বরায় এক পত্রিকা রচনাপূর্ব্বক অভিজ্ঞান দর্শনার্থ স্বীয় করাঙ্গুরীয় দিয়া শ্যালককে বিদায় করিলেন। পরীরাজকুমার, কুশল সংবাদপ্রদা পত্রিকা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে ত্বরায় আকাশগতিতে যাত্রা করিলেন; এবং পর দিবস মধ্যাহ্নকালে সর্ব্বসিদ্ধ নগরে অবতীর্ণ হইয়া, সাধারণ সমীপে অধিরাজের কুশল সমাচার প্রচার করণান্তর অনতি বিলম্বে অন্তঃপুরস্থা স্বীয় সহোদরার অন্তিকে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ক্ষণপ্রভে! গাত্রোত্থান কর। আমি সমিতিঞ্জয়, গুণার্ণবের কুশল সংবাদ আনয়ন করিয়াছি। বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে এবম্বিধ আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া, শেষে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ক্ষণপ্রভা বিনিন্দিত সেই স্থির ক্ষণপ্রভার আর সে রূপ প্রভা নাই। বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া ভূশয্যায় মৃত-কল্প শরীরে রহিয়াছেন। প্রত্যুত্তর প্রদানে নিতান্ত

অক্ষমা; স্বামীর কুশল সংবাদদাতা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দেখিয়া উত্থানে অক্ষম প্রযুক্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাঁহার মুখমণ্ডল প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন মাত্র। এমন কি, হস্ত প্রসারিত করিয়া পত্রিকা খানীও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সমিতি-ঞ্জয়, আপন স্বসার অলৌকিক সতীত্ব সন্দর্শনে, ব্যাকু-লান্তঃকরণ হইয়া পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে ভর্ৎসন করিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! তুমি কুলোজ্জ্বল কারিণী নন্দি-নীর প্রতি যে অত্যাচার প্রচার করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিলে, জগতীস্থ প্রাণীসমূহ তোমাকে নিতান্ত নৃশংস স্বভাবা মহিলা বলিয়া উল্লেখ করিবে। এবং তুমিই যে ইহার অশেষ যন্ত্রণার মূল কারণ, তাহা জন সমাজে আর অব্যক্ত রহিল না। হে নৃশংস! পাষাণ বিনি-র্ম্মিত হৃদয়! পিতঃ! তুমি নির্ম্মল পরীকুলে অবতীর্ণ হইয়া, আপন সন্ততি প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহা কি আপনার স্বতঃ সিদ্ধ? না জাতিত্ব ব্যবহার? না কি নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করণাকাঙ্ক্ষায় এবম্বিধ কিরাতের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ? তাহা কিছুই অনুভূত হইল না। তবে ইহাতে কেবল এই রূপ বোধ হইল, যে পরী জাতি অতি নিন্দিত, ইহা প্রচা-রিত করণ মানসে এবম্বিধ অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলে। অতএব, তোমাদিগের উভয় দম্পতীকেই

ধিক্! এবম্প্রকার যথোচিত উদ্দেশ্য তিরস্কার শ্রবণে ক্ষণপ্রভা হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা নিষেধ করিয়া আপনার ললাটে করাঘাত করিলেন। অনুমানে তাঁহার অভিপ্রায় এই রূপ ব্যক্ত হইল, যেন, পিতা মাতার প্রতি অনৃত দোষারোপ না করিয়া কেবল, আপনার ভাগ্যের প্রতি দোষ অর্পণ করিলেন। তদনন্তর ভর্তৃপ্রেরিত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া পত্রিকা শ্রবণেপ্সায় সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার পত্রিকায় প্রতি ঈক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরীরাজকুমার, প্রিয়ভগিনীর অভিমত অবগত হওতঃ বৃথা কালবিলম্ব বিবেচনায় পত্রিকা উন্মোচনানন্তর পাঠারম্ভ করিলেন।

যথা।

হে জীবিত সহায়ে! বিধিকৃত বিচ্ছেদসাগরে নিমগ্ন হইয়া যে, কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি, তাহা অচেতন লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে যদিচ অক্ষম; তথাচ যথা শক্তি বিদিত করণার্থ কিঞ্চিল্লিখিতেছি দৃষ্টিপাত করিবে।

পদ্য।

গুণময়ি! তব গুণ করিয়া স্মরণ।
না পারি রাখিতে প্রাণে করিয়া ধারণ॥
যাতনা অনলে সদা জ্বালাতন হয়ে।
স্থাপিত হয় না আর তাপিত হৃদয়ে॥
বাঁধা আছে সর্ব্বক্ষণ তব প্রেমফাঁসে।
তাই না ভাঙ্গিয়া যায়, পড়ে আছে আশে॥

সতত জ্বলিছে প্রাণ বিরহে তোমার।
আর না সহিতে পারি এই শোকভার॥

চতুষ্পদী।

ইচ্ছা হয় শশিমুখি: হৃদয়েতে সদা দেখি, নয়ন চকোর দুঃখী,
দেখিতে না পাইয়ে।
তোমার বিরহানলে, বারিপতনের ছলে, হৃদিভাসে আঁখিজলে,
মিলনের লাগিয়ে॥
দেখ২ রেখো মনে, প্রেমাধীন অকিঞ্চনে, নিতান্ত আপন জেনে,
চেয়ো কৃপা নয়নে।
তোমার বিচ্ছেদবাণ, সদা থাকি বর্ত্তমান, দহিলেক মন প্রাণ,
কিমধিক লিখনে॥

হে হৃদয়পর্য্যঙ্ক শায়িনি! দিবা রজনী তোমার ব্যতি-রেকে কিপ্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। যাহাহউক, অতি সত্বরে নিকটস্থ হইতেছি; কিন্তু তুমি পত্রিকা পাঠমাত্রে, স্বীয় হস্তাক্ষর পত্রী দ্বারা এ তাপিত প্রাণকে শীতল করিবে। আমি চাতক সদৃশ, তোমার পত্রিকারূপ বারিদান্তর্গত শুভ সমাচার কৃপাবারি লালসায় আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলাম। পরীরাজ দুহিতা প্রিয়তমের লিখিত এই রূপ পত্রীস্থ প্রণয়গর্ভ বিবরণ শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুলেক্ষণে আর উন্মিষিত থাকিতে না পারিয়া, সুতরাং নয়ন যুগল মুদ্রিত করিয়া রহিলেন; ও অতি মৃদুলস্বরে কহিতে লাগিলেন। ভ্রাতঃ। আমি স্বয়ং লেখনী ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর লিখনে অক্ষমা; অতএব তুমি প্রাণেশ সন্নিধানে স্বয়ং প্রমুখাৎ, কেবল মদীয় বর্ত্তমানাবস্থা

বিবরণ, এবং যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চরণারবিন্দ দর্শন করিতে পারি, আপনি তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। সমিতিঞ্জয়, ক্ষণপ্রভাকে বহুবিধ প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা এবং আশ্বাস প্রদান করতঃ সত্বর বিদায় হইলেন; এবং পরদিন প্রাতে সেই মনোহর উদ্যানে অধিরাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, শুভ সংবাদ প্রদানোদ্যত সময়ে, ক্ষণপ্রভার তত্তদবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব সিদ্ধপতি, আগন্তুক শ্যালক পরীরাজ কুমারকে সহসা অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, প্রিয়তমার কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে বিবেচনায়, হা ক্ষণপ্রভে! কোথায় গেলে। এইরূপ কাতরোক্তিতে সম্বোধন করিয়া,কেবল অকস্মাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ভূতলে যুগপন্নিপতিত হইলেন। সমিতিঞ্জয়, আসন্ন বিপদ্দর্শনে আপন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া স্পন্দরহিত ও ধূল্যাবলুণ্ঠিত মহারাজকে উ-ত্তোলনপূর্ব্বক সযতনে চেতন করাইয়া নিবেদন করিলেন। মহারাজ! অন্য কোন অমঙ্গল সংঘটনা হয় নাই, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি কেবল সেই তববিরহকাতরীভূতা ক্ষণপ্রভার বিষম বিরহ বেদনা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছিলাম। কৃশাঙ্গীর যে প্রকার অবস্থা অবলোকন করিয়া আসিলাম, তাহাতে বোধ হয় সেই প্রকার অবস্থায় আর কিছু দিন গত হইলে নিশ্চয়

প্রাণবায়ু উপয়ান করিবে তাহার আর সংশয় নাই। অতএব অতি সত্বরে রাজধানীতে গমন করুন্। আর আমি,বহুকাল হইল স্বীয়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তজ্জন্য বোধ হয় সকলেই উৎকণ্ঠিত আছেন। এবিধায় আমিওএক্ষণে এইস্থান হইতে বিদায় হইলাম। পরীরাজনন্দন, এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজকুমার সন্নিধানে বহুবিধ সম্মানের সহিত গৃহীত বিদায় হইয়া পরীনগর্য্যভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজকুলদীপক গুণার্ণব, পাষাণাকার প্রাপ্ত কামিনীদ্বয়ের সংজ্ঞাপ্রতি লাভ জন্য যদিচ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই উদ্যান মধ্যে কালহরণ করিতেছিলেন; কিন্তু রাজধানীতে গমন না করিলে সেই বামলোচনা মহিষী ক্ষণপ্রভার সাতিশয় অনিষ্ট ঘটনা সম্ভব বিবেচনায়, গাঢ়তর চিন্তায় ব্যাকুলিত হওতঃ মনে মনে কাতরস্বরে জগদীশ্বরে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে সর্ব্বশক্তিমন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্; গুণাতীত জগৎপ্রভো! একবার এঅধীনের প্রতি কৃপা কটাক্ষে লক্ষ করিয়া দুস্তর চিন্তাসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন্; এবং অলৌকিক রূপবিশিষ্টা পাষাণাকার প্রাপ্ত কামিনীদ্বয়ের বিবরণ অবগত হওনার্থ আমি যে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম, তদ্বিষয় অবগত না হইয়াই আমাকে রাজধানী গমন করিতে হইল। অতএব হে বিশ্বপতে! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজন্য আমার অপরাধ ক্ষমা

করুন্। কারণ, আপনার করুণাভিন্ন বিপদার্ণব হইতে পরিত্রাণের উপায়াভাব। গুণার্ণব, ভক্তিভাবে এবম্প্রকার অশেষতঃ স্তুতিপাঠ করিলে, অকস্মাৎ আকাশবাণী হইল; যথা, রাজনন্দন! তোমার চিন্তানীরে নিমগ্ন থাকিয়া জনশূন্য স্থানে নিরর্থক কালহরণ করিবার আবশ্যক নাই, সত্বর স্বীয়রাজ্যে গমন কর। আর পাষাণময়ী কামিনীদ্বয়ের অপূর্ব্ব প্রস্তাব অবগত বিষয়ক যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অচিরকাল মধ্যে স্বীয়রাজধানীতেই সেই পূর্ব্ব পরিচিত তাপস কুমার প্রমুখাৎ সমস্ত সংবাদ বিদিত হইতে পারিবে। গুণার্ণব, এইরূপ আশ্বাসপ্রদ দৈববাণী শ্রবণে অতীব কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে, আপনাকে কৃতার্থবোধ করিয়া সত্বর বিদ্যুল্লতাসহ সেই উপবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। এমতে, ক্রমশঃ দিবসদ্বয় অবিরাম গমন করত নানাদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে স্বীয়রাজধানী প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাগণ, দীর্ঘকালাবধি রাজ্যেশ্বর বিহীন হইয়া সকলে জীবন্মৃত্যুবৎ ছিলং এক্ষণে অকস্মাৎ সেই গুণশালী গুণার্ণবে সন্দর্শন করিয়া, বনপ্রত্যাগত শ্রীরামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দর্শনে সম্পূর্ণ সন্তোষিত অযোধ্যাবাসি গণের ন্যায় সুখের পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল; এবং সকলে স্ব স্ব আবাসে মঙ্গল ধ্বনিসূচক বাদ্যোদ্যম করাইতে প্রবৃত্ত হইল। নরনাথ,

অন্যান্য বান্ধববর্গের সহিত ও অমাত্য সমূহের সহিত কিঞ্চিৎ কাল প্রিয়ালাপন করিয়া, ত্বরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক মহিষী পরীরাজ নন্দিনীর শয়ন গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দীনহীন বেশা কৃশা প্রাণাবশেষা প্রাণাধিক প্রিয়তমা ক্ষণপ্রভা, অঙ্গ প্রভাশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিতা আছেন। রাজনন্দন, মহিষীকে তাদৃশী পরিক্লিষ্টা দর্শন করিয়া অতি মৃদুস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে পতিব্রতে ইন্দিবর লোচনে! একবার গাত্রোত্থান কর; আমি তোমার সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী গুণার্ণব আসিয়াছি। হে সহনে! তোমার পবিত্রকর পাতিব্রত্য ধর্ম্মসঙ্গত প্রণয়ের বিষয় শ্রবণ ও স্মরণ কবিয়া জগজ্জন, সাধ্বী পতিপরায়ণা গণের মধ্যে তোমাকে অগ্রগণ্যা করিয়া পূজা করিবেক। সে যাহা হউক্, একবার করুণাকটাক্ষে লক্ষ কর। গুণার্ণবের অমৃত বর্ষণ বাক্যে শীর্ণাঙ্গী পুলকিতাঙ্গে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক নাথ। আপনি একবার আমায় স্পর্শ করুন্ এবং দগ্ধ মদনকর্ত্তৃক এই দগ্ধহৃদয়ে আপনার হৃদয়ার্পণ করুন। বিধাতা নির্ম্মল প্রেম দর্শন করিলেই বোধ হয়, অমনি ঈর্ষা বশতঃ বৈরভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; নচেৎ আমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটনা হইবে এমন কখন মনে বিশ্বাস ছিল না। রাজনন্দন, ক্ষীণাঙ্গী কুরঙ্গ নয়না ললনাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, স্পর্শ সুখানুভবে

পরস্পর প্রেমামৃত সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; এবং পরস্পর অধরামৃত পান করিতে লাগিলেন। বিদ্যুল্লতা সৌধস্থ স্তম্ভান্তরাল হইতে উভয়ের অকপট সৌহার্দ্দ নয়নগোচর করিয়া নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিলেন। তদনন্তর গুণার্ণব, পত্নী ক্ষণপ্রভার স্বপত্নী দর্শনে যদি ঈর্ষা জন্মে, এই আশঙ্কায় আপাততঃ বিদ্যুল্লতার বাসস্থান অন্য একটি গোপন স্থানে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইমত কতিপয় দিবস, যুগল মিলন হইয়া অভিন্ন হৃদয়ে একত্র বাস করিলেপরে, একদিবস ক্ষণপ্রভা নৃপতনয়কে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন নাথ! দুরাত্ম রাক্ষস হস্ত হইতে আপনি কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইলেন? আহা! যখন পাপিষ্ঠ বিকট বেশে গৃহাঙ্গনে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাকে হরণ করিল, তখন আমি জীবিতাবস্থায় কি মৃত্যবস্থায় ছিলাম তাহা কিছু বলিতে পারি না। সে ভয়ঙ্কর সময় ও ভয়ঙ্করাকার দুরাত্মার ভয়ঙ্কর কার্য্য স্মরণ হওয়ায় এখনও আমার হৃৎকম্প হইতেছে। কান্ত! পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্ এই বলিয়া মহারাজ্ঞী অকস্মাৎ মূর্চ্ছাক্রান্তা হইলেন। ভূপাল, কৃশাঙ্গীকে অকস্মাৎ রাক্ষস স্মরণ ভয়ে অতি কাতরান্বিতা দেখিয়া কহিলেন; অরি ভীরুস্বভাবে! ভয় নাই, এই যে আমি নিকটে আছি, চিন্তা কি? গাত্রোত্থান করিয়া এসো আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর। এই বলিয়া মূর্চ্ছাপ-

নয়নার্থ সযতনে বহুবিধ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে রাজ্ঞী, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া রাজতনয়ের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন; এবং কিঞ্চিদ্বিলম্বে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! সেই মহাভৈরবাকার রাক্ষসাধমকে স্মরণ করিয়া এতাবৎ আমার প্রাণ, যেন, কদলী পত্রের ন্যায় কম্পান্বিত হইতেছে। যে পাপাত্মার ঘোররূপ, এবং নৃকপাল বিনির্ম্মিত কুন্তল, যুগলশ্রুতিযুগে দোদুল্যমান রহিয়াছে; এবং পিঙ্গলজটাজড়িত সমূহ, কেশ যেন অনলশিখার ন্যায়,আর বিস্তীর্ণ জিহ্বাটা অহরহ লহলহ করিতেছে; উঃ! কি ভয়ঙ্কর! দৃষ্টমাত্র শরীরস্থ শণিতসকল একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় কি ভীষণ মূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎকৃতান্ত। শ্যেনপক্ষী, যেমন অন্য ক্ষুদ্র পক্ষীর প্রতি লক্ষ করিয়া তদুপরি যুগপৎ পতিত হয়, তেমনি সেই পাপাত্মা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়রত্ন স্বরূপ আপনাকে গ্রহণ করিয়া অতি বেগে গগণমার্গে গমন করিয়াছিল। নাথ! কি মানসে সেই দুর্দ্দান্ত শ্রপআসর আপনাকে হরণ করিল? এবং পরেই বা আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিল? অপিচ, কি প্রকার মন্ত্রণা বলেই বা তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। সবিশেষ বিস্তার করিয়া বলুন। গুণার্ণব, কহিলেন প্রিয়ে! যে দুরাত্মা তোমাকে অরণ্য মধ্যে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া গতপ্রাণাবোধে পরিত্যাগ করিয়া

গিয়াছিল, এ সেই রাক্ষস। অধুনা তোমায় পুনর্জীবিতা অথচ রাজ সম্ভোগ্যা অবলোকন করিয়া, অতি ক্রোধে আমায় হরণ করতঃ স্বীয় বাসস্থানে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ বহুমত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শেষে তোমাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল; পরন্তু যখন তব প্রদান বিষয়ে আমার নিতান্ত অসম্মতি ও রক্ষা বিষয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ দেখিল, তখন আমাকে প্রজ্বলিত জ্বলন মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া আহারান্বেষণে প্রস্থান করিল। আমি তাহাতে কেবল সেই শিক্ষক দত্ত অঙ্গুরীয় প্রভাবে জীবিত থাকিলাম। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, সেই পাপাচার রাত্রীচর প্রতিপালিতা বিদ্যুল্লতা নাম্নী একটী কন্যা, হুতাশন মধ্যে আমাকে অদগ্ধ শরীর দেখিয়া দেবতা জ্ঞানে বহুবিধ স্তুতি করিতে লাগিল। নৃপাত্মজ গুণার্ণব, এই পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনমন করিলে, পরীরাজ নন্দিনী ক্ষণ-প্রভা, অকস্মাৎ মহারাজের লজ্জা প্রাপ্তের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন। প্রিয়তম! কেন এত লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন যে? তৎপরে কি হইয়াছিল বর্ণনা করুন। কেন সহসা ব্রীড়ান্বিত হইবারত কারণ দেখিনা বলুন্ বলুন্; তার পর কি হইল? রাজকুমার কহিলেন প্রিয়ে! তারপর সেই নিশাচর প্রতিপালিতা অনূঢ়া নববৌবনা বালা,

পরিণয় জন্য অগ্রে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া শেষে পিশিতাশন বধ যোগ্য সুমন্ত্রণা ধার্য্য করিয়া দিলেন; এবং সেই মন্ত্রণাবলেই পাপিষ্ঠের প্রাণ সংহার করিলাম। এবম্বিধ পূর্ব্ব সংঘটিত বিবরণ সমূহ অবনীশ্বর, আনুপূর্ব্বিক প্রিয়তমা কামিনীর নিকট বর্ণনা করিলে; ক্ষণপ্রভা সসম্ভ্রমে বলিলেন; আমার বোধ হয় সেই বুদ্ধিমন্তী কোন বসুন্ধরানাথের কুলোজ্জ্বল করতঃ জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক, অবশেষে স্বীয়ন্থুর্দ্দৈববশতঃ পাপাচার রাত্রীচর কর্ত্তৃক আত্মজন বিহীনা হইয়া কিরাতজালে কুরঙ্গী বদ্ধের ন্যায় বদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছিল। পরে সৌভাগ্যোদয়ে সদাশয় রাজর্ষি স্বরূপ আপনার সমাগমে পুনর্মুক্তিত্বকে লাভ করিয়াছেন। যাহাহউক সেই প্রাণদাত্রী বদান্যশীলা অবলা এক্ষণে কোথায়? রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়া তোমার অনুমতির প্রতি নির্ভর করিয়া বিবাহ করি নাই; এবং তাঁহারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি একজন ভূপাল বংশজা কন্যা। আমি, অনাথা বিবেচনায় সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; এবং এক্ষণে তিনি এই রাজান্তঃপুর মধ্যেই আছেন। আমি তোমার ভয়প্রযুক্ত একটা গোপন আগারে রাখিয়াছি। সাম্রাজ্যেশ্বরী ক্ষণপ্রভা, প্রিয় দয়িতের এতাদৃশ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণে আহ্লাদ সাগরে

নিমগ্না হইয়া পরিচারিণী গণকে সমীপে আহ্বান করতঃ তন্মধ্যে একজনকে কহিলেন। পরিচারিকে! মদীয় অজ্ঞানুসারে নবানীতা অপরিসীম গুণশালিনী আশু মানসোৎফুল্ল কারিণী বিদ্যুল্লতা নাম্নী রজনীচর পরিবর্দ্ধিত রাজনন্দিনীকে মৎসন্নিহিতে আনয়ন পূর্ব্বক দর্শনপ্রেপ্সু ঈক্ষণদ্বয়ের সার্থকতা সম্পাদন করহ। দেখ যেন বিলম্ব না হয়।

এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহিষী বিরাম হইলে, আজ্ঞাচরী রাজ্ঞীর আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ শিরোঽবনমন পূর্ব্বক বিদায় হইয়া বিদ্যুল্লতা অন্তিকে উপনীত হওতঃ রাজবল্লভার আজ্ঞা ব্যক্ত করিয়া যুগ্মকরে সম্মুখে দণ্ডায়-মানা রহিল। মহারাজ গুণার্ণবের কিয়ৎকাল বিচ্ছেদে চঞ্চল কুরঙ্গীর ন্যায় বিবিক্তবাসে একাকিনী অতীব চিন্তানীরে ভাসমানা বিদ্যুল্লতা, সহসা প্রধানা মহিষীর আহ্বান শ্রবণে আনন্দতীর লাভ করিলেন। কারণ এই সূত্রে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবেক; কিন্তু স্ত্রী জাতির স্বতঃসিদ্ধ লজ্জা হেতু নতমুখী হইয়া কহিলেন, অয়ি রাজ প্রিয়া সঙ্গিনি! কি! মহারাজ্ঞী আমাকে আহ্বান করিয়াছেন? চল চল, সেই সৌভাগ্য-বতী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসকে সন্তোষ করি; এই বলিয়া কর্ম্মকরীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া সেই দ্বিরদগামিনী, মৃদু মন্দ গমনে সুখাসনাসীন দম্পতী

সকাশে উপনীত হইয়া বিনয়াবনত ভাবে অনুমতি প্রতীক্ষায় কথঞ্চিত কাল দণ্ডায়মানা থাকিলেন। পরী-রাজাঙ্গজা ক্ষণপ্রভা, জন মনোহারিণী বিদ্যুদ্বর্ণা বিদ্যুল্লতাকে একজন সামান্যা সহচরী সদৃশী আপনা-ভিমুখে দণ্ডায়মানা অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহার যুগলকর, স্বকরে গ্রহণ করতঃ স্বীয় উৎসঙ্গে উপবেশন করাইলেন। তদনন্তর, যখন কুন্দকুসুম নিভ শয্যা সুশোভিত পর্য্যঙ্কোপরি সহচরী মধ্যে ভাবি সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে নৃপ তনয়াভিমুখে অধ্যাসীনা হইয়া অর্দ্ধস্ফুরিত স্মেরাননে আলাপোন্মুখী হইলেন; তখন বোধ হইল যেন দিনপতির নবোদয় সন্দর্শনে প্রভূত প্রমোদিত হইয়া সরোবরৈকদেশ বাসিনী কুমুদিনীগণকে স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করণার্থ বিলাসিনী সরোজিনী, মানস পদ্মোদর প্রোদ্ভিন্ন করতঃ অভিনব অরবিন্দের উদ্ভব করিয়া হাস্যচ্ছলে পরস্পর বিকসিত হইতেছে। যাহা হউক, রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভা প্রথমতঃ বিদ্যুল্লতাকে সস্নেহ সম্বোধনে কহিলেন সুশীলে! তুমি এক্ষণ হইতে আমার প্রিয়সখী রূপে উল্লেখিত হইয়া প্রিয়তমের পত্নীত্ব ব্যবহারে অর্দ্ধাধিকারিণী হওতঃ চিরজীবনের নিমিত্ত সুখে কালহরণ কর। অপিচ, হে জীবিতেশ্বর! যদিচ সপত্নী সংঘটনা, দাক্ষিণ্য বতী মহিলাগণের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ বটে;

তথাচ পতি জীবনপ্রদা স্বরূপা এই মহদুপকারিণী কামিনীকে স্বয়ং সপত্নীত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া সরলান্তঃকরণে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি গ্রহণ করুন। প্রিয়তম! বোধ করি এ চিরানুগতা অনুচরীর উপহার অবহেলন না করিয়া বরং অধীনীর ন্যায় ইহাকেও অনুগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। নরনাথ, প্রিয়তমার এবম্প্রকার সাদরসম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া সাগ্রহতাতিশয় চিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে! অধীন জনে এত অধীনত্ব জানাইয়া কেবল সঙ্কুচিত করা মাত্র। যেমন আজ্ঞা করিবে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, এই বলিয়া গুণার্ণব, আহ্লাদে গদ্গদ হওতঃ কান্তা হস্ত হইতে নিজ কর প্রসারণ পূর্ব্বক বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ করতঃ পরম করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরের করুণার প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

যুবজন যৌবন গর্ব্ব খর্ব্বকারি গুণার্ণব, অসামান্য রূপবতী কামিনীদ্বয় সহকারে নিত্য নিত্য নবরস বিলাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, এক দিবস তিনি রাজ সভায় সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানদক্ষ পণ্ডিত এবং অমাত্যবর্গ সহ, ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষদ্বাক্য-সম্মতানুসারে কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ ও নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ; বিচার উত্থাপন করতঃ আনন্দার্ণবে ভাসমান আছেন

ঈদৃশ সময়ে বার্ত্তাবহ দূত, সভামণ্ডলে উপস্থিত হওতঃ রাজ নীত্যনুসারে শিরোঽবনত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিসহকারে নিবেদন করিল। মহারাজ! সুবিজ্ঞ সুশীল গন্ধর্ব্ব নন্দন সুদীন, বহির্দ্বারে বহু সংখ্যক গন্ধর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া অনুমতি প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন; মহারাজের আজ্ঞা হইলে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আপন অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন। প্রফুল্ল রাজীব সদৃশ বদন সুশোভিত গুণার্ণব, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সন্তানসদৃশ স্নেহ ভাজন শিষ্য সুদীনের আগমন শ্রবণে, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন; বার্ত্তাবহ! অতি সত্বরে বাহিনীগণের বাসস্থান নিরুপিত করিয়া সুদীনকে সভায় আনয়ন কর। বার্ত্তাবহ, নৃপ নিদেশানুসারে শীঘ্রগতিতে গন্ধর্ব্ব কুমার সমীপে সমাগত হওতঃ বিনয়গর্ভ বচনে কহিল। মহাভাগ! মহিমার্ণব মহীপাল আপনাকে সভাস্থ হওনের অনুমতি করিলেন; অতএব অতিশীঘ্র রাজসন্দর্শন করিয়া স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ করুন্। রাজ দর্শনেচ্ছু সুদীন, বার্ত্তাবহ প্রমুখাৎ নৃপানুজ্ঞা বিদিত হওতঃ সত্বর সভাস্থলে সমুপস্থিত হইয়া স্বীয় গুরু গুণার্ণবে অভিবাদন পূর্ব্বক করপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেন। যুবরাজ, সুদীনকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। সুদীন, প্রাপ্তাসনে উপবিষ্ট হইলে, মহীপাল জিজ্ঞাসা

করিলেন, বৎস! স্বজনবর্গের সমস্ত মঙ্গলত? অপিচ, তুমি স্বয়ং কুশলে ছিলে কি না? তাহা ব্যক্ত করিয়া চিত্তস্থ চিন্তা অপনয়ন কর। বহু দিবসাবধি তোমায় না দেখিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলাম; এক্ষণে সে সমস্ত চিত্তস্থ দুঃখভার দূরীভূত হইল। সুদীন, ধরানাথের বদন বিনির্গত সুধাভিষিক্ত সুমধুর বচন শ্রবণে গভীরানন্দনীরে নিমগ্ন হওতঃ অতীব গুরুভক্তি হেতু বাস্পাবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে অশক্য বিধায়, কেবল মনেমনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন; এবং কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃদুমন্দ স্বরে বলিলেন; হে জগৎপ্রিয় অবনীশ্বর! প্রভো! আপনার অনুগ্রহ প্রসাদে এ পদাশ্রিতের সমস্তই মঙ্গল, এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া সুদীন পুনরায় করপুটে কহিলেন; মহারাজ! আমার এক নিবেদন আছে শ্রবণ করুন্। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রসাদে কৃতবিদ্য হওতঃ স্বদেশে প্রতিগমন করিলে, আমার প্রমুখাৎ আপনার দয়া ও মহিয়সী কীর্ত্তি এবং পরীরাজ কুমারীর সহিত অলৌকিক পরিণয় ঘটনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে, ও ভবদীয় সতত শরণাগত শিষ্য সুদীনের বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ক কৃতি কুশলতা ও শীলতা দর্শনে, একমাত্র আপনাকে অশেষ শাস্ত্র মর্ম্মাভিজ্ঞ বিদ্যাবিশারদ শৌর্য্য সম্পন্ন, কোবিদ শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি সর্ব্বগুণোপেত সার্ব্বভৌম ন্যায় জানিয়া

গন্ধর্ব্ব নগরবাসি গন্ধর্ব্বগণ মানবমণি বলিয়া উল্লেখ করণান্তর সকলেই আপনার পবিত্র মূর্ত্তিকে সন্দর্শন করিতে নিতান্ত স্পৃহান্বিত আছেন। বিশেষতঃ গন্ধর্ব্ব-রাজ গোলকনাথ, আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে সাতিশয় আগ্রহ হইয়া সাক্ষাৎ করণার্থ স্বয়ং অত্ররাজধানীতে আগমনে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু নিরুপায় গন্ধর্ব্ব নগরস্থ স্ত্রীপুমান্ বাল বৃদ্ধ সকলের ইহরাজধানী আগমন অযোগ্য বিধায়, গন্ধর্ব্বরাজ এক সমারোহ যজ্ঞের উপক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই অনুষ্ঠানে আপ-নাকে আমন্ত্রণ পত্র দ্বারা তথা লওন পূর্ব্বক আপনাদিগের অভিলাষ পূরণ করিবেন। অতএব গন্ধর্ব্বরাজ গোলক-নাথ, আমাকে গন্ধর্ব্ব সেনা সমভিব্যাহারে ভবৎ সন্নি-হিতে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং আমিও তথায় সভাজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছি। অতএব শিষ্যের গৌরব ও গন্ধর্ব্বরাজের সম্মান রক্ষার্থ আপনাকে গন্ধর্ব্বনগরে গমন করিতে হইবে। প্রভো! মদীয় বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে যে অভিপ্রায় হয় প্রতি বিধান করুন্। সুদীনের বাক্যাব-সানে গুণার্ণব, গন্ধর্ব্বনগর দর্শনে নিতান্ত লোলুপ হইলেন। এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ দ্বারা আশু শুভপ্রদ সুযাত্রিক সময় পরদিবস নিরূপিত করিয়া প্রধানামাত্য প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। তদন-

স্তর, মহিষী ক্ষণপ্রভার ও বিদ্যুল্লতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সহসা প্রাণবল্লভের আগমনে রাজমহিলাদ্বয়, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া, মহারাজ! অত্রাসনে উপবেশন করুন; এইরূপ প্রণয়রস সংযুক্তবাক্য সুধাবর্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ! অদ্য আপনার প্রফুল্ল মুখপদ্ম দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, চঞ্চল বায়ু সঞ্চালনে মানসপদ্মের আন্দোলিত হইতেছে; কেন? কোন চিন্তানীরে নিমগ্ন আছেন কি? ধরানাথ রাজ্ঞী প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হওতঃ কহিলেন, হে প্রিয়সীদ্বয়! আমার অপত্যস্নেহভাজন শিষ্য গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীন, অদ্য গন্ধর্ব্ব রাজের আমন্ত্রণ পত্রিকা লইয়া আগমন করিয়াছেন; অতএব, সেই যজ্ঞোপলক্ষে আগামি কল্য আমাকে গন্ধর্ব্ব নগরীতে গমন করিতে হইবেক; এতন্নিমিত্ত কএক দিবস যে, বিচ্ছেদ ঘটনা হইবে তাহা অসহ্য বোধে চিত্ত একেবারে সমীর সঞ্চালিত সলিল হিল্লোলে সচঞ্চল সরোজ সদৃশ আন্দোলিত হইতেছে। সহসা, প্রাণেশ গুণার্ণবের গন্ধর্ব্ব নগরী গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজরাজ্ঞীদ্বয় অতিশয় কাতরান্বিত হইলেন। অধিরাজ, উভয় পত্নীরই অধীরতা দেখিয়া সদালাপে ও কৌশলযুক্ত বিবিধ বাক্য প্রবন্ধ প্ররচনা দ্বারা অশেষতঃ আশ্বাস প্রদানে সান্ত্বনা করিয়া পরদিন, ঊষাকালে

সুদীন সমভিব্যাহারে, কুরঙ্গ জবক্ষম তুরঙ্গারোহণে গন্ধর্ব্ব নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে২ সুদীনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুদীন! আমি মানবজাতি, গন্ধর্ব্বাধিপতি আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক দর্শনার্থ এতাদৃক্ কৌতুহলাক্রান্ত চিত্ত হইলেন, যে, কেবল আমার দর্শন নিমিত্ত মহাসমারোহ যজ্ঞ আরব্ধ করিয়া আমন্ত্রণ করিলেন! কি আশ্চর্য্য! বিশেষতঃ ইতপূর্ব্বে, কোন সময়ে আমার সহিত কখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব এই চিত্তোদ্ভ্রান্তকর আশ্চর্য্য ব্যাপারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যার্থ অনুসন্ধানার্থ স্বতঃ চঞ্চল মনঃ সচল বৃত্ত্যবলম্বন করতঃ সেই সর্ব্ব সন্তাপ-হারক সর্ব্বতঃ শিবপ্রদ শিবময়ের চিন্তা হইতে বিরত হইতেছে। ভাল, বল দেখি? তিনি কি যজ্ঞ আরব্ধ করি-য়াছেন? সুদীন, করপুটে কহিল, হে মহাত্মন্ রাজর্ষে! গন্ধর্ব্বরাজ গৃহমেধ যজ্ঞ করিবেন, এবং সেই কৃতারম্ভ যজ্ঞের আপনিই পূর্ণকর্ত্তা, অতএব, হে মহাভাগ! আপনি সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইলেই, গন্ধর্ব্বরাজ মহা সমারোহ সূচক কথিত সত্রের সমাধান পূর্ব্বক আপ-নাকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিবেন। সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত গুণার্ণব, সবিস্ময় চিত্তে কহিলেন, চতুর! তবে কি বিবাহ যজ্ঞের সম্বন্ধে আমার আহ্বান হইয়াছে? আমি তোমার বাক্ চতুরতার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে

না পারিয়া অতিশয় ভ্রান্তি সঙ্কুলবর্ত্মে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। অতএব আমার অনুরোধ রক্ষার্থ স্বীয় চাতুর্য্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া ত্বরায় সন্দিগ্ধ চিত্তের সংশয় ছেদ কর।

সুদীন গুণার্ণবের আজ্ঞা রক্ষার্থ হৃদয়স্থভাব প্রকাশোচিত বিবেচনায়, সকারণ গৃহমেধ যজ্ঞের মর্ম্মার্থ উৎকলিকাকুলমনা মহারাজের সমীপে অবিকল বিস্তার রূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে অবনীনাথ! ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করতঃ আমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মহিমার্ণবের অপার মহিমা গুণনিকর প্রায়ঃ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতাম; এবং ঐ পবিত্রকর মোহন মূর্ত্তি অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করণ মানসে একদিন এক খানি চিত্র ফলকে প্রতিমূর্ত্তি লিখন করিতে আরম্ভ করিলাম; পরন্তু প্রতিদিন প্রায় সাবকাশ প্রাপ্ত হইলেই নির্জ্জন স্থানে গিয়া একাগ্রমনা হইয়া বর্ত্তিকা ধারণ পূর্ব্বক সেই আলেখ্যকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। এমতে বহু পরিশ্রমে বহু দিবসের পর সম্পূর্ণ রূপে লিখন সমাপ্ত হইলে; এক দিবস আমি সস্পৃহ লোচনে চিত্রপট নিরীক্ষণ করিতেছি ইত্যবসরে গন্ধর্ব্ব রাজ কন্যা ত্রিপুরা, গোপনভাবে আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি যে, কোন সময়ে সেই নিভৃত স্থলে আসিয়া আমার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া

চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা আমি কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি নাই। কারণ মনোহরণীয় চিত্তফলক দর্শন করিতে করিতে বিশুদ্ধ অবয়বের রূপাতিশয্য ও সুকুমারতা এবং ভবদীয় সচ্চরিত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ভাবোন্মত্ত হওতঃ কেবল উহারই প্রতি আসক্ত ছিলাম। অপিচ, ঐ চিত্রপট প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া কহিতে ছিলাম, হে মানবমণে! আপনিই ধন্য, এবং পুণ্যশ্লোক স্বরূপ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কারণ এই জগতস্থ রূপবান্ ও গুণীজনের আপনি গর্ব্ব খর্ব্বকারি স্বরূপ। এবং সদাশয়তা ও সুশীলতা প্রভৃতি দ্বারা এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। জগন্মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ স্বীকার করিয়া যে প্রকার গুণে মানবদেহের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, আপনি সেই সমস্ত গুণের আকর স্বরূপ হইয়া বসুমতীকে বিদ্বানপুত্র প্রসবত্রী বলিয়া তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। অতএব আপনিই ধন্য এবং সেই পরীরাজাঙ্গজা ক্ষণপ্রভাও ধন্যা। যিনি কুমার সদৃশ আপনার সেই মনোহররূপ ও সারল্য একবার মাত্র ঈক্ষণ করিয়া স্বামিত্বে বরণকরতঃ প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন। আহা! তাদৃশ রূপমাধুর্য্য না হইলেই কি দর্শনমাত্রে কেহ কখন চিরজীবনেরমত বিক্রীত হয়? হে সৌন্দর্য্যাকর! আমি আপনারমূর্ত্তি অজ্ঞানতঃ চিত্রিত করিয়া কেবল অবমাননা করিয়াছি, সে জন্য

ক্ষমা করিবেন। আমার এবম্বিধ প্রসংশাপর বাক্যা-বসানে অকস্মাৎ পশ্চাৎদিকে সন্তাপসূচক একটি শব্দ হইল। ধ্বনি শ্রুতগোচর হইবামাত্রে সচকিতভাবে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখি, যে, গন্ধর্ব্বরাজ তনয়া ত্রিপুরা-সুন্দরী, ধরাতলে পতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা আছেন। আহ্বান ও নিরীক্ষণ দ্বারায় মূর্চ্ছাক্রান্ত অনুভূত হইলে, সভয়হৃদয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁহার অচৈতন্য ভাবের প্রতিকার চেষ্টাকরিতে লাগিলাম। পরন্তু, বহু আয়াসে সুচিরকাল পরে সেই দর্শন মনোমোহিনী কিঞ্চিৎসম্বিত্ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিব্যাসনে উপবিষ্টা হইলে, সবিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম; হে মৃগেক্ষণে! তোমার ঈদৃশ স্বভাবের পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাবান্তর হইল কেন? তখন, লজ্জানম্র মুখী আমার প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কেবল করুণস্বরে আমাকে কহিলেন, তুমি আমার জীবনহর্ত্তা; এই বলিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া মল্লিখিত চিত্র ফলকখানী গ্রহণকরতঃ মদীয়ভবন পরিত্যাগানন্তর স্বীয়বাসে প্রস্থান করিলেন। আমার ক্লেশোৎপাদিত চিত্রপট লওয়ায় যদিচ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্রোধোদয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরে তাহার অস্ত হইয়া গেল। অর্থাৎ তদ্বিপরীতে কোন কথাই উল্লেখ করিতে সক্ষম হই-লাম না; কারণ একেত রাজতনয়া তাহে যুবতী, কি

জানি যদি কোন অনিষ্ট উৎপাদন করেন; এই আশঙ্কায়, সুতরাং প্রাণতুল্য তুলি জনিত আলেখ্যধনে বঞ্চিত হইয়াও মূকেরন্যায় ব্যবহার করিলাম অর্থাৎ কোন বাক্যপ্রয়োগ না করিয়া কেবল তখন চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ স্থিরনয়নে কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলাম। অনন্তর, দিবসত্রয় অতীত হইলে, একদা এক জন গন্ধর্ব্বস্ত্রী সহিত কোন কথোপকথন প্রয়োজন রাজমার্গে দণ্ডায়মান আছি; এমন সময় রাজভবন হইতে, একজন প্রত্যাগামি প্রজাজনের প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম, যে, রাজবাটীতে মহাবিপদুপস্থিত! অমনি ব্যগ্রতা পুরঃসর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! রাজালয়ে কি বিপদ সংঘটন হইয়াছে? কেন, দৈত্যজেতঃ মহারাজের বিপক্ষে কি কোন গতায়ুঃ ব্যক্তি অস্ত্রধারণ করিয়াছে? না কি কোন কারণবশতঃ গন্ধর্ব্বাধিপতি ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া প্রলয়কালের ন্যায়, মহান্ কোলাহল উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? মদীয় এবম্বিধ বাক্যাবসানে তিনি উত্তর করিলেন, সুধীন! অপরকি, রাজবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে শতক্রতুও কি সহসা সাহসাবলম্বন করিতে পারেন? অতএব সমরোদ্যম নহে গন্ধর্ব্বরাজের তনয়া, ত্রিপুরাসুন্দরী তিনি নিদান পীড়াক্রান্তা হইয়াছেন। বোধ হয়, এঅনির্ণেয় রোগ হইতে মুক্ত না হইয়া তিনি অচিরাৎ দেহলীলা সম্বরণ

করিবেন। দেখিলাম, সর্ব্বক্ষণ মূর্চ্ছা, ও প্রলাপবিশিষ্ট বাক্যের বশীভূত হইয়া সময় অতিবাহিত এবং চৈতন্য-প্রাপ্তে, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, অপিচ, সেই সুধাংশুবদনা মুহুর্মুহুঃ যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া ধরাকে পরাশয্যাজ্ঞানে তদুপরি অবলুণ্ঠিত আছেন; সুতরাং একমাত্র সন্ততি গোলকনাথ অপত্য বাৎসল্য স্নেহ প্রযুক্ত, হাঃ! হতোস্মি! এই বলিয়া অনবরত সন্তাপ করিতেছেন।

বক্তার প্রমুখাৎ এই ভীষণ, বারিদ বিরহিত বজ্রপাতের ন্যায় বাক্য শ্রবণে, উদ্ঘাতিনী ভূমিতেপাদ বিপেক্ষ পতনোন্মুখী পথিকের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রাজান্তপুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, সেই অন্তঃপুরস্থা রোগগ্রস্ত রাজকুমারীর অধিষ্ঠান গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মহারাজ ও রাজ্ঞী এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গ, চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া বিন্দু বিন্দু বারিধারা বৎ বিনম্র মস্তকে, ব্যসন প্রকাশক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ নয়নবারি বর্ষণ করিতেছেন। এমনকি, তাহাদিগের শোক সন্তপ্ত অবস্থাদর্শন করিয়া অতিকঠিন পাষাণ কলেবর হইতেও বোধ হয়, স্বেদবিন্দু নির্গমনচ্ছলে সেই জড়পদার্থদিগের ও রোদন প্রভারমান করিতে থাকে। অতএব সচেতন ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দয়ার্দ্রীভূত চিত্তে যে, করুণোপস্থিত হইবে তাহার সংশয় কি? সে যাহাহউক আমি সেই

রোগিনীকে দর্শনেপ্সায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অনুমানে এইরূপ নিরূপিত করিলাম, যে, স্মেরাননা ত্রিপুরাসুন্দরী কেবল অনঙ্গবাণে প্রপীড়িত হওতঃ অত্যন্ত কাতরান্বিতা হইয়াছেন; বিশেষতঃ অজ্ঞাতযৌবনা বালা, লজ্জাভয়ে মনোভাব গোপন করাতে, যন্ত্রণা আরও অধিক প্রবল হইয়া তাঁহার মানসকে কলুষিত করিয়া ক্রমে গুরুতর মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। অনন্তর রাজতনয়া বহু ক্ষণের পর নয়নোন্মীলিত করতঃ মৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা শয্যারপার্শ্বে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। আমি তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপবেশন করিলাম এবং আমি উপবেশন করিলে, মদীয় হস্তধারণ পূর্ব্বক, আপন মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কেবল যুগল নেত্র হইতে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্রষ্টাগণ এই চমৎকারভাবের কোন অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সচঞ্চল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদীন! ইহার কারণ কি? আমি, তখন তাঁহার অন্তর্গতভাব সঙ্গোপন করতঃ কহিলাম। হে দ্রষ্টৃগণ! কৈ, আমিত ইহার অপ্রকটীভূতভাবের কোন ভাবই অনভূত করিতে পারিলাম না। আমার বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই দগ্ধমদনের শরদগ্ধ হৃদয়া রাজতনয়া, স্বীয়ললাটে করাঘাত করিয়া কবরী হইতে মহামূল্যমণি নিষ্ক্রান্ত করতঃ আমার হস্তে

প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তৎকালে সঙ্কেত দ্বারা তাঁহার উপস্থিতভাব গোপন করিতে নিষেধ করিলে, চতুরাবালা মৌনাবলম্বনে থাকিয়া অনতিচিরে প্রলয় প্রাপ্ত হইলেন। আমি তাঁহার পীড়ার মুল কারণ, অর্থাৎ কাহার প্রতি আসক্তা হইয়া এরূপ ঘটনা হইয়াছে তাহাবুঝিতে না পারিয়া সংশয় চ্ছেদ জন্য তাঁহার নিজ মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সংশয় নিরসন করণ মানসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। পুনরায় যুবতী, চেতন প্রাপ্ত হইলে, গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথে কহিলাম, মহারাজ! আমি বিশেষ অনুসন্ধানপর হইয়া এই দেহশোষক রোগের কারণ অন্বেষণ করিব; এবং যাহাতে এদারুণরোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন তাহার বিশেষ চেষ্টাকরিব; কিন্তু একবার সকলকে এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে। আমার ব্যবস্থামতে মহারাজ প্রভৃতি সমস্ত দর্শন কারিগণ, তৎক্ষণাৎ পীড়িতাকে একাকিনী রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া বলিলাম, হে চারুচন্দ্রাননে! রাজনন্দিনি! মল্লিখিত চিত্রিতপট কি তোমার বিষম রোগের কারণ? যদি তাহা হয়, তবে চিত্রপট দর্শনে এত উৎকণ্ঠিতা হইলে কি হইবে? কারণ, তুমি যাহার উদ্দেশে প্রাণমনঃ সমর্পণ করিতে উদ্যতা হইয়া এত ব্যাকুলিতা

হইয়াছ, তিনিত ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নহেন; অতএব বৃথা আশার আশ্রিত হইয়া স্বয়মুদ্দীপিত অগ্নিতে বৃথাদগ্ধ হইতেছ কেন? বিশেষতঃ তিনি পরী-রাজকন্যা ক্ষণ প্রভাব্যতীত অন্য রমণীকে পরিণয় করা দূরে থাকুক, মুখাবলোকন করিতেও ইচ্ছা করেন না। অতএব এদুরাশা পরিত্যাগ কর। যাঁহার সহিত স্বপ্নেও দর্শন হইবার সম্ভাবনা নাই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলে কি হইবে? তিনি সর্ব্বসিদ্ধ নগরব্যতীত কদাচ অন্যত্রাভি গমন করিবেন না। অতএব অচিরাৎ এমিথ্যা আশাবৃক্ষের সমূলোৎপাটন কর। আর তোমার কি কোন বিবেচনা নাই? একবারে উন্মত্তা হইয়াছ? সদসৎ বিবেচনা সকল বিসর্জ্জন করিয়া কি, লজ্জাহীনা কুলটা-দিগের পদবীতে পদার্পণ করিতে উপক্রম করিতেছ? আর আমাকে মানবমণি সঙ্কেতানুসারে জানাইবার নিমিত্ত কবরীরমণি অর্পণ করায়, তোমার পার্শ্ববর্ত্তি দর্শকগণের মনে, তৎকালীন যে কত প্রকারভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। ছি! ছি! চপলে! তুমি একবারে আর্য্যধর্ম্ম উলঙ্ঘন করিয়া জন সমাজে কেবল হাস্যাস্পদ হইলে। তোমারমত এমন প্রগল্‌ভা স্বভাবা অনূঢ়াত, আমার কখন নয়ন গোচর হয় নাই। সদ্বিবেচক দেহিগণ, একথা শুনিলে তিরস্কার চ্ছলে, যে, কত প্রকার বাক্য বিন্যাস দ্বারা

নির্ম্মল রাজকুলে দোষারোপ করিবে তাহা বর্ণনাতীত। অতএব এবিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিলে না; বিশেষতঃ তোমার এঅসম্ভব বিরহ অবস্থা গন্ধর্ব্বরাজ শ্রবণ করিলে, আহুতি প্রদত্ত হুতাশনের ন্যায় প্রবল কোপে যে কত প্রকার কঠোরবাক্য সকল প্রয়োগ পুরঃসর তিরস্কার করিবেন তাহা বলিতে পারি না। হয়ত স্বীয়কুলমর্য্যাদা রক্ষাকরণ নিমিত্ত রাগান্ধ হইয়া তোমার প্রাণপর্য্যন্তও সংহার করিতে পারেন; অতএব হে সুশীলে! তিতিক্ষাকে আশ্রয় পূর্ব্বক সচঞ্চল মনকে প্রবোধ প্রদান কর। এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের সম্মান সংস্থাপন করিয়া আপন সুশীলতা প্রকাশ কর। জন সমাজে তোমার বহুবিধ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হইত। ছি! ছি! অদ্য সেই সকল প্রশংসাকারিগণ, তোমার গুণসমূহে দোষারোপ পূর্ব্বক হয়ত নিন্দনীয় মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন।

আমার এবম্প্রকার হিতোপদেশ বাক্য শ্রবণে, তব প্রেমলালসিকা ভূমীশাঙ্গজা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমার হস্তদ্বয় স্বকরে গ্রহণ করিয়া কহিলেন। সুদীন! আমি যুবতী, বিশেষতঃ স্বতঃলজ্জাশীলা অবলাজাতি হইয়াও যখন, লজ্জাভয় পরিহার করিয়া তোমাতে সকল বিশ্বাস করতঃ প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহারে অবিকল

ব্যক্ত করিলাম; তখন আমাকে আর তিরস্কার করা উচিৎ হয় না; কারণ, অজ্ঞানান্ধ সন্নিধানে সদুপদেশ স্বরূপ সন্মার্গের গুণকীর্ত্তনে কি ফল দর্শিবে? যাহাহউক, আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যদ্দ্বারা আমার প্রাণরক্ষা হয়, তাহার বিশেষ উদ্যোগকর। নচেৎ স্ত্রীহত্যা পাতকে, তোমার পরিলিপ্ত হইতে হই বেক, এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়া দীননয়নে রোদন করিতে২ শয্যার অধোভাগ হইতে, সেই মচ্চিত্রিত প্রকৃতাভিন্য প্রতিমূর্ত্তি বহির্গত করিয়া তৎপ্রতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন। হে উদারচরিত্র মানবমণে! এ প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নিতান্ত তোমাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিল, অতএব হে মহিমাসাগর! রমণী মানদ! আপনি সুরসিক, সুবিজ্ঞ, আপনার সদ্বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। এতাবন্মাত্র বাক্য নিঃসরণ করিয়া প্রায় মৃত্যুপতির পথানুবর্ত্তিনী হইয়া তদবধি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। যখন আমার এবম্প্রকার হিতকর প্রবোধবাক্যে তাহার কোন প্রতিকার না দর্শিয়া বরং বিপরীত ফলপ্রদান করিল, অর্থাৎ যোষিদ্গণের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সঙ্গিনীর ন্যায় সখ্যভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়া অবিকল অন্তর্ভাব প্রকটন করিতে লাগিলেন। এবং বিলাপকরণ কালীন বিকার প্রাপ্ত রোগির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপবাক্য সকল

প্রয়োগ করতঃ মধ্যে মধ্যে মুর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন বিবেচনা করিলাম যে, আমিই তাহার রোগোৎপত্তি কারণের মুলকারণ। কারণ, আমি চিত্রফলকে মূর্ত্তি প্রকাশ না করিলেত আর এরূপ ঘটিত না? চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির প্রকৃতমূর্ত্তি সেই জনমনোহারক সর্ব্ব গুণাভরণবিভুষিত রাজচুড়ামণি গুণার্ণব রূপ মহৌষধ সংসেবন ভিন্ন মর্ম্মভেদক রোগ উপশমের উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে বিবেচনা করিলাম যে, ইহা গন্ধর্ব্বরাজ সমীপে সঙ্গোপন করা অবিধেয়; কারণ, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করাই শ্রেয়ো জ্ঞান করিয়া অগত্যা তদীয় সন্নিহিতে গমনানন্তর কহিলাম; রাজ্যেশ্বর! আপনার আত্মজা ত্রিপুরাসুন্দরীর মানস সঙ্কল্পিত দয়িতবিরহে মানস রাজীব, সূর্য্য বিরহিণী সূর্য্য মণিরন্যায় মুদিত হইতেছে। অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে মল্লিখিত মানব মণির প্রতিমূর্ত্তি অলক্ষভাবে লক্ষ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করতঃ তদ্বিরহ দহনে অবিরত দাহন হইতেছেন। বিশেষতঃ চিত্রপটের কারণ স্বরূপ, সেই অন্তর্গত দয়িতের দিদৃক্ষা বিষয়ে নিরাশা হইয়াই ক্রমে নিতান্ত পীড়াক্রান্তা হইতেছেন। এবং তাদ্বিষয়ে কেবল আপনার অনুজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতেছেন। হে গুরো!

আমার এই সকল বাক্যাবলি শ্রবণে, কিঞ্চিৎকাল গন্ধর্ব্বেশ্বর, বাক্যোপরত ভাবে থাকিয়া কহিলেন। সুদীন! ভাল; ইতঃপূর্ব্বে, এমন অনেক গন্ধর্ব্ব কুলোদ্ভব অনূঢ়া বালিকাগণত; স্বীয় অভিমত মানবকেও স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাহারা কলঙ্কাঙ্কে অঙ্কিত না হইয়া এই সংসারে বরং পূজনীয়াই হইয়াছেন। কেন, তুমি কি তা জাননা? মদীয় শ্যালক গন্ধর্ব্বরাজ শিরোমণি চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরী ও হংসধ্বজ দুহিতা মহাশ্বেতা প্রভৃতি বহুল গন্ধর্ব্ব কুলকন্যাগণ মানবে ভর্ত্তৃত্ব বরণ করিয়াও অতীব যশোভাজনা হইয়াছেন। অতএব মতি মতী দুহিতাকে স্বাভিলাষিত পতি হইতে নিরস্ত করিলে পরিণামে বিপদ সংঘটনা সম্ভব; কিন্তু সেই মানব শ্রেষ্ঠ গুণার্ণবত এ বিষয়ের অনুমাত্র জ্ঞাত নহেন, বিশেষতঃ ক্ষণপ্রভা প্রণয় পাশবদ্ধ সেই চতুর চূড়ামণি পরিণয় বিষয়ের বিন্দুমাত্র বিদিত হইলে আর কদাচ গন্ধর্ব্বনগর আগমন করিয়া অস্মদাদির অভিলাষ পূরণ করিবেন না। অতএব তোমায় আমার শপথ, প্রাণান্তেও এ সমাচার তাঁহাকে অবগত করিও না; কেবল যজ্ঞোপলক্ষ প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ সুবিদিত করিবে। আমাদিগের সৌভাগ্য-বলে, যদি অত্রস্থলে শুভাগমন করেন; তবে তখন, স্ত্রীহত্যাদি হওনের কারণ জ্ঞাপন করিয়া অনুরোধ

করিব। বোধ হয়, তাহাতে, সেই দয়ার্দ্র চিত্তে, অবশ্যই দয়ার উদ্রেক্ হইতে পারিবে; এই হেতু আমি তোমায় অনুনয়ের সহিত বলিতেছি; আমার অনুরোধ রক্ষা, ও বালা ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাণরক্ষা, এবং আপনি শিবাত্ব গৌরব রক্ষা, এই তিন বিষয় রক্ষা নিমিত্ত, সেই রাজাধিরাজ গুণার্ণবে আনয়ন করিতে রীতিমত উপহার ও চতুরঙ্গিণী সেনাগণ লইয়া গমন কর। হে গুরো! আমি স্ত্রীহত্যা হওনাশঙ্কায় বিশেষতঃ রাজসম্মান রক্ষা না করিলে বিপদ ঘটনা সম্ভব? এই অনুমানে, তাঁহার মতের বিপরীত ব্যবহার করি নাই; অর্থাৎ আপনার অপত্য সদৃশ স্নেহভাজন সুদীন, কেবল ত্বৎকৃপা পাত্রী বলিয়া তৎকালীন আপনাকে গন্ধর্ব্ব নগরে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য ছিল সে সমস্ত বর্ণিত হইল। অতঃপর আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। অপিচ, হে গুরো! আর যদি নৃপানুরোধে আমার কোন বাক্ চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে অধিক কি বলিব এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই অপরাধ হইতে আমায় মুক্ত করিবেন। এবং আপনি কিঞ্চিৎ সত্বর হইয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করুন; কারণ তথায় স্ত্রীহত্যা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। বোধ হয়, আমার আগমনাবধি এই দিন ত্রয়ের মধ্যেই, [illegible]ন্য অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

অধিরাজ গুণার্ণব, সুদীন প্রমুখাৎ গন্ধর্ব্বরাজ তনয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর অবস্থা শ্রবণ করণানন্তর সুদীনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুদীন! আমি আর ঘোটকোপরি অবস্থান করিতে শক্য হইতেছি না, সহসা আমার হৃদয়ে অসম্ভব ও অনির্ব্বচনীয় কোন ভাবের উদয় হওয়ায়, যেন, ক্রমে প্রাণবায়্বাদি দেহকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব ত্বরায় ধারণ কর; অঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিল। অনুমান হয় অতি সত্বরে এ সমস্ত দেহভূমি তিরস্কার করিয়া প্রাণ, অন্য দেহকে আশ্রয় করিবে। সুদীন! ধর, ধর, আমি বিকলেন্দ্রিয় হইলাম; হে জগদীশ্বর! স্বীয় মহীয়সী মহিমা প্রকাশ করিয়া এই ভবসাগরোদ্ভব অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা কৃতান্ধের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করুন্। নাথ! ভাবি জঠর যন্ত্রণা অপসার করুন্ ও অবিদ্যা পরবশো মানস সঙ্কল্পোর্জ্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতি কর্ম্ম সমূহ ভোগের সহিত প্রণষ্ট করতঃ জীবত্ব উপাধি সংহার করুন্। হে প্রভো! করুণাবিতরণে স্বীয় তেজোভাগ গ্রহণ করুন্। ওঁ তৎসৎ একমুক্ত পরমেশ্বরে বহুবিধ স্তুতি করিতে করিতে যখন গুণার্ণব, মৃতবদ্দেহে ঘোটক হইতে এক কালীন ভূতল শয্যায় প্রপতিত হইলেন; তখন সুদীন প্রভৃতি সৈন্যগণ, সকলে হাহাকার রবে চিৎকার করিয়া উঠিল বিশেষতঃ সুদীন, অসহ্য শোকাবেগ সম্বরণে

হইয়া হতোস্মি! ইত্যাকার আর্ত্তনাদে অতীব রোদন পরায়ণ হইলেন। হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ কি হইল! মহারাজ! এই দেখিতেং নয়ন পথের অদৃশ্য হওতঃ কোথায় প্রস্থান করিলেন। বসুমতী যে অদ্য প্রিয়পতি শূন্য হইলেন। যেরূপ, জগৎ প্রকাশক প্রভাকর স্বীয় প্রভা অপসারিত করিলে, বিশ্বস্থ সমস্ত তৈজস পদার্থই স্বকারণ রহিত হইয়া কেবল তমোময় পদার্থ মাত্র প্রতীয়মান হয়; হে প্রভাশালিন্ মহারাজ। অদ্য সেইরূপ আপনার অভাবে প্রজাপুঞ্জ ও প্রভাশূন্য হইল। হে অবনীশ্বর! অদ্য অবনী আপনাকে অনাথা বোধে প্রগাঢ় শোকে নিমগ্ন হইয়া নিস্তব্ধা হইলেন। আহা! বোধ করি, ধরণী বিলুণ্ঠিত ধরাপতির অমরোপম কলেবরে প্রখর প্রভাকর কর স্পর্শাশঙ্কায় বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণশীল তোয়দমালা ছত্রধারণী হইয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে? অপিচ ধূমযোনি আচ্ছাদিত বসুমতী সতী তমোভূতা হওয়ায় বোধ হয়, মহান শোকাবেগ সম্বরণে অসহিষ্ণু হইয়া এইচ্ছলে বিবর্ণা হইলেন। হে প্রজানাথ! অধুনা জ্ঞান ও বিদ্যা আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে যোগ্যাধারস্থ বোধে আনন্দ অনুভব করিবে। হায়! হায়! ত্বদেক গতি মাত্র মহিষী ক্ষণপ্রভার গতি কি হইবে? হা মন্দভাগিনি ক্ষণপ্রভে! তুমি এত দিনের পর শিরো-

ভূষণ বিহীনা হইলে? আহা! আপনি যাঁহার প্রণয়নী হওনাবধি, অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণায় যন্ত্রণাবোধ না করিয়া বরং প্রেমসিন্ধুতে সরস প্রবন্ধ শাখা সমন্বিত সৌহৃদ্য তরু দ্বারা সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন তিনি অদ্য সেই আয়াস সাধিত সেতুভগ্ন করিয়া স্রোতবাহি জীবনের ন্যায় আপনার জীবন শূন্য করিয়া বিক্রত হইলেন। হে গুরো গুণার্ণব! কি অপরাধে সকলে শোক তাপে তাপিত করিতেছেন? একবার গাত্রোত্থান করুন, আর আমি গুরু বিরহে প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। হা দুর্ভগে গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনি ত্রিপুরে! তোমার নিমিত্তই এ দুর্নিমিত্ত সংঘটন হইল। হায় হায়! প্রাণ যায়! হে বিমল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মপথ দর্শক! তোমার ব্যতীত জীবন আর দেহে অবস্থান করিতে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও স্পৃহা করিতেছে না; অতএব এক্ষণে শ্রীপাদ পঙ্কজে ঝটিতি স্থানদান করুন। প্রলাপ প্রাপ্ত রোগীর ন্যায়, এবম্প্রকার বহুশো বিলাপ করিতে করিতে সুদীন, সুদীর্ঘকাল বসুধাতলে নিপতিত হওতঃ নিশ্চেষ্টভাবে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

সঙ্গস্থিত সমস্ত গন্ধর্ব্ব বাহিনীগণ, পথমধ্যে পুনর্ব্বার মহান্ বিপদুপস্থিত দেখিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে, চিত্রিত পদার্থ প্রায় স্থির নয়নে পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সংঘটিত শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্ব গুণান্বিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দিননাথ

ভাতি মহারাজ ও গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীনের মৃতকল্প দেহ দ্বয়কে পরিবেষ্টন করিয়া চক্রব্যূহের ন্যায় সকলে অবস্থান করিতে লাগিল। আহা! পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চয্য কার্য্যকৌশল! তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা শক্তি না থাকিলে প্রায়ঃ সর্ব্বদা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নতা জন্য বিপদ্ধ্রদে পতিত হইতে হয়। কি আশ্চর্য্য! সেই দিবস অরণ্য মধ্যে প্রাণি মাত্রেরই কাহারো চেতনা ছিল না। এইরূপে, সেই কান্তারমার্গে সকলেই শোকাচ্ছন্ন ভাবে কাল যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে গন্ধর্ব্ব সৈন্যগণ চেতনা প্রতিলাভ করিল। তন্মধ্যে কএকজন সুবিজ্ঞ প্রধান সেনাধ্যক্ষ একবাক্য হইয়া পরামর্শ স্থিরতাপূর্ব্বক একজন বার্ত্তাবহকে সর্ব্বসিদ্ধ নগরে ও অপর জনকে গন্ধর্ব্বস্বামি গোলকনাথ সমীপে এই উপস্থিত সংবাদ প্রেরণ করিয়া অনুমতি প্রতীক্ষায় ভস্মাচ্ছাদিত অনল সদৃশ তেজঃপুঞ্জ দেহদ্বয়কে রক্ষা করণার্থ সকলে সতর্কভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। এদিকে মানব মণির আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ নিরীক্ষণকারি গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথ সর্ব্বদা উৎকলিকাকুল চিত্তে, কালযাপন করতঃ অমাত্যবর্গ ও সভাসদ গণের প্রতি কহিতে লাগিলেন। সুবীর সুদীন, রাজাধিরাজ গুণার্ণব মানবমণির আনয়ন জন্য অদ্য দিবস চতুষ্টয় হইল গমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপিও তিনি

প্রত্যাগত হইলেন না। এই নিমিত্ত আমার অনুমান হয় তথায় কোন অনিষ্ট সংঘটনা হইয়া থাকিবে; নচেৎ বার্ত্তা-বহ দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত বিষয়ে বঞ্চিৎ থাকিলাম কেন? আমি এমন কি সৌভাগ্য সমন্বিত পুরুষ, যে রাজর্ষি গুণার্ণবে আত্মজা সমর্পণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিব? সে দুরাশা দূরে থাকুক, এক্ষণে মদীয় ত্রিপুর ধন্যা কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী, বোধ হয়, অনতিকাল বিল-ম্বেই করাল কাল কবলে পতিত হইবেন তাহার সংশয় নাই। গন্ধর্ব্বনাথ, এবম্প্রকার আক্ষেপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ইত্যবসরে বিক্রমকেশরী নামা একজন বার্ত্তাবহ অতীব খিন্নমনে সভাস্তলে সমাগত হইয়া রাজ নিয়মানুসারে বিনম্র মস্তকে প্রণাম করিয়া অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত অনবরত নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সহসা, আগন্তুক বার্ত্তাবহের নেত্র হইতে বারিবিন্দু পতিত হওয়া ও অধরার্দ্ধ স্ফুরিত বিবক্ষা ভাব সন্দর্শন করিয়া সকলে মহাভীত হইল; কারণ, এতাদৃশ শোক ভাবাপন্ন ব্যক্তির বদন হইতে না জানি কি শেল সম হৃদ্বি-দারক বাক্যবিনিঃসৃত হইবেক; এই আশঙ্কায় সকলে সন্ত্রাসিত হইয়া ক্ষণকাল বাগস্ফুট ভাবে বার্ত্তাবহের ম্রিয়মান মুখভাগে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া রহিল। বার্ত্তা-বহ, আপন অভিষিক্ত পদের প্রতি সহস্রং তিরস্কার করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল। আহা! সেই সর্ব্ব

গুণাধার গুণার্ণবের মৃত্যু বিবরণ কি প্রকারে বর্ণন করিব? কিন্তু কি করি, যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যবসায় নিয়োজিত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি তখন, মৎপক্ষে উহা অযোগ্য হইলেও ব্যক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু, পরবৃত্তি ভোগী পরাধীন পুরুষদিগের সুসাধ্যাসাধ্য বিবেচনা না করিয়া বরং স্বীয় বৃত্ত্যনুসারে নিয়োজিত কার্য্যের সমাধান করাই শ্রেয়স্কর। অতএব,এই অবক্তব্য সংবাদ প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইল, ইত্যাদি সমালোচনা করিয়া বাস্প বিগলিত বদনে কণ্ঠাবরোধ স্বরে কহিল, মহারাজ! মানবমণি, মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; এবং সুদীনও তাঁহার শোকরূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া বিরহ বিষে আচ্ছন্নতা হেতু, ধরাশয্যা অবলম্বন করতঃ উত্তারনয়নে সেই কানন মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! সংস্কারপ্রদা নাম্নী বনান্তরাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ এতদূর অন্তিকবর্ত্তী হইয়াও দুর্ভাগ্য দরিদ্র জনের হস্ত সংগৃহীত রত্ন প্রতারিত প্রায়, অস্মদেশীয় দুর্ভাগ্য গন্ধর্ব্ব গণে বঞ্চনা পূর্ব্বক সেই মানবমণি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

অকস্মাৎ, দূত প্রমুখাৎ বজ্রপাৎ সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকোন্মত্ততাপ্রযুক্ত সামান্য জনের সদৃশ গন্ধর্ব্ব পতি গোলকনাথ, সিংহাসন পরিত্যাগ পুরঃসর বিলাপ

করিতে করিতে সেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হা দুর্ভাগ্যবতি ত্রিপুরে! তোমার নিমিত্তই রাজচন্দ্র হরণ করিয়া আমি রাহু সদৃশ করাল কবলে কবলীকৃত করিলাম। হায় বিধাতঃ! কলঙ্কাঙ্ক স্থাপনের আর আধার না পাইয়া আমাতেই সমস্ত সমর্পণ করিয়া মানস সম্পূর্ণ করিলেন। হায়! হায়। স্বার্থ পরলোকের ন্যায়, মিথ্যা চতুরতা প্রকাশ পুরঃসর সেই মহিমার্ণবে আনয়নে কৃতযত্ন হইয়া কেবল জগন্মণ্ডলে কলঙ্কের ভাজন হইলাম। যদি আমি, তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ ঘটিত না। অতএব, আমিই এ অনিষ্টের মূলীভূত তাহার কোন সন্দেহ নাই। হা বিধাতঃ! তুমি কি আমাকে চিরজীবনের নিমিত্ত জন সমাজে কেবল বঞ্চক ও রাজ্ঞী পরীরাজ কুমারীর জীবন সর্ব্বস্বাপহারক বলিয়া বিশ্রুত করিলে। রে প্রমত্ত মনঃ! তোমাকে ধিক্! তুমি কোন প্রকার হিতকর বাক্যাদি দ্বারা প্রবোধ না মানিয়া অবশেষে কি এই অনিষ্টকর কার্য্য সম্পাদন মানসে স্বার্থ সাধন পন্থায় পদার্পণ করিয়াছিলে? ইত্যাদি শোকসূচক কারুণ্যোক্তি প্রয়োগ করিতে করিতে গন্ধর্ব্বনাথ, সেই মানবমণির অঙ্গপ্রভা দর্শনেচ্ছু হইয়া বনভূমিতে প্রবেশ পুরঃসর ক্রমে নিকটাবর্ত্তী হইলেন। এবং তদীয় সভাসদ প্রভৃতি আবাল বৃদ্ধ যুব গন্ধর্ব্বগণ সকলেই অন্বেষ-

গুণশালি ও সুকুমার মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রিয় গুণার্ণবের, তৎকাল সংঘটিত অবস্থা ও অঙ্গ সৌষ্টব দর্শনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথের অনুগমন হইয়া বনমধ্যে তেজোময় কলেবর দর্শন করিল। সেই অপরূপ দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বগণ পরস্পর বলিতে লাগিল। এই অনুপমকান্তি বিলোকন করিয়া বোধ হয়, উদয়াদ্রি সমুদিত সহস্রাংশু, গমনকালে পথমধ্যে, সহসা অত্রত্য মনোরমণীয় নির্জ্জন বন শোভা তদীয় নয়নপথের পথবর্ত্তিনী হওয়ায়, দর্শন লালসায় স্যন্দনহইতে অবতীর্ণ হওতঃ সাতিশয় নিদ্রাতে আবিষ্ট হইয়া এই ঈষদ্বায়ু সঞ্চালিত বনস্পতি মূলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যোদয়কালে অর্দ্ধ বিকসিত কমলিনী সদৃশ, এই কমনীয় বদন লাবণ্যছটা প্রকাশ হওয়ায় বোধ হয়, প্রাপ্ত সমাধি যোগীরন্যায় কোন মানসসঙ্কল্প সাধন নিমিত্ত সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া, বিমূঢ় প্রাণিগণে যোগবলে বিমোহিত করতঃ অন্তরে অপার আত্মানন্দ অনুভব করতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য চ্ছলে পৃথিবী শয়নে শয়ান রহিয়াছেন। এবম্বিধ রাজতনয়ের অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে সম্ভাষণ বিরহি গন্ধর্ব্বগণ, প্রভূত শোক সংক্ষুব্ধ চিত্তে কেবল পুনঃ পুনঃ সেই নিরূপম কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর সকলে আক্ষেপ করিতেছেন; ঈদৃশ সময়ে গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীনং সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহানন্দ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে

লাগিলেন। আমি মূর্চ্ছাবস্থায় থাকিয়া স্বপ্নোপম কোন সিদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক রাজর্ষি গুণার্ণবের মোহপ্রাপ্তের কারণ অবগত হইলাম। গুরু, পার্থিব লীলা সম্বরণ করেন নাই; দৈবানুগ্রহে জ্ঞান বিষয়ক কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয় বিজ্ঞান করিতেছেন। যাহা শ্রবণে, জগতীস্থ বিমলচিত্ত প্রাণী মাত্রেরই পর্য্যালোচনায় বিশেষ উপকার দর্শিবে। এবং যাহার একাংশ মাত্র সুনিয়মানুসারে সময় যাপন করিলে, মুমুক্ষু জীবগণে অনায়াসে মায়াপাশ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে। যাহা হউক্ আগামী কল্য মধ্যাহ্নকালে গুণ-সিন্ধু গুণার্ণব, পূর্ব্ববৎ চেতন প্রাপ্তে, স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদন করিবেন। স্তদীনের বদন বিনির্গত আশ্বাসামৃত বাক্য বিন্দু বর্ষণে, তৃষিত চাতক যেমন আকাশ বারি পানে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ শূন্যচেতা নররাজচন্দ্রের সম্ভাষণসুধা পিপাসু গন্ধর্ব্বগণ আশ্বাসানন্দ জলধরের আশ্রিত হইয়া সকলে সে দিবস পরমেশ্বরের গুণানু-কীর্ত্তনে অতি বাহিত করিলেন। কিন্তু, প্রপীড়িতা ত্রিপুরা সুন্দরীর জন্য কেহ একবার মাত্র চিন্তাও করিল না।

এদিকে দূত, সর্ব্বসিদ্ধ নগরে, অমরাবতীস্থ সুরপতির সুধর্ম্মা সভা সদৃশী শোভনীয় সমজ্যায় উপস্থিত হইয়া, শূন্য রাজসিংহাসনের অনতিদূরে সুখাসনে সমাসীন প্রিয়-বর নামক প্রধান অমাত্যকে প্রণতিপূর্ব্বক, ধারা বিগলিত

নয়নে কহিতে লাগিল। মহাশয়! আমি যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছি তাহা অনিষ্পাদ্য হইলেও নিষ্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অর্থাৎ অতি নিদারুণ সম্বাদ হইলেও সুতরাং আমাকে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। মানবমণি গুণার্ণব, গন্ধর্ব্ব নগরে গমন করিতে করিতে দুর্দৈব বশতঃ পথমধ্যে পার্থিবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অকস্মাৎ, দূতমুখে শত বজ্রপাৎ সদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ হা মহারাজ! ইত্যাকার শব্দে সকলে আর্ত্তনাদ্ করিতে লাগিল। সভামণ্ডলে মহান্ ক্রন্দনের কোলাহল উত্থিত হওয়ায়, পতিপ্রাণা ক্ষণপ্রভা সহসা শোক প্রকাশক রোদন ধ্বনির কারণ বিজ্ঞান জন্য, চঞ্চল চরণে গবাক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক কর্ণপাতে,স্বীয় হৃদয়বল্লভের অশুভ সংবাদ অবগত হওতঃ তৎক্ষণাৎ ছিন্ন তরুর ন্যায় এককালীন পতিত হইয়া দণ্ড মধ্যাহত ভুজঙ্গিনী সদৃশী অস্থিরাঙ্গে ইতস্ততঃ হইয়া পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অহো! সেই নির্দ্দয় চতুরবিধাতার অলৌকিক কার্য্য কৌশলের যে অনুসন্ধান করে, যক্ষ রক্ষ মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি সমূহের মধ্যে কাহারও এমন ক্ষমতা নাই। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! তিনি যে, কখন কাহাকে কিরূপ অবস্থায় প্রতিপন্ন করিবেন, কি করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহা জীব মাত্রের কাহারই জ্ঞেয় নহে। দেখ রাজবালা

ক্ষণপ্রভাকে,প্রেমবিটপীর বীজ বপন অবধি অশেষ ক্লেশ সহ্য করাইয়াও সেই নিদারুণ বিধাতৃ তথাপি সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে অপার দুঃখ ও শোকতরঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মানস সুসিদ্ধ করিলেন। আহা! নবযুবতী ক্ষণপ্রভা সতী, বসুমতীকে ক্রোড় দিয়া যখন ছিন্ন পশু সদৃশ ব্যবহার করতঃ নিজ কান্তের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে বিচ্ছেদ বিধূরতা, পুরস্থ সকলকে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বলিব কি, তখন তরু শাখাস্থিত দ্বিজকুল পর্য্যন্ত ও শ্রবণাসহিষ্ণু হইয়া নিজ নিজ নীড় পরিত্যক্ত হওতঃ অন্যান্য রাজ্যে গমন করিতে লাগিল। অতএব, সেই অবলা রাজমহিলার অপরিসীম শোকের বিষয় আর কি বর্ণনা করিব। হে দেবি পর্ব্বতরাজতনয়ে! বোধ হয়, সহস্রবদনবিশিষ্ট শেষ আগমন করিয়া ও বক্তৃতা দ্বারা এ বিষয় শেষ করিতে সক্ষম নহেন। সে যাহা হউক,ইদানীং প্রধানা রাজ্ঞী ক্ষণপ্রভা, এইরূপ ভয়ঙ্কর শোকাবেগ সহ্য করণে অশক্ত হইয়া ক্ষণে২ মূর্চ্ছা ও কদা কদা মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত চেতনলাভ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুচিরকাল একবারে বাহ্যেন্দ্রিয়াদির স্পন্দন শূন্য হইয়া রহিলেন। পরন্তু,ক্ষণপ্রভাকে কেবল প্রতিপন্নকারি দৈবকর্ত্তৃক তাদৃশ দুঃসহ নববৈধব্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইল। আহা! সতী, চেতনা প্রাপ্তে পতিশোকে অধীরা হইয়া বক্ষ্যমাণ

বাক্যদ্বারা বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা হে জীবিতেশ্বর! তুমি অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিলে? এবম্বিধ করুণা রসাভিষিক্ত স্বরে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বিহ্বলা হওতঃ পৃথিবী আলিঙ্গনে ধূল্যবলুণ্ঠন ধূপরস্তনী ও আলুলায়িত কেশী রাজ্ঞী, সকল পুরজনে সমদুঃখে দুঃখিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নাথ! তোমার যে রূপাতিশয্যশালিমূর্ত্তি বিলাসি-গণের উপমা স্থল স্বরূপ ছিল; সেই শরীর বিগতাসু হইয়া অধুনা অরণ্য মধ্যে পতিত রহিয়াছে। হা ঈদৃশ! অকল্যাণকর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না? বোধ হয়, স্ত্রীলোকের হৃদয় পাষাণা-পেক্ষাও কঠিন্। অহে! আশ্রিত নলিনীদল পরিত্যাগ করণান্তর ভগ্নসেতু স্রোতবাহি জল সমূহের ন্যায়, প্রেম-নীরস্থ সৌহৃদ্য সেতু ক্ষত করিয়া ত্বদায়ত্ত জীবিতা ক্ষণ-প্রভায় পরিত্যাগ পুরঃসর কোথায় পলায়ন করিলে? হে প্রিয়! আমা কর্ত্তৃক কখনত তব সম্বন্ধে কোন প্রতিকূলা-চরিত হয় নাই, তবে কেন প্রেমাধীনীকে বিমুখ হইলে? বোধ হয়, নিতম্ব ভূষণে বন্ধন স্মরণ, অথবা, কর্ণাবতংস উৎপল করণক তাড়না বোধে পলায়ন করিলে? নাথ! পূর্ব্বে বলিতে তুমি আমার হৃদয়লাসিনী; বোধ হয়, সে কেবল মদীয় মনোরঞ্জনার্থ চাতুরিবাক্য মাত্র প্রয়োগ করিতে, নচেৎ তুমি মৃত ও ক্ষণপ্রভা জীবিতা রহিল কেন?

হে পরলোকগামিন্ প্রিয়তম! ভাল আমিই যেন, তোমার পথে অনুগামিনী হইলাম; কিন্তু ত্বদীয় প্রেমাশ্রিত অন্য যুবতীগণেরত,সুখাশা অদ্যাবধি বিলীন হইল। কারণ,ত্বদেক সমাশ্রিতা নবযৌবন শালিনী কামিনীগণের যামিনী বিলাসে ত্বদরিক্ত পুমান্প্রতি আসক্ত হওয়া কদাপি সম্ভবে না। হে কান্ত! যাবত্কাল তুমি স্বর্গীয় কামিনীগণ কর্ত্তৃক লভ্য না হও, তাবৎ পতঙ্গ বৃত্তিরন্যায় অনল পথাবলম্বন করণানন্তর পুনর্ব্বার তোমার অঙ্কশায়িনী হইব। হে রমণীরমণ! যদিচ তব পথাবলম্বিনী হই, তথাপি এতাদৃশ সৌন্দর্য্যসমন্বিত পতি বিয়োগিনী হইয়া এতাবৎকাল অকিঞ্চিৎকর দেহভার বহন করাও জনসমাজে কেবল নিন্দনীয় হওয়া মাত্র। অতএব ত্বরায় প্রজ্বলিত অনলাভ্যন্তরে দেহ সমর্পণ করিয়া তব বিরহানল জনিত জ্বালা শীতল করি। কেননা পুরাকালীয় লোক কর্ত্তৃক শ্রুত আছি যে, বিষের দ্বারাই বিষ নিবারণ হয়। যাহা হউক, প্রাণবল্লভ বিচ্ছেদে প্রাণ পরিত্যাগই কল্যাণকর হইয়াছে। ওরে পরিচারিকাগণ। ত্বরায় চিতাকুণ্ডের আয়োজন করিয়া ক্ষণপ্রভার প্রতি, প্রত্যক্ষরূপে স্নেহের অভিজ্ঞান প্রদর্শন কর। মহিষী, এইরূপ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পরিচারিকাগণকে জীবন বিনাশ কারণ চিতা সুসজ্জিত করিতে পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত গুণ গণের আধার

স্বরূপ গুণার্ণবের অশিব সংবাদ শ্রবণে, সর্ব্বসিদ্ধ নগ-রীস্থ প্রাণী মাত্রেই অপর্য্যাপ্ত শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

ক্ষণপ্রভা, পুনশ্চ সপত্নী বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। প্রিয়তমে ভগিনি! আর আমা-দিগের বৃথা কাল হরণের প্রয়োজন কি? যদিস্যাৎ পরিচারিণীগণ এ সময়ে আমাদিগকে অনাথা জ্ঞান করিয়া অনুমতি প্রতিপালন করিল না; তবে এস আপ-নারাই আপনাদিগের জ্বালা নিবারণের উদ্যোগ করি। রাজ্ঞী শোকোন্মত্তা হইয়া সমশোকানুবর্ত্তিনী প্রিয় সপত্নী বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া বারম্বার এইরূপ হৃদ্বিদারক বাক্য সকল বিন্যাস করিয়া শেষে আপ-নাদিগের দেহাবসান করিবার নিমিত্ত আপনারাই চিতাকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর, কুণ্ডমধ্যে রাশি রাশি কাষ্ঠ সকল নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অনল প্রদান করিবামাত্র তৎকালে এমনি বোধ হইয়াছিল, যেন বৈশ্বা-নর স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া প্রলয়কালের ন্যায় দিগ্‌দাহন মানসে ক্রমশঃ স্বীয় অঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কুণ্ডস্থ অনলরাশি হইতে ঊর্দ্ধগামি সধূমশিখা সকল শতধা হইয়া যখন নভোমণ্ডলপর্য্যন্ত ব্যাপন করিয়া ফেলিল; অপিচ শিখান্তর্গত বিস্ফুলিঙ্গ সকল যখন দশদিক্ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল; তখন রাজ-

মহিলাদ্বয় জগদীশ্বরকে বহুবিধ প্রণতিনতি পূর্ব্বক, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয়২ শরীরকে সমর্পণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উক্ত মানসে কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেছেন; ইত্যবকাসে সাক্ষাৎ শশিশেখরের সদৃশ ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক জটাবল্কলধারী এক যোগিবর, সহসা সেই স্থানে সমাগত হইয়া যুগল হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক রাজকুল বধূদ্বয়কে প্রথমতঃ অতি গম্ভীরস্বরে প্রতিষেধ করিলেন। পরে মধুর হাস্য আস্যে বাঙ্নিষ্পত্তি করিয়া কহিলেন। পুত্রিকে ক্ষণপ্রভে! সলভবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কলধৌত কোমল রুচির অঙ্গকে, সপত্নী সমভিব্যাহারিণী হইয়া কি কারণ প্রোদ্দীপ্ত হুতভুঙ্ মধ্যে আহুতি প্রদানে উন্মুখিন্ হইতেছ? তুমি যাঁহার মরণ নিশ্চয় জ্ঞানে আত্মনাশে উদ্যতা হইয়াছ, সেই প্রভুত গুণশালি গুণার্ণব জীবিত আছেন; প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল নিরুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া পরম করুণাকর পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রসাদে যোগমায়ার অপূর্ব্ব কৌশল সকল দর্শন করিতেছেন; সত্বরে গাত্রোত্থান করিবেন। অতএব, তুমি এত ব্যাকুলিত হইও না। অপিচ তুমি বিদ্যুল্লতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গন্ধর্ব্ব নগরী গমন পূর্ব্বক তত্রত্যা মহারাজ গোলকনাথের কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীকে স্বয়ং নিজ কান্তের করে সমর্পণ করিবে; নচেৎ স্ত্রীহত্যা

হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ সুদীন কর্ত্তৃক অধিরাজের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শনাবধি গন্ধর্ব্বতনয়া নিতান্ত বিরহ বিধুরা হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে; এবং তজ্জন্যই গন্ধর্ব্বাধিপতি সবিশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক মহীপালকে তথায় লইয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু, পথমধ্যে সেই অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটনা হইয়াছে। অপিচ আমি নিশ্চিত অবগত আছি যে, শুদ্ধান্তঃকরণ সমন্বিত সত্যনিষ্ঠ রাজতনয়, তোমার অনুমতি ব্যতীত তাহাকে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। এই জন্যই বলিতেছি যে, তুমি দৈবানুরোধে আত্ম কান্তকে অনুরোধ করিবে; অর্থাৎ যাহাতে যুবরাজ, বিচ্ছেদজ্বর প্রপীড়িতা ত্রিপুরার পাণি গ্রহণ বিষয়ে স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র গমন কর, এস্থানে আর বাগাড়ম্বর বৃথা মাত্র। এস, আমার এই বিমান গমন শক্য সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সুলভে কার্য্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া সূর্য্যরথ সদৃশ জ্যোতিঃ সমন্বিত এক দৈব উপস্থিত ব্যোমযানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত উভয় রাজ্ঞীকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

ক্ষণপ্রভা, পবিত্রমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীর অদ্ভুত দৈবশক্তি অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, পটহ নির্ঘোষ

দ্বারা স্বনগরী মধ্যে, এই কুশলময়ী বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া তাপসোদ্দিষ্ট বিমানোপরি সসপত্নী হইয়া আরূঢ় হইলেন। যোগিরাজ, রাজাঙ্গনাদ্বয়কে স্বীয় আকাশযানে আরোপণ করতঃ প্রভূত তেজোরাশির ন্যায় স্বয়ং যোগপ্রভাবে অনায়াসে ক্রমশঃ অম্বরপথে উদ্গামী হইয়া অচিরকাল মধ্যে নগরীস্থ সমস্ত দ্রষ্টৃগণের নয়নপথের অদৃশ্য হইলেন। এবং অয়স্কান্তমণি দ্বারা যদ্রূপ অয়ঃখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়; তদ্রূপ অসীম যোগপ্রভ যোগি পুরুষের অনুযায়ী হইয়া মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সিংহাসনও অদৃশ্য হইল। পরন্তু, অতিমাত্র শীঘ্র গন্ধর্ব্ব নগরীতে উপনীত হইয়া রাজভবনে, রাজপুর কর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাপুঞ্জ প্রভৃতি প্রতিহারিগণ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অতএব প্রজাজনশূন্য রাজধানী দর্শন করিয়া আপনাদিগের আনেতা সেই কালত্রয়দর্শি যোগি পুরুষকে সভয়ে বেপমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন্। হে ভগবন্ ভুত ভবিষ্যদ্বাদিন্! এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট করিয়া আমাদিগের চিত্ত যেন বারিধিবিচির ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; অতএব হে প্রভো! অনুগৃহীতা অবলাদ্বয়কে কৃপা বিতরণে ইহার কারণ বিজ্ঞাপন করুন্। তাপস, রাজকুল ললনা ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতার এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন। অয়ি ভীরু স্বভাবে ক্ষণপ্রভে! অকা-

রণ চিন্তা করিও না, আমি ইহার তাৎপর্য্য অবগতি করাইতেছি, অবহিত চিত্তে অবধারণ কর। গন্ধর্ব্বনগর বাসিগণ, গুণার্ণবের জীবন পরিত্যাগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলে আপন বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই গুণধাম মহারাজ বিরাজিত কান্তার মধ্যে গমন করিয়াছে; অধিক কি, মৃতকল্পদেহা রাজনন্দিনীর সমীপে তাঁহার সহচরীগণ ব্যতীত অপর একজন রক্ষক মাত্রও নাই। ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতা এইমত যোগিরাজ-বদন-বিনির্গত সুধাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তৎসমভিব্যাহারিণী হওতঃ রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মনস্ক রূপিণী কামিনী, অচৈতন্যাবস্থায় অরবিন্দ পর্ণ সংস্তরে অষ্টজন সখী পরিবেষ্টিত হইয়া পতিতা আছেন। তাদৃশী অবস্থাপন্না সেই যুবতীকে ঈক্ষণ করিলে বোধ হয়, তদ্দর্শনজনিত শোক অতি পাষাণ হৃদয়কেও বিদারণ করিয়া ফেলে। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়ি ভগিনি বিদ্যুল্লতিকে! আহা! আমাদিগের হৃদয়বল্লভের কি রূপ মাধুর্য্য, যাহা একবার মাত্র ঈক্ষণ করতঃ আত্ম সমর্পণ করিয়া চির জীবনের মত সেই পাদপদ্মে বিক্রীত হইয়াছি। বিশেষতঃ, অনবদ্যাঙ্গী কুরঙ্গনয়না রাজকুমারী, যাঁহার প্রতিমূর্ত্তিমাত্র দর্শন করিয়া স্বীয় শরীরপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, অতএব সেই রমণী-

রমণকে ধন্য। যাহাহউক্, এক্ষণে চল ত্বরায় ইহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া সকলের অভিলাষ পূর্ণ করি। ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতায় এইমত কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে ব্রহ্মচারী, অন্তঃপুরস্থা বিরহজ্বর প্রপীড়িতা মোহপরায়ণা গন্ধর্ব্বাত্মজার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। আহা! তাপসদিগের কি তপঃ প্রভাব! তাদৃশী নিশ্চেষ্টমানা সে অবলা মহাতপা যোগীর পবিত্রকর করস্পৃষ্ট হইবামাত্র যেন, প্রসুপ্তাবস্থা হইতে প্রবুদ্ধেরন্যায় সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তাঁহার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত দেখিয়া গুণার্ণব শরীরার্দ্ধভাজা ক্ষণপ্রভা, সপত্নী রাত্রিঞ্চর পালিতা বিদ্যুল্লতাকে কহিলেন। প্রাণাধিকে! এক্ষণে গন্ধর্ব্বরাজ কুমারী সংজ্ঞা প্রতিলাভ করিয়াছেন। অতএব চল, আমরা ইহাকে আমাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়তম সন্নিকর্ষে প্রয়ান করি; এই বলিয়া তাহার মুখ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টপাত করিলেন।

এদিকে ত্রিপুরা গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, আপনার প্রিয় সহচরীগণ ব্যতিরেকে আর কেহ পৌরাঙ্গনাগণ নিকটে নাই; কেবল অতিরিক্ত অপরিচিত অচল তড়িদ্বৎ নবীন যুবতীদ্বয়, এবং সহস্র রশ্মির প্রায় তেজঃপুঞ্জ এক পুমান্‌শ্রেষ্ঠ অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। তাহাতে অতীব বিস্মিত বদনে যোগীর

প্রতি প্রথমতঃ কিয়ৎকাল অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপোনিধি তাঁহার এই-রূপ বিস্ময়াপন্ন অবস্থা দর্শন করিয়া সস্নেহ বচনে কহি-লেন, অয়ি গন্ধর্ব্বরাজ পুত্রিকে! বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই, ইনি মানবমণি মহারাজের অর্দ্ধাঙ্গহারিণীপরী-রাজকুল সমুজ্জ্বলকারিণী ক্ষণপ্রভা, আর ইনি ইহাঁর অনু-চরী রক্ষোরাজ পরিবর্দ্ধিত রাজদুহিতা বিদ্যুল্লতা, অর্থাৎ গুণার্ণবের দ্বিতীয় সিমন্তিনী। ইহাঁরা আপন প্রোষিত পতির তত্ত্বাবধারণ করিতে আসিয়া তোমার প্রতি সানুকূল হওতঃ অর্থাৎ তোমাকে আত্ম সঙ্গিনী করিবার মানসে এতদূর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; তুমি অতিমাত্র ত্বরা করিয়া ইহাদের অনুগামিনী হওতঃ গন্ধর্ব্বগণ পরিবেষ্টিত আপন প্রয়োজন সন্নিকর্ষে গমন কর। ত্রিপুরা, যোগিরাজ কর্ত্তৃক ক্ষণপ্রভা প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্তমাত্রে তাঁহা-দিগের উভয়কে প্রণাম করিলেন, এবং বিনীত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার পিতা মাতা প্রভৃতি পৌর-জনেরা কোথায়? ক্ষণপ্রভা কহিলেন হে মধুরভাষিনি! চল এই সিংহাসনে সমাসীনা হইয়া গমন করিতেং সমস্ত বিষয় তোমায় সবিশেষ শ্রবণ করাইতেছি; চিন্তা নাই, তোমায় অন্যত্র লইয়া যাইব না; যে স্থানে সেই গুণশালি গুণার্ণব ও তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি

পরিজনেরা এবং সমস্ত গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছেন আমরা সেই স্থানেই গমন করিব। এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ যোগিদত্ত সিংহাসনে সমাসীন হওতঃ বিবিধ বাক্য প্রসঙ্গে অনুকূল অমিত তেজা যোগিবরের অনুগামিনী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে, গন্ধর্ব্বগণ সুশোভিত অরণ্যমধ্যে গুণার্ণব, ঈশ্বরেচ্ছায় সহসা গাত্রোত্থান করতঃ নারায়ণ স্মরণানন্তর সুদীনের প্রতি লক্ষ করিলেন। তখন সুদীন, গুরু পাদপদ্মে অভিবাদন করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ গোলক-নাথের সবিশেষ পরিচয় দিলেন। সুদীনের প্রমুখাৎ গন্ধর্ব্বাধিপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া গুণার্ণব, গোলক-নাথের সহিত সদালাপন দ্বারা তাঁহার চিত্তকে পরম পরিতোষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বেশ্বর গোলকনাথ, এবং সুদীন প্রভৃতি সমস্ত গন্ধর্ব্বগণ গুণা-র্ণবের মুখমণ্ডল প্রতি দৃষ্ট করতঃ আনন্দে গদ্গদ হইয়া কহিলেন। মহাভাগ! আমরা যদিচ আপনার ঘটিত ঘটনার বিষয় প্রথমত জিজ্ঞাসু হইতে সঙ্কুচিত হই-তেছি; তথাচ বুভুৎসা পুনঃ২ শ্রবণ লালসায় অতীব ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আপনাকে অনুরোধ করিতে কহিতেছে। অতএব হে বালপ্রাজ্ঞ! যদি এই সাধারণ জনগণ সমীপে আপনার দৈব সমাধি প্রাপ্ত বিবরণ কথিতব্য হয়, তবে অনুকূল হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরণ পূর্ব্বক অস্মাদাদির

ভবদীয় মুখাম্ভোজ ক্ষরিত বাক্যরূপ অমৃত পানপিপাসু চিত্তের পিপাসা দূরীকৃত করুন্।

সামর্ষি গুণার্ণব, গন্ধর্ব্বগণের বিনয় বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া সস্মিতাননে কহিলেন। হে বিদ্যাবিশারদ দীর্ঘ দর্শিগণ! মদীয় মানসিক অব্যক্ত ভাবের ব্যক্ত করা যদিচ প্রথমতঃ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই; কিন্তু সেই বিশ্বস্রষ্টার অপার পারলৌকিক মহিমার বিষয় আবিষ্করণার্থ মনঃ যেন স্বয়ং প্রারিপ্সু হইয়া হৃদাকাশোদ্ভূত শব্দকে বরাংবার রসনাযন্ত্রে স্পর্শ করাইবার নিমিত্ত তত্রস্থ শব্দ প্রেরয়িতা বায়ুকে বারংবার অনুরোধ করিতেছে। সে যাহা হউক্ যদি সদ্গুরুর শুশ্রূষাতৎপর বিমল মনীষাশক্তিসম্পন্ন সুধীগণ, অথবা অবিদ্যা-প্রভাবে নিতান্ত সংসারবিলিপ্ত-চেতাগণই বা হউক যদি ক্ষণমাত্র, পুত্রাদ্যেষণাত্যক্ত হইয়া মায়াপ্রেরিত কার্য্যকৌশল লক্ষ করিয়া সেই বিষয় বিশেষ সমালোচনা পূর্ব্বক ভবযাত্রা নিষ্পাদন করেন; তাহা হইলে আর পুনঃ পুনঃ কুলালচক্রের ন্যায় নিরয় পরিপূরিত সংসার চক্রে কাহাকেও পরিভ্রমণ করিতে হয় না; নচেৎ ধর্ম্মপথবিমূঢ় জীবগণ, কেহ বা সভ্যমন্য, কেহ বা বিদ্যাভিমানী, কেহ বা বহুল পরিবার পরিবৃত হইয়া তাহাদিগের পালনাভিমানী অর্থাৎ এইরূপ বিবিধ প্রকার আত্মাভিমান পরিপূর্ণ আসুরস্বভাবাপন্ন জন্তুসমূহ, কুটুম্ব অথবা আত্মোদরভৃৎ হইয়া কেবল কুরঙ্গনয়না কুল-

কামিনী বা বারাঙ্গনাগণের মুখারবিন্দ স্যন্দিত মকরন্দ পাম পিপাসু হইয়া কেবল আপনাদিগের অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাদিগের যুগ্ম ভ্রূশরাসন সংযোজিত কটাক্ষশায়ক সন্ধানে বিদ্ধ হইয়া সপত্রক্কত মৃগকুলের সদৃশ অবশেষে ব্যাকুল হওতঃ ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দুর্লব্ধ মনুষ্য শরীরস্থ আয়ুঃপুঞ্জকে ক্ষয় করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারাও যদি অবহিতমনা হইয়া যথা-নিহিত সজ্জন উপদিষ্ট সদুপদেশ বাক্যকে শ্রবণরন্ধ্রে স্থান প্রদান করে, তাহা হইলে বোধ করি পরম কল্যাণ-করের করুণায় অবশ্যই পাপ নির্ধৌত হইয়া পরংজ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান পদার্থ লাভ করিয়া ইহ জগতীতলেই অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব হে সামাজিক বন্ধুগণ! আমি ইদানীং গন্ধর্ব্বনগর নাথের ভুরি সমাদর সূচক প্রেরিত নিমন্ত্রণ পত্রিকা প্রাপ্তানন্তর আমন্ত্রণানুরোধে গন্ধর্ব্বনগর সাক্ষাৎ মানসে আসিতে আসিতে পথমধ্যে সহসা সমাধি প্রাপ্ত সদৃশ অন্তঃচেতন নিদ্রায় নিদ্রিত হওতঃ জগৎপাতার করুণা বিতরণে, ইন্দ্রজাল বিদ্যা সমুদ্ভিত বস্তু সমূহের ন্যায়, এই মায়াময় বিশ্বসংসার সন্দর্শন করিয়া সেই স্বপ্নস্থ বিবরণ সকল স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ায়, আমার এখন পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরস্থ লোমাবলি কদম্ব কুসুমসম হ ণ ও মুহুর্ম্মুহু বেপথু হইতেছে। যাহাহউক সম্প্রতি, হে অত্র সমুপস্থিত সভ্যগণ!

আপনারা সমাহিত চিত্ত হইয়া বক্ষ্যমান বিবরণ আ-কর্ণন করিয়া মদীয় বিবক্ষু মনকে আনন্দময় ও স্বচ্ছন্দ সাগরনীরে অবগাহন করাউন্।

এইরূপ বিনয় বিনম্রবচনে রাজর্ষি গুণার্ণব তত্রত্য সকলে সম্বোধন করতঃ সুরবর সমজ্যা মধ্যগত অঙ্গিরাসূনুর ন্যায় শুভ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া বক্তৃত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। হে ধীশক্তিসম্পন্ন সুধীগণ! এই সৃষ্টির প্রাগবস্থায় এবং প্রলয়কালে একমাত্র সর্ব্বানন্দ স্বরূপ পরম প্রেমাস্পদ সনাতন পুরুষই ভাসমান থাকেন। তাহার পরে অব্যাকৃতি শক্তি হইতে মহাত্মাপ্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সমস্ত মহাভূতপর্য্যন্ত সমুদ্ভূত হয়। পরে ঐ মহা ভূতাদি হইতে এই অখিল প্রপঞ্চভূত নশ্বর সংসার সমুৎপন্ন হয়। তদনন্তর, প্রলয়কালে আরবার অখিল সংসার উৎপত্তির বিপরীতভাবে ক্রমান্বয়ে বিলীন হইয়া অবশেষে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অব্যাকৃতি মায়াকে আশ্রয় করিয়া থাকে; এবং মায়াও ঐ পুরুষাশ্রয়ীভূতা হেতু, নিতরাং এক অদ্বয়ানন্দমাত্র স্বপ্রকাশ থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত যেমন সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক মনোবৃত্তি, কারণ শরীরে বিলুপ্ত হইলে, সুতরাং প্রেরয়িতার অভাবপ্রযুক্ত প্রেষ্য অর্থাৎ কার্য্যেন্দ্রিয়গণ স্পন্দহীন হয়; এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল তৎকালে বিলীন হওয়ায় সমস্তকার্য্যের অভাব

হয়, কেবল মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্য পুরুষই জাগরূক হইয়া স্বীয়ানন্দ অনুভব করিতে থাকেন; পরন্তু সুষুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে পুনরুৎপন্নের ন্যায় সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের জন্মহেতু তৎপ্রযুক্ত কার্য্যেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হওয়ায় পুনশ্চ কার্য্যবস্তু সকল সমুপস্থিত হইতে থাকে। সেইরূপ প্রলয়াবসানে পুনস্থষ্টিকালে; সেই সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ প্রসবিত্রী মায়া, প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বকে তাহা হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে ক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্ট হইয়া তাহা হইতে পঞ্চীকৃত দেহাদির উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে ক্রমশঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সহযোগে সমস্ত বস্তুই সমুৎপন্ন হয়, এবং রজোগুণপ্রধানা মলাযুক্ত অবিদ্যোপাহিত চৈতন্য, মনঃ সঙ্কল্পে প্রাগুল্লেখিত পঞ্চীকৃত দেহে, অহমিত্যাকার অভিমান বোধে সংসারী হওতঃ প্রকৃতি গুণসঞ্জাত শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ফল সকল ভোগ করিতে থাকেন। বস্তুতঃ সংসার কেবল অবিদ্যা সম্বন্ধে আত্মাতে কখনই সম্ভবে না, বরং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শোক মোহসিন্ধু সংমগ্ন গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে আত্মজ্ঞান প্রদান নিমিত্ত, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান বাসুদেব যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং ভগবদ্ভাষ্যকৃৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে

তাহা আপনাদিগের সাধারণের বিদিতার্থ আমি যথা-সাধ্য কহিতেছি অবধান করুন। যথা

যএবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃসহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন সভূয়োঽভি জায়তে॥

ভাষ্যং।

য এবং যথোক্ত প্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মভাবে-নায়মহমিতি প্রকৃতিঞ্চ যথোক্তাং অবিদ্যা লক্ষণাং গুণৈঃস বিকারৈঃনিবর্ত্তিতা মভাব মাপাদিতাং বিদ্যয়া সর্ব্বথা সর্ব্ব প্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ঃ পুনঃ পতিতেঽস্মিন বিদ্ব-চ্ছরীরে দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে·দেহান্তরং ন গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ।

অস্যার্থঃ। যথোপদ্রষ্টৃত্বাদি রূপ অর্থাৎ ইনি সাক্ষাৎ সেই পরমাত্মা এরূপ পুরুষকে, এবং অবিদ্যা লক্ষণা কার্য্যরূপে পরিণতা প্রকৃতিকে গুণের সহিত বিদ্যা দ্বারা যিনি জানেন তিনি, পুনরায় এই ভব সংসারে শরীর পরিগ্রহ করেন না। অতএব, এই শরীরস্থ পুরুষই যে সাক্ষাৎ পরমাত্মা সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। তাহা পুনশ্চ দর্শিত হইতেছে অভিনিবেশকরুন্। যথা

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি রেষলোকপাল ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

অস্যার্থঃ। এই যে পুরুষ ইনি সকলের ঈশ্বর এবং ভূত সকলের অধিপতি ও প্রতিপালক।

তবে এই স্থলে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে, কেবল ঈশ্বরই জগতের একমাত্র মূলকারণ স্বরূপ হয়েন;

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, ইহা শ্রুতি ও গীতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত আছে; অর্থাৎ তিনি স্বীয় অনাদি শক্তিদ্বারা এই প্রপঞ্চভূত জগৎ উর্ণনাভির ন্যায় বিস্তার করতঃ পুনশ্চ বিস্তীর্ণ বিশ্বকে অব্যক্তভাবে রক্ষা করেন। আর সৃষ্টিকালে তাঁহারই বলে মায়া, সংসারকে প্রসব করেন। ইহাও ঐ গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক কথিত আছে। যথা

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচর মিত্যাদি।

অস্যার্থঃ। আমাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতি সচরাচর জগৎকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি, এ স্থলে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আত্মা অনু হইতেও অনুমাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মহইতে সূক্ষ্মতর তাঁহাতে এই বিস্তীর্ণ জগৎ কিরূপে থাকা সম্ভব হইতে পারে? সেস্থলে এইরূপ উপসংহার করিতে হইবে; যেমন ক্ষুদ্র অণ্ডমধ্যে কারণাবস্থায় এক প্রকাণ্ড পক্ষী ও মহোরগ প্রভৃতি অবস্থান করিয়া থাকে, এবং এক অনুমাত্র বীজমধ্যে, ফল ফুল শাখা সম্পন্ন বৃহৎ শাখী অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতর আত্মাতে চতুর্দ্দশ ভুবন বিশিষ্ট বিশ্ব সংসার কারণ অবস্থায় আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং সৃষ্ট্যনন্তরসূত্রেগ্রথিত মণিগণের সদৃশ তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা যে কেবল অস্মদ্ব্যক্তিযুক্ত বাক্যমাত্র এমত নহে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাশিষ্ঠ রামা-

রণেও এইরূপ উদাহৃত হইয়াছে। অতএব যদি সেই সর্ব্বনিয়ন্তৃর সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত এবং যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া স্থির হইল। তবে ইদানীং সেই পরম করুণাময়কে কিরূপ সাধনে বিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ, মৃত্যুমুখ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া থাকেন তাহা পর্য্যায়ক্রমে ব্যক্ত হইতেছে। হে সহৃদয় গন্ধর্ব্বাধিপতে! মনোনিবেশ পূর্ব্বক অবধান করুন্। যাহাতে আপনিও এই দুস্তর ভবসাগরকে অতিক্রমণ করিয়া তত্ত্বদর্শি দিগেরন্যায় জ্ঞানতরণী আশ্রয় করিয়া অজাত, অমৃত সর্ব্বানন্দময় সেই সনাতন পুরুষকে লাভ করতঃ সদাতন নিত্যানন্দে ভাসমান হইতে পারিবেন। অর্থাৎ গৃহাশ্রমে থাকিয়া ও নিষ্কাম যাগাদি যাজন ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া লোকের উপকার, মিথ্যা দাম্ভিকত্ব পরিহার ও শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া নিত্য সন্ধ্যোপাসনাদি, সর্ব্ব জীবের প্রতি হিংসারহিত এবং সকলের প্রতি দয়া, অনিষ্টকর আমোদে নিস্পৃহ হওয়া, লোভ সম্বরণ, ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদির সংযমন, যখন ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার সাত্ত্বিকতা ভাবে উপরোক্ত কার্য্য সকল করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া আসিবেক; তখন সেই নিগৃহীত মনঃ আপনিই বৈরাগ্য গ্রহণানন্তর তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থে শ্রুতি, বেদান্ত গীতা প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদক- শাস্ত্র বিশারদ পবিত্র মূর্ত্তি ব্রহ্মবাদি আচার্য্যের সন্নিহিতে

গমন করিয়া অতি দীনভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিলাষ বিজ্ঞাপন করতঃ অভিমুখে দণ্ডায়-মান থাকিবে! তদনন্তর, সেই আত্মবিদাচার্য্য, শিষ্যের প্রতি সদয় হইয়া প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক যথা বিহিত শাস্ত্র সম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ আত্ম জ্ঞানোপযোগি বিবরণ সমূহ তাহার নিকট অকপট ভাবে ব্যক্ত করিতে থাকিবেন। যাহাতে শিষ্যের অনায়াসে অবিদ্যাজনিত শোকমোহাদি ও ত্রিপুটীভাব অর্থাৎ জ্ঞাতৃ, জ্ঞান, জ্ঞেয়ত্বাদি রহিত হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে। আর আচার্য্য শরণাপন্ন শিষ্যের প্রতি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন তাহাও যথা জ্ঞানানুসারে সংক্ষেপতঃ কথিত হইতেছে মনোনিবেশ করিবেন।

এইরূপ জ্ঞানপ্রতিপাদক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথ কহিলেন; অয়ি সামর্ষে মহারাজ! আপনার মুখাম্ভোজ বিগলিত বাক্যামৃত অহরহঃ পান করিয়াও ভব কলুষিত জীবগণের তৃপ্তি জন্মে না, অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কিরূপে প্রপন্নশিষ্যের প্রতি ভবরোগ প্রতিষেধ ক্ষম মহান্ ভেষজস্বরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বিস্তার রূপে ব্যক্ত করতঃ শোক সন্তপ্ত জীবগণে শান্তিসলিল দ্বারা অভিষেচন করুন। গন্ধর্ব্বাধিপতির এতাদৃশ সাদরসূচক বাক্য শ্রবণ করতঃ গুণার্ণব, আপনাকে কৃতার্থবোধে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু

শরণাপন্ন অধিকারি শিষ্যের প্রতি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা ক্রমশঃ সময় বিরহ জন্য সমাসতঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন। প্রথমতঃ অধিকারী কাহাকে কহে তাহা বেদান্তোদ্ধৃত বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন, অর্থাৎ বিধানানুসারে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন দ্বারা সামান্যতঃ সমস্ত বেদার্থজ্ঞ, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে নরকাদি অনিষ্ট উৎপাদক অর্থাৎ ব্রহ্ম হত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল, এবং সুরলোকাদি প্রাপ্তি সাধন জ্যোতিষ্টোমাদি যাজন কর্ম্ম সকল পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক অকরণে প্রত্যবায় হেতু সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম সমূহ, এবং পুত্রাদি উৎপাদকানুবন্ধি জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল, ও পাপকর্ম্ম ক্ষয়মাত্র সাধনীভূত চান্দ্রায়ণাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত, এবং সগুণব্রহ্ম বিষয়ক চিত্তের একাগ্রতা রূপ যে শাণ্ডিল্যপ্রভৃতি বিদ্যা অর্থাৎ যাহাকে উপাসনা কহে, এতৎসমুদায়অনুষ্ঠদ্বারা কল্মষবিরহিত নিতান্ত বিমলান্তঃকরণ সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন জীব, তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের অধিকারীহইবেক। কারণ, নিত্যনৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে ক্ষীণপাপ হেতু চিত্তশুদ্ধি এবং ক্রমশঃ নিষ্কামোপাসনা দ্বারা বাসনা বিরহিত হেতু চিত্তৈকাগ্রতা হয়। অতএব, কথিত সাধনসম্পন্ন পুরুষ সুতরাং তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকারী হইবেক। ইহা শ্রুতি এবং বেদান্তাদিতে ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। ইদানীং অধিকারী নিশ্চিত হইলে, সাধন

চতুষ্টয় কাহাকে বলে শ্রবণ করুন্। প্রথমতঃ এক নির্ব্বিশেষ সর্ব্বানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই নিত্য, তদতিরিক্ত নিখিল পদার্থই অনিত্য। এইরূপ বিবেচনাকে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক কহে। দ্বিতীয়তঃ ইহ সংসারে কর্ম্মজনিত স্রক্ চন্দনাক্ত বরারোহা কামিনীগণ কর্ত্তৃক সেবা এবং পারত্রিকে তদ্রূপ স্বর্গাদি ভোগ এই উভয়কেই অচিরস্থায়ী জানিয়া সহজেই বিরত হওয়া। তৃতীয়তঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা; চতুর্থতঃ মুমুক্ষুত্ব, ইহাকেই সাধন চতুষ্টয় বলে। এক্ষণে শমদমাদির যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ শ্রবণ করুন্। শ্রুতিবাক্য ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে মনের নিগ্রহকে শম বলিয়া উক্ত আছে। এবং ঈশ্বর বিষয়ক অতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যে-ন্দ্রিয়দিগের উপরমণ অথবা বিহিত কর্ম্মদিগের বিধি পূর্ব্বক পরিত্যাগ, ইহাকে উপরতি বলিয়া উল্লেখিত আছে। আর শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা বলিয়া বিশ্রুত আছে। এবং নিগৃহীত মনের শ্রবণাদি বিষয়ে এবং তদনুগুণ বিষয়ে একাগ্রতাকে সমাধি বলিয়া বিখ্যাত আছে। গুরু বাক্যে এবং বেদান্ত উপনিষদ্বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা বলিয়া কথিত আছে। মুক্তির ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলিয়া উদিত আছে অতএব এবম্ভূত উক্ত কার্য্যসম্পন্নকারী অর্থাৎ প্রশান্তচিত্ত প্রক্ষীণদোষ গুণান্বিত অনুগত মুক্তীচ্ছু অধিকারী; জন্ম

মরণ রূপ সংসারানল সন্তপ্ত সমিৎ সমাহৃত পাণি শিষ্যকে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু, তত্ত্ব বিষয়ক অর্থাৎ জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্যের ঐক্যরূপ সমস্ত বেদান্ত তাৎপর্য্যার্থ উপদেশ প্রদান করিবেন। পরে, শিষ্য আচার্য্যের যথোপদিষ্ট বাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ অপ্রতিহতভাবে তদ্বিষয় অহরহঃ সমালোচনা পূর্ব্বক ক্রমশঃ সমাধিযোগ অভ্যাস দ্বারা, সেই নিষ্কল অক্ষর পরব্রহ্মকে বিজ্ঞাত হইয়া অনুপম আনন্দে ভাসমান হইতে থাকিবেন।

নরনাথের এবম্প্রকার বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া মহারাজ গন্ধর্ব্ব শিরোমণি, সংশয়চেতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি উদার বুদ্ধে! আপনকার কথিত প্রস্তাব শ্রবণে আমার মনঃ যেন প্রবল বাত্যা সহযোগে অর্ণবস্থ পোতের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; অর্থাৎ লোকে ইত্যাদি দেব দেবীর উপাসনা পরিত্যক্ত হইয়া যাহারা কেবল অক্ষর পরব্রহ্মের উপাসনা মাত্র করিবে, তাহাতে তাহাদিগের কোন প্রত্যবায় সংঘটনা হইতে পারিবে না; কি আশ্চর্য্য! ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইল। অতএব হে বিদ্যা পারদর্শিন্! আমাদিগের হিতাহিত সংমূঢ় চিত্তের সন্দেহ নিরসন করতঃ জ্ঞানতরি সমারূঢ় হইবার সোপান প্রদর্শন করুন্।

এবম্বিধ প্রশ্ন বাক্য শ্রবণে সদানন্দ চেতা মহারাজ গুণা-

র্ণব, স্মিতবদনে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তত্ত্বদর্শি দিগের ইত্যাদি উপসনা অকরণে কোন প্রত্যবায়ী হইতে হয় না ; যেহেতু সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের আরাধনা করিলেই সকলেরই উপা-সনা হইয়া থাকে। কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বকারণ, এবং সর্ব্ব-ব্যাপি, সর্ব্বশক্তিমান্। "যেমন এক অরণ্যানী মধ্যস্থ ভূরুহ সকলের পৃথক্ পৃথক্, আখ্যা অবহীন করিয়া তাহাদিগের সমষ্টি গ্রহণ অভিপ্রায়ে অরণ্যমাত্র উল্লেখ করিলে, তৎ-কালে সমস্ত মহীরুহেরই পরিগ্রহ হইয়া থাকে। এবং আখ্যাপরিহরণ পূর্ব্বক সমষ্টিগ্রহণ মানসে জলাশয় মাত্র উল্লেখ করিলে, জলমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে ; তেমন সমস্তের কারণ হেতু, পরমেশ্বরের উপাসনা করি-লেই সকলেরই উপসনা হইয়া থাকে।" অপিচ প্রাবৃট্-কালে স্রোতস্বতী সকল যে রূপ বেগবতী হওতঃ স্বীয় আশ্রয় স্বরূপ মহা সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়া থাকে, সেই রূপ প্রলয়কালে সমস্ত পদার্থই অর্থাৎ এই বিস্তীর্ণ জগৎও সেই সর্ব্বাশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই বিশ্ব সংসারের যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বই মিথ্যা। তাহার কারণ ইহ সংসারে ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই ; কেবল অধ্যাস বশতঃ অসর্পভূত রজ্জ্বাদিতে সর্প ইত্যাদি অধ্যারোপিত বাক্যের ন্যায়, মায়া প্রভাবে সেই পরমাত্মাতে জগৎ বলিয়া

অধ্যারোপণ করা মাত্র। নরনাথ গুণার্ণবের বদনাম্ভোজ স্যন্দিত পীযূষাভিষিক্ত এবম্প্রকারোক্ত বচনাবলি শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব প্রধান গোলকনাথ, প্রণয়াবনত ভাবে কহিলেন, অয়ি মহামতে! আপনার যুক্তিযুক্ত ও জ্ঞান শাস্ত্রেরিত এবং ধর্ম্ম সংমূঢ় চিত্তের সংশয়চ্ছেদক উপসংহৃত বাক্যে আমাদিগের মনঃ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন সংশয় হইয়া অধুনা অন্য বিষয় বিজ্ঞানার্থ লোলুপ হইতেছে; অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার পূর্ব্ব পর্য্যায়স্থ প্রস্তাবিত সমাধিযোগের প্রকরণ এবং সমাধিযোগ কাহাকে বলে তাহা, বিস্তার করতঃ সংসারানলসন্তপ্ত মানসকে শান্ত সলিলাভিষেচন দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন্। ভূপাল কুলাবতংস গুণার্ণব, পরমানন্দে গন্ধর্ব্বনাথকে সানুকূল হইয়া সহাস্যবদনে পরম রহস্য ও উত্তম সমাধিযোগ ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

প্রাগুক্ত অভ্যস্থ যোগীর অন্তঃকরণ যখন লোষ্ট, অশ্ম, কাঞ্চন এবং সুহৃন্মিত্র, উদাসীন, দ্বেষ্য ও বন্ধু প্রভৃতিতে বুদ্ধির সাম্যভাব হইবে; তখন সেই সাধিতযোগ দ্বারা বিগত কল্মষ যোগী বিজনস্থান সেব্যমান হওতঃ প্রশান্তভাবে সংযতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেক। তদনন্তর, তদ্গতচিত্ত পুরঃসর সেই পরম নির্ব্বাণ মুক্তিক। প্রাপ্তেচ্ছু হইয়া অনির্ব্বিণ্ণভাবে সমস্ত বাসনা ও পরিগ্রহ নিরসন করত একাকী উচ্চৈঃ নীচ বিরহ, পরিষ্কৃত স্থানে

প্রথমে দর্ভাসন, তদুপরি অজিন, তদুপরি চেলখণ্ড, এবম্প্রকার আসন সংস্থাপন করিবেক, এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া উল্লেখিতাসনে সমাসীন পূর্ব্বক শিরোগ্রীবকায়, সমানরূপ রক্ষা করতঃ অচলবৎ স্থির ভাবে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে দৃষ্টি বিরহিত হইয়া, নাসাগ্রভাগে দৃষ্ট রাখিয়া আত্মবিশুদ্ধ হেতু, এই উত্তম যোগকে অভ্যাস করিবে। কিন্তু এবম্ভূত যোগাভ্যাস সময়ে, আহার নিদ্রা প্রবোধাদি সমস্তকার্য্যই নিয়মমত করিবেক। অনন্তর, প্রাণাপান উভয়বায়ুকে সমান করিয়া সুষুম্না বর্ত্ম দ্বারা ভ্রূযুগ্ম মধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক, উপনিষদ্বাক্য শরাসন গ্রহণ করতঃ অর্থাৎ প্রণবকে ধনুঃ, জীবাত্মাকে শায়ক, এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য, এইরূপ জ্ঞানে ঐ লক্ষ্যব্রহ্মপদার্থকে জীবরূপ শরসন্ধানদ্বারা বিদ্ধ করিবেক, অর্থাৎ হৃদাকাশে সেই সনাতন অক্ষর পরং জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে সোঽহমিত্যাকার তত্ত্বমসি মহাবাক্য দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে মনঃ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করণানন্তর তন্ময় হইবেক। এবম্প্রকার দুরারাধ্য অনুত্তমযোগ সাধনার সময় যদি, মনঃ চঞ্চল স্বভাব বশতঃ কদাচিৎ বিষয় প্রতি ধাবমান হয়, তাহা হইলে (শনৈঃ শনৈঃ) ক্রমশঃ দুর্নিগ্রহ মনকে আত্মাতে সংনিবেশিত করিবে। যখন নির্ব্বাত দেশস্থ দীপশিখা প্রায়, আত্মাতেই মন স্থিরভাবে অবস্থান করতঃ অদ্বয় ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ পূর্ব্বক আর অন্য কোন লাভকেই তদধিক

বোধ করিবে না; এবং যখন ঐ আত্ম সংস্থচিত্তকে আর গুরুতর দুঃখেতেও বিচলিত করিতে পারিবে না। তখন সেই শান্তস্বরূপ, শিব স্বরূপ ও স্বতন্ত্র স্বরূপ অনন্ত সচ্চিদানন্দ অমৃত পুরুষকে বিজ্ঞান হইয়া, তিনিও অর্থাৎ অত্যন্তসমাধি যোগিবর অনায়াসেই অমৃত হইতে পারিবেন। যেহেতু কথিত বিবরণ সকল গীতা ও শ্রুতিতে এইরূপই উদিত আছে। বরং আপনাদিগের বিশ্বাসার্থে তাহার দুই এক প্রামাণিক বচন উদ্ধার করণানন্তর কথিত হইতেছে শ্রবণ করুন্।

যথা।

প্রশান্ত মন সংহেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূত মকল্মষ মিতিগীতায়াম্॥

অস্যার্থঃ। মোহাদি অশেষ ক্লেশ রহিত এবম্ভূত প্রশান্তমনা নিষ্পাপ ব্রহ্মভূত যোগীকে, উত্তম সমাধি-যোগ স্বরূপ সুখ আসিয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হয়।

অপিচ। তমেব আত্মানং বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি।
সয়োহবৈ তৎপরমংব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদি শ্রুতেঃ॥

অস্যার্থঃ। সেই আত্মাকে বিদিত হইয়াই মৃত্যুকে অতিবর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্মই হয়েন।

মহাত্মা গুণার্ণব, শ্রুতি বেদান্তগীতা প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র এবং যুক্ত্যনুসারে এইরূপ যোগাদি

কথা বর্ণন করিয়া, ক্ষণকাল বিরাম আশ্রয় করণানন্তর কহিলেন। হে গন্ধর্ব্ব কুলেশ্বর! আমি আপনার নিকট এবং সমস্ত গন্ধর্ব্বগণের নিকট পুটাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, যদি আমার অনবধানতা বশতঃ যোগাদি কথন বিষয়ে কোন ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে, কিম্বা কোন স্থানে অযৌক্তিক অথবা সম্যক্ শাস্ত্র অনভিজ্ঞতা হেতু বিরুদ্ধ বাক্য মুখহইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে,তাহা হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া হংস নিচয়ের ন্যায়, অমৃতভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতভাগই কেবল গ্রহণ করিবেন।

গন্ধর্ব্বরাজ প্রভৃতি সকলে, মানবমণির প্রমুখাৎ এবম্ভুক্ত অপূর্ব্ব যোগাদি প্রসঙ্গ, এবং মধুর বাক্য সকল শ্রবণে, তাঁহারা আপনারদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। এমতে, সেই বিজনকে জনসংবাধে নিরাবকাশিত করিয়া সকলে স্বীয় স্বীয় মধুর আলাপন দ্বারায় আনন্দার্ণবে ভাসমান আছেন; ঈদৃক্ সময়ে গন্ধর্ব্ব নগরী হইতে, একাসনে সমাসীনা গগণমার্গারূঢ়া কামিনীত্রয়কে অবলোকন করিয়া পরস্পর কেহ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অবশেষে সকলে আকাশ পথে ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাদের সমীপাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিদ্বিলম্বে দূরদৃষ্ট রমণীত্রয় ক্রমে নিকটস্থ হইলে, গন্ধর্ব্বনন্দন সুদীন,

ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতা সমভিব্যাহারে ত্রিপুরাসুন্দরীকে দর্শন করিয়া প্রথমত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদনন্তর, সকলে সম্বোধন করিয়া মহারাজ গুণার্ণবের, মহিলাদ্বয়ের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ভূয়ো ভূয়ো গুণব্যাখ্যা করণানন্তর, আপনি অতি সত্বর পুরোগামী হইলেন। এবং তাঁহা-দিগের নিকট উপনীত হইয়া প্রথমতঃ গুরুপত্নীদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও গন্ধর্ব্ব ভূপালবংশসম্ভবা যুবতী ত্রিপুরাকে, সম্মানসূচক বাক্যে সম্বোধন করিয়া পরে তাঁহাদের সকলকে অগ্রবর্ত্তিনী করতঃ সেই জনসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে আসিয়া পুনরায় সকলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ক্ষণপ্রভা ও বিদ্যুল্লতা সভায় আগমনানন্তর কান্ত গুণার্ণবের চরণ বন্দনাদি করতঃ তাঁহার আজ্ঞানু-সারে উভয়েই তদাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং ত্রিপু-রাও তদনুসারে স্বীয় পিতা মাতা ও আর্য্যগণকে অভিবাদন করিয়া অবশেষে উপবেশন করিলেন। পরন্তু, অরণ্য সভাস্থগণ, একাকৃতি রমণীত্রয়ের অলৌকিক রূপ লাবণ্য ও সুশীলতা সন্দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়া ভুরি ভুরি প্রসংশা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ-প্রভা, প্রিয়পতি গুণার্ণবকে সম্বোধন করিয়া অতি মৃদু-স্বরে কহিলেন আর্য্য! সহৃদয় গন্ধর্ব্বরাজের মন্তব্যবিষয় অর্থাৎ আপনি তৎকর্ত্তৃক যে কল্পনায় এখানে আনীত হইয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া তদীয় নন্দিনী ত্রিপু-

রাকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছি; অনুগ্রহ সহকারে ভবদীয় প্রণয়বারি পিপাসু চাতকিনী কামিনীর পাণি গ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দোৎপাদন করুন্। গুণার্ণব প্রাণসমা প্রধানা-প্রিয়সী ক্ষণপ্রভার বাক্যাবসানে কহিলেন; প্রিয়ে! পরিণয় বিষয়ে আর আমায় অনুরোধ করিও না। কারণ, ক্ষণভঙ্গুর পঞ্চভূত সমুৎপন্ন নিরয়ময় শরীরে অধিক রমণীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা উচিৎ নয়; যেহেতু একের বিনাশে অনেকেই অনাথা হয়। এ বিধায় এতদ্বিষয়ে কদাচ সম্মত নহি; অতএব হে সুমুখি! আর তুমি আমায় পুনঃ২ উদ্বাহার্থে অনুরোধ করিও না; ক্ষান্ত হও। কারণ, পণ্ডিতাভিমান প্রকাশ ভয়ে তোমাকে বারম্বার প্রত্যনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি॥ তবে যে, সুশীলা বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ করা, সে কেবল বিষম সঙ্কটের সময়ে আত্মরক্ষার কারণ তাহার পাণিগ্রহণে অভ্যুপগত হইয়াছিলাম। তথাপি তদ্বিষয়ে তোমার অনুমতির সাপেক্ষ করিয়াছিলাম। এই বলিয়া ক্ষণপ্রভার হস্ত ধারণপূর্ব্বক সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহিষী ক্ষণপ্রভা, হৃদয়বল্লভের অভিপ্রেত বিষয়ে নিতান্ত অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া দৈব,প্রেরিত পবিত্রমূর্ত্তি যোগিরাজ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া রাজধানীতে আগমনাবধি ত্রিপুরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ

পর্য্যন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রিয়তমা মুখাম্ভোজ ক্ষরিত বাক্য-পীযূষরাশি শ্রবণরন্ধ্রে পান করিয়া নরনাথ প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরে অত্যন্ত বুভুৎসু হওতঃ রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রাণাধিকে? সেই তপোধন এক্ষণে কোথায় গমন করিলেন। এ হতভাগ্যের প্রতি কি সদয় হইয়া পুনঃ দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবেন না? ক্ষণপ্রভা কহিলেন নাথ! আমাদিগের অগ্রগামী সেই যোগিবর, আমরা এই অরণ্যমধ্যে আসিয়া সমবেত হইলে, তিনি এক-কালে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া, যে, কোথায় অন্তর্হিত হইলেন; তাহার কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এবং কি আশ্চর্য্য! সেই মহাত্মা অন্তর্হিত হইবামাত্র তাঁহার প্রদত্ত ব্যোমযানও ক্ষণকাল মধ্যে কোথায় প্রলীন হইল তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, সেই অসীম প্রভাবশালি মহর্ষির অনুবর্ত্তি হইয়া থাকিবে। আহা! "নচদৈবাৎ পরংবলং" এই যে শাস্ত্র সম্মত মহাজন কথিত বাক্য অদ্য প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ হইল; অতএব হে প্রিয়তম! দৈবানুরোধ হেতু, এবং নিতান্ত আপনার বশম্বদা চরণাশ্রিত কামিনীর অনুনয় রক্ষা, গন্ধর্ব্বরাজ গোলকনাথের সম্মান রক্ষা, ভবদীয় প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী ত্রিপুরার প্রাণরক্ষা, এবং অপত্য স্নেহভাজন শিষ্য সুদীনের শিষ্যত্ব গৌরব রক্ষা

এই কয়েক বিষয়ের অনুরোধ রক্ষা নিমিত্ত ত্রিপুরার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করুন্। তখন প্রিয়তমার এতাদৃশ সানুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া নরেশনন্দন, ঈষদ্ধাস্য বদনে কহিলেন, অয়ি প্রাজ্ঞে! যাবজ্জীবন আমি তোমার বাক্যকে কখনই অন্যথা করিতে প্রার্থী হইব না। অদ্যই তোমার বাক্য সাদর পূর্ব্বক রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহিষীর বিকসিত মুখমণ্ডলের প্রতি তির্য্যঙ্নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ক্ষণপ্রভা, অমনি সেই সুযোগ্য সময় প্রাপ্ত হইয়া অতি সত্বর ত্রিপুরার হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রাণেশের হস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং গন্ধর্ব্বরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। পিতঃ! এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে আপনি তৎপর হউন্। গোলকনাথ, স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় ক্ষণপ্রভাকে ভূয়োভূয়ো আশীর্ব্বাদ করিয়া জ্ঞাতি বান্ধবপ্রভৃতি সমস্ত প্রজাপুঞ্জের সহিত সংহৃষ্ট হইয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতাকে এবং কন্যা ত্রিতয়কে এক অপূর্ব্ব স্যন্দনে আরোপণ করিয়া তাঁহাদের অনুগামী হওতঃ সকলে গন্ধর্ব্ব নগর্য্যভিমুখে পরম হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে, মহান্ কোলাহল নিনাদ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজধানী মধ্যে উপনীত হইয়া গন্ধর্ব্বনাথ, বিবিধ দ্রব্য সম্ভার করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন;

এবং প্রিয়তম জামাতাকে মণিময় সিংহাসনে উপ-
বেশন করাইয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহার প্রিয়দর্শন-
মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। আহা ! বোধ হয়, যেন
তাঁহার আনন্দসিন্ধু হইতে ভাব তরঙ্গ সকল বাষ্পব্যাজে
নয়ন সৈকতে উচ্ছলিত হইয়া পুনরায় অধো ধারায়
বাহিত হইতে লাগিল। অপিচ, সর্ব্বসিদ্ধ নগরাধিপতি
গুণার্ণবকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল যে গন্ধর্ব্বনাথ গোলক-
নাথেরই আহ্লাদ সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এমন
নহে, অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব নগরস্থ সমস্ত প্রজাপুঞ্জ, স্ত্রী, পুমান্
সকলেই হর্ষোদধিতে ভাসমান হইয়াছিল।

অনন্তর, গুণার্ণব গন্ধর্ব্বনগরীতে রমণী ত্রিতয় সহিত
সদাতন সন্তোষচিত্তে প্রায় একঋতুকে অতিবাহন পূর্ব্বক
অবস্থান করিতেছেন; ইত্যাবকাশে একদা, সর্ব্বসিদ্ধ
নগরী হইতে একজন বার্ত্তাবহ একখানি মুকুলিত পত্রি-
কাহস্তে দীনভাবে গন্ধর্ব্বরাজভবনে আসিয়া উপস্থিত
হইল। অন্তঃপুরস্থ অধিরাজ গুণার্ণব, কর্ম্মকরী
প্রমুখাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতীবব্যগ্রমনা হইয়া
দূতের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ তাহাকে স্বরা-
জ্যের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। দূত, বহুলদিবসের
পর আপনাদিগের রাজ্যেশ্বরকে দর্শন করতঃ বাষ্পাব-
রুদ্ধকণ্ঠে প্রথমতঃ ক্ষণকাল তাঁহার মুখারবিন্দের প্রতি
অনিমিষলোচনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। পরে

বসুধা বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেক, মহারাজ! আপনার দীর্ঘকাল গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থান জন্য সর্ব্বসিদ্ধনগরে আর সেরূপ রাজশ্রী দৃষ্ট হয় না। আর পূর্ব্বের ন্যায় উপবনস্থ তরুশাখোপরি বনপ্রিয়গণের কুজনধ্বনিও প্রজাগণালয়ে মৃদঙ্গ সংরাব শ্রোতৃগণের শ্রুতিগোচর হয় না। রাজভবনস্থ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে অপ্সরঃ কুলজাত কুরঙ্গনয়না কামিনীগণের ন্যায় নাস্তাগণের আর নৃত্যাদি হয় না। মহেন্দ্রকল্প রাজসভাতে আর তৌর্য্যত্রিকাদি বা ভ্রুকুংসগণের রহস্যাদি শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। তরণিধরণীতে আর সেরূপ রশ্মিপ্রদান করেন না। তোয়দাচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন। নগরীতে চৌর্য্যাদির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাগণ, রাজবিরহে আবাল, যুবা, বর্ষিষ্ঠপর্য্যন্ত স্ত্রীপুমান্ সকলেই প্রায় অহর্নিশ রোরুদ্যমান আছে। বলিব কি রাজ্যেশ্বর! সদাতন সেই ব্রহ্মঘোষ স্বনবতী সর্ব্বসিদ্ধ নগরীতে আর ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। দ্বিজগণ, লোভীহইয়া শূদ্রাদির দান পরিগ্রহ করিতে উপক্রমণ করিয়াছেন। সাধুগণ, ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসত্যকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছেন, ও পতিব্রত পরায়ণা সাধ্বীকুলকামিনীগণ, পাতিব্রত্যরূপধর্ম্মময় সেতুকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পুংশ্চলীগণের ব্যভিচার আচারকে শ্রেয়স্কর বোধে সেই

পদবীতে পাদবিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রিয়তমা ভার্য্যাসকল পরম প্রেমাস্পদ স্বরূপ পতির-সহিত অহরহ্ কলহ করিতেছে। পিতা, পরমস্নেহ ভাজন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ম্বদ পুত্রকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া একবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছেন। রাজপুরুষগণ দুর্বৃত্ত্যবলম্বন পূর্ব্বক ছলে প্রজাগণের ধন শোষণ করিয়া স্বস্ব কোষপূর্ণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনার অবিদ্যমানতা জন্য রাজ্যে এতদূরপর্য্যন্ত অমঙ্গল সংঘ-টনা হইয়া উঠিয়াছে। যে, তাহা বর্ণাবলিদ্বারা বর্ণনা করিয়া সীমা করা যায় না। অতএব মহারাজ! আর এস্থানে বিলম্ব করিবেন না, ত্বরায় স্বরাজ্যে যাত্রা করুন্; নচেৎ রাজ্যমধ্যে সংপূর্ণরূপে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিবে আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় সেইরূপ করিবেন। আমি একজন সামান্য দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত দাস হইয়া আর অধিক কি কহিব। কারণ, তাহাতে কেবল প্রাগল্‌ভ্য প্রকাশ করা মাত্র।

মহারাজ! আর এক বিষয়ে আমি অপরাধী হই-য়াছি, অতএব আমায় ক্ষমা করুন্। অর্থাৎ বহুদিবসাবধি ঐ মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করি নাই বলিয়া দর্শনমাত্রে অতীব আনন্দে সকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অমাত্যবর এই পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছেন; এই বলিয়া অতি কাতরভাবে রাজহস্তে লিপি সমর্পণ করিল।

নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ গুণার্ণব, বার্ত্তাবহের প্রমুখাৎ স্বরাজ্যের এতাদৃশী অমঙ্গলময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ও অমাত্য প্রেরিত পত্রিকা উন্মোচনে কথনানুযায়ী অকুশল সংবাদ পাঠ করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতীব উন্মনা হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করতঃ স্বীয় ললনাত্রয়কে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজমহিলাগণ দয়িতমুখে এই অশুভ সমাচার শ্রুত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বদেশ গমন করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। নৃপেশ-নন্দন গুণার্ণব, মহিলাগণের মনোমত ভাব বিদিত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজের সমীপে স্বরাজ্য গমন জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গন্ধর্ব্ব শিরোমণি গোলকনাথ, প্রথ-মতঃ প্রিয়তম জামাতার মুখে বিদায় প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভাবি বিরহ স্মরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন; এবং অসংখ্য রত্নাদি যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক কতিপয় দল সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া আত্মজা ও জামাতাকে বাষ্পবারি বিগলিত লোচনে বিদায় করিলেন॥ মহারাজ গুণার্ণব, গন্ধর্ব্বনগরী হইতে যাত্রা করিয়া মহিলাত্রয় সমভিব্যাহারে অতিমাত্র সত্বর গমনে সর্ব্বসিদ্ধ নগরী রাজধানীতে উপনীত হই-লেন। প্রজাগণ, রাজ্যের জীবন স্বরূপ রাজ্যেশ্বর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন দেখিয়া, রাজানুরাগ প্রদর্শন নিমিত্ত সকলে মহান্ কোলাহল ধ্বনিপূর্ব্বক

পুরবর্ত্তিন্ হইল তাহারা এমনি জনতা করিয়া চলিল যে, জনসংবাধে রাজপথকে সঙ্কুল করিয়া ফেলিল, কেহ২ আনন্দে গদ্গদ হইয়া বেণু, বীণা, পণবাদি লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। চারণগণ ও লাস্যাগণ অতি প্রমোদচিত্তে মনোরম নৃত্য করিয়া জনগণের চিত্ত সংমোদন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ, সচিবগণের নিদেশানুসারে রাজবর্ত্মের উভয়পার্শ্বে কদলীরাজি সন্নিবেশিত হইল। এবং চূতপ্রবাল সংযুক্ত কমল পূরিত কলস সকল রক্ষিত হইল। নগরীমধ্যে, সর্ব্বত্র ভেরী নির্ঘোষিত হইতে লাগিল। মহারাজ, আপনার প্রতি প্রজাগণের এতাদৃশ অনুরাগ দর্শন করিয়া চিত্তে সাতিশয় উল্লসিত হইলেন। অনন্তর, অঙ্গনা ত্রিতয়কে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং প্রধান সচিবের সহিত কথোপকথন দ্বারা পদব্রজে পুর্য্যভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। এবং প্রধান প্রধান প্রজা সকলও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। পরে নরনাথ, স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া অতীব উল্লাসচিত্তে সকলের সহিত সদালাপে সেই দিবাকে অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস প্রত্যুষে, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজ সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া আপনার কিছুদিন রাজ্যে অনবস্থান জন্য যে সমস্ত বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিয়াছিল নৃপকুমার, অনায়াসে

অতি স্বল্পদিবস মধ্যে পূর্ব্বেরন্যায় সে সকল সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিলেন।

উপসংহার।

পরন্তু, নররায় গুণার্ণব, স্বীয় বাহুবলে ক্রমশঃ সাগর পর্য্যন্ত মহীতল করতল করতঃ সার্ব্বভৌমপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি, এতদূরপর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন যে, তৎকালীন সমস্ত অবনীমণ্ডলের অসীম বলশালি রাজগণ, প্রায় ভগবান বাসুদেবের অপরিসীম কৃপাভাজন রাজচক্রবর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে স্বীয়২ রাজ্য সম্বন্ধীয় করপ্রদিৎসু ভুপাল বর্গের ন্যায়, উপহারান্বিত হইয়া তাঁহার দ্বারদেশে সাধারণ দাসতুল্য সদাতন আজ্ঞাধীন অনুচর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতএব, সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অধিরাজের রাজ্যাধিপত্যের কথা কি বর্ণনা করিব; বোধ হয়, যেন মর্ত্ত্যভূমি মধ্যে অমর নগরাধিপতি শচিপতির সহিত সম্পদবিনিময়ে বসুন্ধরৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ, প্রায় বর্ষ সহস্রৈক মনোরমা মহিলা ত্রিতয়ের সহিত প্রভুত আনন্দে শত্রুশূন্য সিংহাসনাসীন হওত কালবিহরণ করিলেন। অনন্তর, প্রাগুক্ত রাক্ষস দেহ বিনির্ম্মুক্ত প্রভাতকালীয় মিহিরসদৃশ তপস্তেজা বিজ্ঞান বিশারদমহর্ষি জৈমিনির

প্রধান শিষ্য শঙ্কর নামা তাপস যুবা, কোটিতটে কৃষ্ণাজিন্ পরিবেষ্টিত, দণ্ডকমণ্ডলুপাণি হইয়া নারায়ণ ইত্যাকার পরব্রহ্ম প্রতিপাদক শব্দ উচ্চারণ করতঃ সহসা সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিমান্ নৃপচূড়ামণি, অকস্মাৎ প্রাগদৃষ্ট নবীন যোগেশকে সন্দর্শন করিয়া অতীব ব্যগ্রতা পুরঃসর সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহ্লাদে পরিপূরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত নেত্রে গদ্‌গদ্ভাবে কহিতে লাগিলেন। মহাভাগ! তপোবনস্থ সমস্ত তাপসগণ সর্ব্ব প্রকার অনাময়ে কাল যাপন করিতেছেনত? কিঞ্চ, আপনার তপস্যাদি নিরুৎকণ্ঠাভাবে নির্ব্বাহ হইতেছেত? যোগিন্! কেমন সেই সর্ব্বজনবরেণ্য, সর্ব্বজ্ঞ সামবেদ বাদী; মহাত্মা, জৈমিনি শারীরিক বা মানসিক মালিন্য বিরহিত হইয়া সময় অতিবর্ত্তন করিতেছেনত? না, দুরাত্মা যজ্ঞদ্বেষ্টাগণ, যজ্ঞীয়হবিঃ, সকল অপচয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? না, বোধ করি সেই মহা তপঃপ্রভাবশালি হব্যবাহন সদৃশ তেজোময় যোগিশ্রেষ্ঠের, দুর্ব্বিনীত রাক্ষসগণ কোন বিঘ্ন করিতে সক্ষম হইতে পারিবেক না; কারণ, তিনি অতীব তেজস্বী। অপিচ, যখন কিঞ্চিন্মাত্র কোপের সঞ্চার হইলেই অমনি তৎক্ষণাৎ যাঁহার প্রতিলোমকূপ হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ স্ফুলিঙ্গ প্রমুখ বহ্নি সকল নির্গত হইয়া দিগ্‌দাহন করিতে উন্মুখ হইতে

থাকে; তখন ষড়্‌বর্গ পরাজিত অজিতাত্মা জীবগণ, সলভের ন্যায় কি সাহস অবলম্বন করিয়া প্রোদ্দীপ্ত পাবকবৎ তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইতে পারিবে? না, কখনই এরূপ সম্ভব হইতে পারে না। অতএব, সেই লোকপাবনকর মহর্ষির সর্ব্বতঃ শিব ভাবে সময়াতি-বাহিত হইতেছে তাহার সংশয় নাই। যাহাহউক্ ব্রহ্মন্! হব্যকব্য দ্রব্যাদিরত কোন প্রকারে অভাব হয় নাই, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন্। আপনাদিগের অভিলষিত কার্য্যসম্পাদনে নিয়ত প্রস্তুত আছি। কারণ, আপনাদিগের তপ ও যজ্ঞ প্রভাবে বারিদ সমুহের যথা নিয়মে বারিবর্ষণে প্রজাপুঞ্জ, প্রচুর শস্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ সম্ভোগে দিবস অতিবাহিত করিতে পারিবে। অতএব অভিপ্রেত বিষয় সত্বর প্রকাশ করতঃ আজ্ঞাবহ জনে কৃতার্থ করুন্।

নবীন তাপস, রাজশিরোমণির মধুর কণ্ঠোত্থিত স্বর-সমন্বিত অনুনয়গর্ভ সম্ভাষণ শ্রবণে, অতীব হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাঁহার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন। রাজর্ষে! এক্ষণে পরম করুণাকর বিশ্বপাতার প্রসাদে সর্ব্বত্র কুশল। তপোবন বাসি ঋষিগণ, নির্ব্বিঘ্নে জাত-বেদসকে সাজ্য সমিৎ প্রদানে আত্মাত্ম মানস পরিশোধন করিতেছেন, সে জন্য লোকপালকের কোন প্রকার উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইবার আবশ্যক নাই। আর আপ-

নার ভুরি অনুগ্রহ বলে সংপ্রতি যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে, মহারাজের চির বিরাজিত রাজলক্ষ্মী সর্ব্বত স্থিরভাবে আছেনত? বোধ করি, অধুনা অরাতিমণ্ডল আপনার দন্তকে কালদণ্ড জ্ঞান করিয়া মস্তক অবনমন করিয়া রহিয়াছে তাহার সংশয় নাই। কারণ, ভবাদৃশ নীতিজ্ঞ কৃতবিদ্য প্রভূত প্রভাব শালি ভূপতিদিগের, কোন প্রকারে বিপদুৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। গুণার্ণব, প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিবরের বাক্যা-বসানে করপুটে অতি বিনীতভাবে কহিলেন; আপ-নাদিগের কৃপা কটাক্ষে এক্ষণে সিংহাসন, কণ্টক বিরহে বিরাজমান রহিয়াছে, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। সম্প্রতি আপনার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিয়া আমার শ্রবণেপ্সু মানসকে পরিতৃপ্ত করুন্। নরপাল চূড়ামণির এইরূপ মধুর রসাভিষিক্ত বাক্যাবশেষে ঈষদ্ধাস্য বদনে যোগিবর, নৃপতিকে লক্ষ করিয়া কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম; অদ্য, সেই সুহৃদ্বর সাগর সংজ্ঞক কন্দর্পশরাক্রান্ত দ্বিতীয় তাপস তনয়ের অবশিষ্ঠ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইব। অতএব, আপনার মহিষী ত্রিতয়কে সমান্তিকে আহ্বান করতঃ সস্ত্রীভাবে সুখাসনে সমাসীন হইয়া আশ্চর্য্যকর সংবাদ শ্রবণ করুন্। সেই অদ্ভুত বিবরণ

শ্রবণস্পৃহ রাজকুল তিলক গুণার্ণব, সুকুমারমূর্ত্তি তাপস কুমারের করুণারসাভিষিক্ত বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া অতিশয় ব্যগ্রতাপুরঃসর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহিলাগণ সকলেই একাসনে উপবিষ্ট হওতঃ স্বীয়২ সঙ্গিনী সপক্ষতায় দ্যূত ক্রীড়ামোদে প্রমোদ প্রবর্দ্ধমানা হইয়া পরস্পর মহান্ হাস পরিহাস করিতেছেন; ঈদৃশ সময়ে মহারাজ, পরম সন্তোষ চিত্তে রমণীমণ্ডলে উপনীত হইলেন। আহা! বোধ হইল যেন, উড়ুগণ মধ্যে উড়ুপতির উদয় হইল। যাহাহউক, রাজ্ঞীগণ নিজপতিকে সহসা অন্তঃপুর মধ্যে সমায়াত অবলোকন করিয়া সন্ত্রাসিত মরালকুলেরন্যায় সচকিতভাবে সঙ্গিনী সহযোগিনী হইয়া সকলেই যুগপদ্গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান থাকিলেন। নরনাথ মহিষীগণের এবম্প্রকার শীলতাচার সন্দর্শন করিয়া ভুরি ভুরি প্রসংশা করিতে লাগিলেন। এবং এতাদৃশী গুণবতী যুবতীগণের হৃদয়েশ জ্ঞানে আপনাকে ধন্যবোধ করিলেন। আহা! ভারতবর্ষে নীতি বিশারদ, দীর্ঘদর্শি সর্ব্বগুণসম্পন্ন নৃপতিগণ যে, সেই বিশ্বপালক ভগবান সম্বন্ধীয় ষড়ৈশ্বর্য্যের কিয়দংশ পরিগৃহীত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন তাহার সংশয় কি। কারণ ঐশ্বরপ্রভাব ভিন্ন সর্ব্ব সম্বন্ধে সমভাবে প্রিয় হইয়া সমুদ্রাবধি এই সর্ব্বসহার আধিপত্য গ্রহণ করতঃ সর্ব্বলোকের প্রশাসিতা হওয়া কদাপি

সম্ভবে না। সে যাহাউক, মহারাজ ইদানীং স্মিতবদন বিগলিত সুধাময় বাক্য সম্ভাষণে কহিলেন। অয়ি প্রিয়সীগণ! আর সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক নাই; কৃত ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে, আমার অকালে স্ত্রীসমাজে উপস্থিত হইবার কারণ শ্রবণ কর। প্রাক্ পরিচিত নবীন যোগিবরের সকাশে যাইবার জন্য সকলে সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আমার পথানুসারিণী হও। অদ্য সেই মহাপুরুষ রাজসভাগত হইয়াছেন। প্রিয়তম দয়িতের বদনরাজিব হইতে এইরূপ বাক্যের মধুর রসরাশি ক্ষরিত হইলে, রাজ্ঞীত্রয় মধ্যে বিদ্যুদ্বরণী বিদ্যুল্লতা কহিলেন। নাথ! কি বলিলেন, আমাদিগের কি পূর্ব্বাবলোকিত সেই সূর্য্যপ্রভ পরিব্রাজক পুরুষ রাজসভায় সমাগত হইয়াছেন। আহা নাথ! আপনার বদনারবিন্দ বিগলিত বাক্যাবলি পীযূষরাশি শ্রবণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, হৃদয়স্থ আনন্দসিন্ধুকে উচ্ছলিত করিয়া তুলিল। অতএব নাথ! চলুন চলুন, বিজনবাসি ঋষিকুমার সন্দর্শনে আমাদিগের পঞ্চীকৃত ভূতময় কলেবরকে পরিশোধিত করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করি গিয়া। এইরূপ কথোপকথনানন্তর সকলেই সুসজ্জিত হইয়া তাপসতনয়কে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠস্থ এক গোপন স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক, সেই স্থানে সভা করিয়া সকলেই পৃথক্২ দর্ভময়াসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, সুকুমারমূর্ত্তি তাপসকুমার, মৃদুল মধুর-স্বরে কহিলেন, প্রজাপতে! তবে অনন্য চিত্তবৃত্তি হওতঃ বক্ষ্যমান প্রস্তাবে অভিনিবেশ করুন্। এই বলিয়া কথিতব্য বিষয়ের উপক্রমণ করিলেন। আমি আপনার নিকট বিদায় হইয়া যাইতে যাইতে পথমধ্যে অশেষ চিন্তানীরে নিমগ্ন হইলাম; ভাবিলাম, হায়! ভগবান্ জৈমিনি যোগপ্রভাবে সকল বিষয়ই অবগত আছেন; অতএব আমি কিরূপ প্রকারে তাঁহার সন্নিকৃষ্টে গমন করিব। এবং গুরু জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি উত্তর করিব। এইরূপ পূর্ব্বকৃতসংঘটন বিষয় মনে উদ্ভাবিত হইয়া প্রথমতঃ ত্রাসে শরীর বেপমান হইতে লাগিল। পরে লজ্জা যেন, চরণকে বারম্বার বিচরণ করিতে প্রতিষেধ করিতে লাগিল; কিন্তু কি করি, বহুল দিবস গুরু হইতে বিপ্রযুক্ত হইয়া বিপুল কলুষ ভোগ করিলাম, অতএব আর বিচ্ছিন্নভাবে থাকা বিধেয় নহে। এইরূপ বিবিধ প্রকার সমালোচনা করিয়া অগত্যা সলজ্জবদনে অবাক্শিরাঃ হইয়া মহর্ষির নিকট উপনীত হওত অতীব দীনভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। কিন্তু মহারাজ! কালত্রয়দর্শি মুনিবর শিষ্যের লজ্জাগত ও সশঙ্কিতভাব অবলোকন করিয়া সেই প্রাণসম সহচর সংঘটিত প্রসঙ্গের উল্লেখ মাত্র না করিয়া কেবল সস্নেহ সম্বোধনে কহিলেন বৎস শঙ্কর! দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে

তোমার বুদ্ধি ধারণাশীলা হইয়াছে; অতএব এক্ষণে, তুমি কিয়ৎকাল জ্ঞানের পরিপাক নিমিত্ত সমাধি যোগাবলম্বন করিয়া আত্মানন্দ অনুভব কর। এতাবন্মাত্র বাক্য নিঃসরণ করতঃ আমাকে প্রিয় সম্ভাষণে বিসর্জ্জন করিলেন। আমি গুরুর করুণা পূরিত বাক্যে কৃতার্থমন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ বিবিক্ত স্থানে প্রয়াণপূর্ব্বক ধ্যানযোগ আশ্রয় করিয়া সেই ভগবান্ বাসুদেবের চরণযুগল চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনন্তর, পূর্ব্ব দিবসে আমার সমাধি দৈববশতঃ ভঙ্গ হওয়ায় জ্ঞানপ্রদ গুরু জৈমিনির অন্তিকে উপনীত হইলাম। কিন্তু, আমার উপস্থিতি হইবার পরে, তাঁহার অনতি চিরকাল মধ্যেই দেখিলাম সকল মহাতপা অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, কেহ বা মুণ্ডনশিরাঃ, কেহ বা জটাধারী। কেহ বা শ্মশ্রাদি সমস্ত কেশধারী, অর্থাৎ এবম্প্রকার নানা বেশ সমাযুক্ত ঋষিমণ্ডলী, ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ও হুতাবশিষ্ট ভস্ম সমেত আজ্যে অঙ্কিত হইয়া, নারায়ণ ইত্যকার তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ পুরঃসর অস্মদীয় গুরুর আশ্রমাভিমুখে সমায়াত হইলেন। তপোনিধি সকলের আগমন মাত্র ভগবান্ জৈমিনি, তৎক্ষণাৎ সশিষ্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথা ন্যায়ানুগত তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশনার্থে দর্ভময়াসন প্রদান করিলেন। তাপসগণ, অতীব হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মহর্ষি জৈমিনিকে

প্রতিপূজাপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দর্ভাসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী গুরু, তাঁহাদিগের সকলকে সগৌরব বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ভো মহর্ষি-গণ! আপনারা মদীয় সকাশে ইতঃপূর্ব্বে যে, সেই মাগরনামা দ্বিতীয় প্রমত্ত তাপসযুবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাহার অবশিষ্ট ভাগ যাহা কথিতব্য আছে তাহা অদ্য বলিতে প্রস্তুত আছি অনন্যচেতা হওত শ্রবণ-রন্ধ্রে স্থান প্রদান করুন।

প্রসঙ্গারম্ভ।

সহচর ব্রহ্মর্ষিকুমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শঙ্কর, বহু প্রয়াস সাধ্য তপোঽর্জ্জিত বপুঃ পরিত্যাগ করিয়া শাপ নির্দ্দিষ্ট রজনীচর শরীর প্রাপ্ত হইলে, বিষম কুসুম শরের শরাক্রান্তচেতা অজ্ঞানান্ধসাগর, প্রিয় সহচরের স্পন্দহীন কলেবর দৃষ্ট করিয়া, তখন হায় কি হইল! হায় কি হইল! সহসা প্রিয়বয়স্য এরূপ হইয়া পড়িলেন কেন? ইহার যে কোন কারণ অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওতঃ কিয়ৎক্ষণ গণ্ডদেশে সব্যহস্ত অর্পণ করতঃ স্থাণুরন্যায় বসিয়া রহিল। আহা! দুরন্ত পঞ্চশরের কি শরপ্রভাব! আজন্ম সহসংবর্দ্ধিত প্রাণতুল্য বন্ধুর

সহিত যে, চিরবিয়োগ সংঘটন হইল, তাহা তখন পর্য্যন্তও সেই মোহকারিণী পুংশ্চলী প্রণয়াকাঙ্ক্ষীসাগর, অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু যখন, ক্রমশঃ সাগরের মন্মথ শায়ক সংবিদ্ধচিত্তের, গুরূপদিষ্ট সৎসন্দর্ভ পর্য্যালোচনারূপ-ভেষজ সেবনে কিঞ্চিন্মাত্র বেদনা উপশান্ত হইয়া জ্ঞানাঙ্কুর উদিত হইতে লাগিল। তখন, সখার সুকুমার শরীর, পাংশু বিলুণ্ঠিত অবলোকন করিয়া, আর শোকোপহত চিত্তের বৈকল্য কোনক্রমে সম্বরণ করিতে সক্ষম হইল না। একবারে আর্ত্তনাদে চিৎকার করিয়া কহিল, সখে! হরিচন্দন কুসুম কাননজ কণ্টকদ্রুমেরন্যায় এই কামোপহতচেতাঃ পবিত্র ব্রহ্মর্ষি কুলকণ্টকের স্খলিত বাক্যে কি অভিমানী হইয়া ঈদৃক্ সুবর্ণময় বপুঃ পৃথিবীতে পাতিত করিয়া রাখিয়াছ? না, আমার দুরাচার অনার্য্যসেবিত কার্য্য সমালোচনা করতঃ আমাকে সাতিশয় ঘৃণিত বোধে বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইলে? সাধুমর্য্যাদা অনভিজ্ঞ অপরাধিজনের অপরাধ ক্ষমা কর। ক্ষিপ্র, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্তপ্তচিত্তকে সুধাময় বাক্যদানে সুশীতল কর। সখে! কথার উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? হা হতবিধে! এই কি তোমার সুবিধি হইল। এইরূপ আক্ষেপ করিয়া সাগর, পরশুছিন্ন ভূরুহেরন্যায় বসুন্ধাতলে যুগপন্নিপতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল।

সুদীর্ঘকালান্তর চেতনা প্রতিলাভ করিয়া,অতি বিষণ্ণবদনে শোকার্ত্ত হইয়া কুলকামিনীর ন্যায় মৃদুলস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ভো মহর্ষিমণ্ডল! তৎকালীন প্রিয়-সচর শোকার্ত্ত সাগরের কারুণ্যরোদনধ্বনি রাজবর্ত্মগম্য-মান শ্রোতৃবূ্যহের কর্ণকুহরে এমনি সুশ্রাব্য হইয়া প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; যেন, নববিকসিত নলিনীদল, কোন প্রমত্তমাতঙ্গ কর্ত্তৃক বিদলিত হওয়ায় নবীন বিরহী মধুব্রত সাতিশয় কাতর হইয়া শোকসূচক সুললিত কলনাদে কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতেছে। সে যাহা হউক, ইদানীং সেই প্রাগুক্ত রমণীমণ্ডলের অগ্রগণ্যা সুকুমার কমলকেশরাবতংসিকা পুংশ্চলীদ্বয়, কিয়ৎ-ক্ষণ অন্তর্হিতভাবে থাকিয়া স্ত্রীজাতির স্বতঃশিক্ষিত হাব ভাব প্রকাশ করিতে করিতে, পুনরপি মন্থরগতিতে সখিশোকাগ্নি সন্দগ্ধ বিপলমান সাগরের সমীপবর্ত্তিনী হইল। অহো! কি আশ্চর্য্য বিষয়! যে, ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রণয় লালসায় কামার্ত্ত হইয়া একবারে তাপস ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ কণ্টকাকীর্ণ পদবীতে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; সেই যুবা এক্ষণে, সেই ভুষণ ভূষিতা যুবজন মনোহারিণী নিতম্বিনীদ্বয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়াও তাহাদিগের প্রতি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না। অহো! রে অনার্য্যকন্দর্প! ইত্যা-কার আক্ষেপসূচক বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর ভগবান

জৈমিনি করুণা পরিপূরিত নয়নে বাষ্পমোচন করিতে করিতে কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাবাশ্রয় করিয়া রহিলেন।

তপোনিধি সকল, মহর্ষি জৈমিনির শোক ভাবাপন্ন মুখপদ্ম সন্দর্শন করিয়া ক্ষণমাত্র সকলেই তদনুসারী হইয়া কহিলেন? মহর্ষে! অশোচ্য বিষয়কে স্মরণ করিয়া ভবাদৃশ জিতাত্ম তত্ত্বদর্শিরাও যদি শোকাভিভুত হয়েন; তাহাহইলে প্রজ্ঞাহীন অপ্রসন্নমনা তামসগণের চিত্তকে যে, শোক ও মোহাদিতে আচ্ছন্ন করিবে তাহার বক্তব্য কি? সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনার অমৃতক্ষরিত বাক্যদ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষভাগ বিবরণ করিয়া, অস্মদাদির শ্রবণেপ্সুচিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। মহাত্মা জৈমিনি, ঋষিমণ্ডলীর এবমুক্ত বিনয় নির্ব্বচনে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় কথিতপ্রসঙ্গের অনুক্রমণ করিলেন। অনন্তর, সেই চারুনিতম্ব নিতম্বিনীদ্বয়, রমণীমোহন তাপস যুবার শোকাকৃষ্ট চিত্ত দেখিয়া, হাস্যবদনে মৃদুমধুর ধ্বনিতে কহিলেক, প্রিয়দর্শন! আপনি এতাদৃশী কামিনী কুলনাশক সুকুমার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কি একটা অস্পৃশ্য শবদেহকে স্পর্শ করতঃ রোরুদ্যমান হইয়া দীনভাবে সাতিশয় খিন্নমনে অবস্থান করিতেছেন? আসুন, ইহার অদূরবর্ত্তি ত্রিদশ তরঙ্গিনী তীরে একমঞ্জু কুঞ্জকানন আছে, যে কাননের কদম্ব প্রভৃতি কুসুম নিচয়ের পরিমল আঘ্রাত হইয়া

অমরধুনী পুলিনাবতীর্ণ জলপিপাসু পান্থগণ বাণ সংবিদ্ধ কুরঙ্গ কদম্বের ন্যায় মুগ্ধচেতা হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকে। যে কাননে, সুরভি সময়ে সৌরভাকুল ষটপদকুল, দলবদ্ধ হইয়া ললিত কুসুম কলিকাকে দলন মানসে গুণ গুণ শব্দে তাড্যমান তন্ত্রীর ন্যায় কলনাদ নিঃসরণ করে। চলুন, শীঘ্র সেই বিজন বিপিন মধ্যে গমন পূর্ব্বক আপনাকে অস্মদাদির প্রসূনময় যৌবনরথে সারথি করিয়া অদ্য আমরা সেই অজেয় রতিপতিকে পরাজয় করিব। যেই মাত্র ঈদৃক্ সাধু বিগর্হ্য অশ্রাব্য বাক্য সকল সেই বন্ধু বিয়োগজনিত শোক সন্তপ্ত সাগ-রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; অমনি তৎক্ষণাৎ, যেমন প্রসুপ্ত মহাব্যাল কোন দুর্ভাগ্য গতায়ুর্জ্জন কর্ত্তৃক তাড়-নায় প্রবোধনানন্তর ধৃতফণ হইয়া একবারে গর্জ্জন করিয়া উঠে। সেইরূপ প্রিয়তম বয়স্যের বিচ্ছেদসাগরে নিমগ্নসাগর, ক্রোধে বিস্ফূরিতাধর হইয়া অধর দংশন করিতে লাগিল; এবং ক্রমশঃ বোধ হইল যেন, বন্ধুর বিরহজনিত ও উপস্থিত ক্রোধজনিত অগ্নিনিচয় সমষ্টি হইয়া তাহার দৃষ্টিপথ দিয়া করুণরূপে, এবং প্রতিলোম কূপ হইতে স্ফুলিঙ্গরূপে বিনিঃসৃত হইতে লাগিল! এমন কি, তৎকালীন সেই নবীন তাপসের ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হয়, অমরকুলও প্রাণভয়ে স্থানান্তরে পলায়ণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সচেষ্টিত হইয়াছিল।

ইহাতে ভীরু স্বভাবা অবলাজাতি, যে সেই প্রলয়কালীয় যুগপদুদিত দ্বাদশ তপনপ্রতিকাশ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রাসে বেপমান কলেবরা হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু, সেই ভয়াতুরা বামলোচনাগণের মুহুর্মুহুঃ বেপথু ও স্বেদবারি নির্গত দেখিয়াও তথাপি ক্রোধাকুল চেতাঃ যুবা, আপনার রিপুপরাক্রান্ত চিত্তকে ক্ষান্ত করিতে পারিল না। তিতিক্ষা দূরে থাকুক বরং ক্রমশঃ ক্রোধের উত্তেজনা করিয়া রক্তোৎপল সম আরক্ত নয়নে, তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, রে মন্দভাগিনী কুহকিনীদ্বয়! তোরা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সমিৎপ্রদান পূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ভাল, যেমন কার্য্য করিলি তেমনি প্রতিফল ভোগ কর। যাও অচিরাৎ পুরুষ মোহিনীরূপ বিহীন হইয়া রঙ্গন দেশস্থ উপারণ্যে শিলাময়ী হইয়া মনুষ্য পরিমাণে এক সহস্র বর্ষ অবস্থান কর। কিন্তু মধ্যে২, পর্ব্ব দিবস হইলে শর্ব্বরী সময়ে স্বীয় স্বীয়রূপ ও চেতনপ্রাপ্ত হইবি; এই বলিয়া অবলাদ্বয়কে কালস্বরূপ শাপাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

অনন্তর, অবলাগণের প্রাণাবসান করিয়া ক্রোধমনা সাগরের যখন সত্ত্বগুণের উদয় হইল, তখন অবধ্যা স্ত্রীজাতি বধ জন্য প্রথমতঃ তাহার চিত্তে কিঞ্চিৎ করুণোদয় হইল। পরে,পুনরায় মোহকলিল আসিয়া তাহার চিত্তকে

আবৃত করিয়া ফেলিল। একারণ, বিবিধপ্রকার চিন্তা পারাবারে পতিত হইয়া কলুষীকৃত বুদ্ধিবশতঃ হিতাহিত বিবেচনা বিষয়ে অশক্য বিধায় কেবল তৎকালে, আপনার বুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া ভূয়ো ভূয়ো ধিক্কার দিতে লাগিল; রে দুর্ম্মেধে! তোমার, কি আব্রাহ্মণ্য কালাবধি গুরু পরিচর্য্যা এবং অভ্যস্তযোগ প্রভাবে এইরূপ নৈর্ম্মল্য জন্মিয়াছিল? যদ্দ্বারা কেবল জগন্মণ্ডলের প্রজা ক্ষয়কারিণী বলিয়া মানবমণ্ডলীতে পরিগণিত হইলে। আহা! মাংধিক! হা! আমার চিত্ত এতাদৃশ অস্বর্গ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, যে আমি দুর্লভ ব্রহ্মর্ষিকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া নৃশংস স্বভাবাপন্ন নিশাদজাতিদিগের ন্যায়, হিংসাবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক ইহলোকে পুণ্যবতী বসুমতীকে অপূতা, ও পরিণামে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তমোময় নিরয় নিলয়ের দ্বার পরিমোচন করিলাম। হায়! যেমন অসৌভাগ্যবান্ বণিকের অর্ণবযান সমস্তসিন্ধু অতিবাহন পূর্ব্বক কূলে নীত হইলে, সহসা প্রবলবাত্যা সমুত্থিত হইয়া সেই আসন্নকূল বহুরত্নপূর্ণ অর্ণবপোতকে একবারে অগাধসলিলে সম্মজ্জন করিয়া অবশেষে ধনে প্রাণে বণিককে বিনাশ করিয়া ফেলে। সেইরূপ, গুরু চরণরূপ কূলসংলগ্ন হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ সহসা মানসাকাশে ঘোরতর মায়ামেঘ সমুদিত হইয়া প্রবল বিকার বায়ুকে উত্থাপন করতঃ কুহকিনী কামিনী-

গণের ভাবরূপ তরঙ্গমালায়, বহু দিবস যোগ প্রয়াসোপার্জ্জিত জ্ঞানরত্ন পরিপূরিত তনুতরণীকে নির্ভর গভীর ভবসাগরনীরে নিমজ্জন করিয়া একবারে আমাকে সমূলে বিনাশ করিল। এইরূপে আপনাকে অনিষ্ণাত বোধে যুবা সাগর ভুয়োভূয়ঃ তিরস্কার করতঃ অবশেষে সখি বিচ্ছেদ শোকানলে সন্দগ্ধ হইয়া জিজীবিষা পরিত্যক্ত হইয়া বাস্পাকুল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেক, আর আমার এ প্রভূত পাপ পঙ্কিল রাশির ভারবহন করিবার নিমিত্ত মাংসপিণ্ডময় কলেবরকে রক্ষা করিবার কোনং আবশ্যক নাই। যাহা হউক্, অবশ্যম্ভাবি কার্য্যকে নিম্ন পথাভিমুখি স্রোতজলেরন্যায় কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব আমার ভাগ্যে পরিণামে যাহা হইবার হইবে, কিন্তু আমি সখার বিয়োগধনঞ্জয়ে দহ্যমান কলেবরকে রক্ষা করিতে কখনই শক্য হইব না। নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞাত হইলাম অদ্যই, কলুষ ভারাক্রান্ত শরীরকে প্রজ্জ্বলিত যোগাগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়া সখার বিচ্ছেদ হুতাশনকে নির্ব্বাপণ করিব। কারণ, "বিষস্য বিষমৌষধম্" ইহা কিম্বদন্তীতে ব্যক্ত আছে। এবম্বিধ মনে মনে বিতর্ক করিয়া সেই স্থানে যোগাসন করণানন্তর অনন্যচিত্তবৃত্তি হইয়া সমাধিজাগ্নি প্রোদ্দীপন পূর্ব্বক ক্ষণমাত্রে স্বীয় শরীরকে ভস্মরাশি করিয়া

ফেলিল। কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন সময়ে সহচর ও স্ত্রীহত্যা জন্য পাপস্পৃষ্ট হইয়া সাগর, পরমেশ্বর চিন্তায় পরাঙ্মুখ হওতঃ বিষয়ভোগ লালসা করিয়াছিল, এইহেতু শীতরশ্মি বংশীয় পবিত্রকর নামক নরনাথ নিলয়ে শরীর পরিগ্রহ করিল। তবে যে মহদৈশ্বর্য্যশালি ভুভুজ-বংশে জন্মলাভ হইল তাহার কারণ, কৌমার কালাবধি অতিমাত্র নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া সনাতন ধর্ম্মরূপ কল্পদ্রুমের আলবালে বহুল প্রয়াসে ভক্তি-বারি প্রসেক করিয়াছিল। ইদানীং সাগর পূর্ব্ব সৌভাগ্য বশতঃ সেই কল্পপাদপ সকাশে আপনার অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ রাজাঙ্গজ হইয়া ভূয়িষ্টভূতি ভোগের অধিকারী হইল।

হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহার মধ্যে,আর এক অপূর্ব্বআখ্যা-য়িকা বর্ণন করিতেছি সকলে অনন্যচেতা হইয়া অবধান করুন্। সুরসেনক দেশবাসি নারায়ণাঙ্গজ নামা এক ভুমিপতি ছিলেন। তিনি ধনলুব্ধ বঞ্চক ধর্ম্মধ্বজি সচিবর্গের প্রতারণা বাগুরায় পতিত হইয়া ক্রমশঃ ভূম্যাদি সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। অপিচ, ঐ কৃতঘ্ন অতীব দুষ্ট রাজামাত্যগণ কর্ত্তৃক অবশেষে স্বীয় রাজধানী হইতেও নিরাকৃত হইয়া সেই অপহৃত রাজ্য ভূপতি, প্রাণসম প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী এবং প্রাণাধিকা অনূঢ়া আত্মজা তিনটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া

নিভৃত নিশিথ সময়ে গূঢ় দ্বারদেশ দিয়া বহিঃস্থত হই-
লেন। দেখ, যে কালে কাদম্বিনী মেদুর অম্বর, বসু-
ধামণ্ডলকে শ্যামবর্ণা করিয়া ফেলিল। উড়ুমালা স্বীয়
পতি যামিনীপতির অদর্শনে সকলে অত্যন্ত অভিমানিনী
হইয়া অন্ধকারাগার রূপ মেঘমালাতে অন্তর্হিত হইল।
ঘনগণ, যেন স্বীয় সীমন্তিনী সৌদামিনীর চঞ্চলভাব
দর্শন করিয়া কোপেতে গড়গড় শব্দে গভীর নিনাদ
করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহা! এ দিকে মহীরুহগণ,
উত্তরদিক্ সমাগত নিশিথ সাময়িক বায়ুদ্বারা সঞ্চা-
লিত হওয়ায়, বোধ হয় নিভৃত সময় প্রাপ্তে সন্ সন্ শব্দে
সকলে সমষ্টিভাবে বিশ্বপালয়িতার গুণগান করিতেছে।
পতত্রীকুল, সুশোভিত পল্লবাকীর্ণ বিপটস্থ কুলায়মধ্যে
নিঃশব্দে নিদ্রা যাইতেছে। প্রমথগণ, শ্মশানভূমিতে
করে নরশিশু মস্তক লইয়া বিকট দংষ্ট্রামধ্যে অর্পণ করি-
তেছে। কোথাও বা ধক্ ধক্ শব্দে জ্বলল্ললাট ভৈরব-
গণ, ভীষণ শূলহস্তে ভীম রব করিতেছে। চতুর্দ্দিকে,
রুধির ধারা বিগলিত কবন্ধগণ দলবদ্ধ হইয়া সেইস্থানে
তা থৈ শব্দে নৃত্য করিতেছে। কেহ কেহ সমরাঙ্গন
স্থিত সাংযুগীরন্যায় বাহ্বাস্ফোট করতঃ যোধ সংরাব
করিতেছে। ব্রহ্মদৈত্যগণ, উল্লম্ফন পূর্ব্বক উচ্চৈরবে
অট্টহাস করিতেছে। নৈশ আকাশচর খদ্যোৎ সকলকে
ধারণ পূর্ব্বক সুখে ভোজন করিয়া আপনাদিগের উদ

রের পূর্ত্তি করিতেছে। এ দিকে, সরোবরস্থ নলিনী, দিনমণি বিরহে মুদ্রিত হওতঃ যেন শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। দুরন্ত সপত্ন স্বরূপ বলাহক কর্ত্তৃক নিজকান্ত অপহৃতা কুমদিনী, প্রিয় দর্শনের দর্শনাভাবে, বোধ হয়, ত্রিযামার নিহার পতনব্যাজে খেদাকুল হইয়া অশ্রু-পাত করিতেছে। এ দিকে, নগরস্থ চার্ব্বঙ্গী নায়িকাগণ চারু ভূষণে ভূষিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রেক্ষণীয় ক্ষণ-প্রভার প্রভাকে অবলম্বন করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে নায়কের অভিসার স্থানে গমন করিতে লাগিল। পৃথিবী ঝিল্লীরবা হইল। হে তাপসমণ্ডল! এতাদৃশী গাঢ়তর তমোময়ী তমস্বিনী সময়ে লোকপাল হইয়াও সেই অসূর্য্যম্পশ্যা ভুবনরমণী রমণী, ও বালিকা দুহিতা ত্রিতয়কে অনুচারিণী করিয়া অতীব শঙ্কিত চিত্তে সংগোপনীয় পন্থাশ্রয় পূর্ব্বক গহন কাননাভিমুখে উপয়ান করিলেন। আহা! আত্মকৃত কর্ম্মজফল সকলকে ইচ্ছা না করিলেও দেহভৃৎ সম্বন্ধে অবশতঃ আসিয়াও উপস্থিত হয়।

সে যাহাহউক্, অনন্তর রাজ্যনিরস্ত ভূপতি, ক্রমশঃ কান্তার পথে আগমন করিয়া পরে অস্মদীয় এই আশ্রমে উপনীত হওতঃ সরিৎ তীরস্থ স্নিগ্ধচ্ছায় তমালতরু-তলে একপর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফল মূলাহারী হইয়া কালাতিপাত করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। তদনন্তর, যোগ

বুভুৎসু হইয়া সময়ে সময়ে তত্ত্বদর্শি ঋষিগণ সমাজে আগমন পূর্ব্বক ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করতঃ আপনাকে কৃতার্থমন্য হইতেন। অপিচ, সেই ক্ষীণ প্রারব্ধকর্ম্মা রাজর্ষি সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হওতঃ নিরন্তর অধ্যাত্ম বিদ্যার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরিশেষে সর্ব্বভূতে সমদর্শিত্ব লাভ করিয়া সদা প্রশান্তমনা হওত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং রাজমহিষীও পাতিব্রত্যধর্ম্ম সংশ্রয় করতঃ অনন্যবৃত্তি হইয়া প্রিয়পতির পরিচর্য্যা ও প্রাণ-সমা কন্যা তিনটীর প্রতিপালন করিয়া সদা স্বচ্ছন্দচিত্তে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শশিকলার ন্যায় দৈনন্দিন পরিবর্দ্ধমানা রাজকন্যা ত্রয়ের কালক্রমে কুট্মল ভাবকে অন্তর্ধান করতঃ যৌবন প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া ভুবনমোহিনী শোভাধারণ করিল। রাজ্ঞী, অলৌকিকরূপা আত্মজাত্রয়কে প্রাপ্তযৌবনা প্রেক্ষণ করিয়া সদা সশঙ্কিত ও চিন্তার্ণবে নিমগ্না রহিলেন। এ দিকে, হিমন্ত কালাবসানে উষ্ণরশ্মি অষ্টবাজি সংযোজিত স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুবেরপালিত দিশাতে গমন করিলে, যেমন কোন লম্পট পুরুষ, পতিপরায়ণা প্রিয়তমাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক কোন কুৎসিৎ শরীর বিশিষ্ট পুরুষকর্ত্তৃক রক্ষিত নায়ি-কার নিকট গমন করিলে সেই দাক্ষিণ্যবতী নায়িকার দুঃখজনিত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ হয়, সেইরূপ দক্ষিণা-

চল, দিননাথ বিরহে দুঃখিত হইয়া মন্দ মন্দ গন্ধবহকে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। বনস্পতি সকল পূর্ব্ববেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজ বসন্ত কর্ত্তৃক নবীন চারুপল্লব ভূষণে ভূষিত হইল; এবং কিংশুক, মালিকা প্রভৃতি কুসুম কদম্ব বিকসিত হইয়া তপোবনের কি আশ্চর্য্য কান্তিবর্দ্ধন করিল। অশোক অমনি ঈর্ষা পরবশ হইয়া শিশু সূর্য্যেরন্যায় শোকনাশক লোহিত লাবণ্য ধারণ পূর্ব্বক প্রস্ফুটিত হইল। সদ্য সমুদ্গত প্রবালরূপ চারু-পক্ষ বিশিষ্ট নবীন চুতকুসুমবাণে, যেন বসন্ত কর্ত্তৃক ক্ষুধাকুল মধুপকুল কুসুমবাণের নামাঙ্কিতের ন্যায় সন্নিবেশিত হইল। এ দিকে চূতাঙ্কুর আস্বাদনে কষা-য়িতকণ্ঠ পুংস্কোকিলগণ, অভিনব মনজ্ঞ প্রবাল ভূষিত বিটপে বসিয়া কলকুজন পূর্ব্বক যেন মনস্বিনীদিগের মান নিরসনার্থ পঞ্চশরের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন কি বোধ হয়, পুষ্পধন্বা পৃষ্ঠে পঞ্চশর আবরক তুণীর এবং বামকরে কুসুমময় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত ধরণী শাসন করিয়া অবশেষে তপোবনে মূর্ত্তিমান হওতঃ তাপসগণকে সন্ধান কবিবার মানসে প্রত্যালীঢ় চরণে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আহা! একে বসন্তকালের ঈদৃক্ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, তাহে আবার রাজকন্যাত্রয় নবোদিত যৌবনা, তাহে অবলাজাতির স্বভাবতঃ লজ্জাহেতু পিতা মাতার নিকট কিছুই প্রকাশ

করিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের মনেতে নিত্য নিত্য নবীনভাবের উদয় হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে, এক দিবস পূর্ব্বোক্ত যুবাসাগর ফলাহরণ নিমিত্ত তপোবন-বাসি রাজর্ষির কুটীর সমীপে গমন করায়, সহসা ঐ রাজ কুল সমুৎপন্না জগৎ মনোহরা কামিনী ত্রিতয়ের নয়ন-পথবর্ত্তী হইল। একে, কন্যা ত্রিতয় প্রথম যৌবনা, দ্বিতীয় অনূঢ়া, তাহে যুবাসাগর অতি প্রিয়ম্বদ ও সকলেরই প্রিয়দর্শন ছিল; সুতরাং তাহার সেই সুকুমার মূর্ত্তি দর্শন এবং পরিচয়চ্ছলে অতি মৃদুল প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণমাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ বাস্পকণ্ঠাবরুদ্ধা হইয়া কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা-শূন্যা হইয়া কন্যাত্রয় ক্ষিতিতলে পতিত হইল। অনন্তর, সাগর, ভাবিবিপৎ ঘটনা সম্ভব, বিচার করতঃ মনকে প্রত্যাহৃত পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে সত্বর স্বীয় আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিল।

এ দিকে কন্যাত্রয় সংজ্ঞা প্রতিলাভ করণানন্তর, মনোহর যুবাকে পুনর্দ্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া নিতরাং মৃতকল্প দেহে কুটীরে প্রতিগমন করিল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তদনন্তর, সাগরের এই প্রস্তাবিত শঙ্কট উপস্থিত হওয়ায়, জনশ্রুতিতে এই নিদারুণ হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণে রাজসুতাগণ, অবিলম্বে ত্যক্ত দেহ সাগরের পুনর্জাত কলেবরকে পতিকামনা

করিয়া তপোবনস্থ কামদা সরসীতে সকলেই শরীর উৎসর্গ করতঃ স্ব স্ব কর্ম্ম এবং চরমস্থ চিন্তানুসারে দুই জন পরীপাল ও নরপাল কুলে, একজন গন্ধর্ব্বরাজ কুলে পুনরায় দেহধারণ করিল। পরে, কালক্রমে যোগ্যবয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজদেহধারি সাগরের সহিত আশ্চর্য্য সংযোজনায় যোজিত ও পরিণয় কার্য্যাদি অভিনিষ্পত্তি হওনানন্তর এক্ষণে পরমসুখে সকলে রাজভূতি ভোগে কালহরণ করিতেছে। হে রাজনন্দন গুণার্ণব! মহর্ষি জৈমিনি ঋষিমণ্ডলীতে এইরূপ বিস্তাররূপে উপাখ্যান বর্ণন করিয়া অবশেষে, আমার মুখমণ্ডলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন। বৎস শঙ্কর! তুমি এক্ষণে প্রিয়সাগরের সমীপে গমন কর, এবং তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া রাজভোগের বাসনা নিরসন করাইয়া পুনরায় অস্মদীয় আশ্রমে আনয়ন কর। সাবধান, যেন আবার কোন মহাবিপৎ সমুদ্রে পতিত না হয়। আমি তোমাদিগের প্রত্যাগমন কালাবধি অতি চঞ্চল চিত্তে অবস্থিতি করিলাম। অতএব যাও, আর কালবিলম্ব করিও না। সখে! গুরু আমাকে এই সমস্ত বাক্য কহিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন। এই বলিয়া পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিয়া লজ্জা ও অভিমানে অশ্রুপূর্ণাকুল নেত্রে অবাক্ শিরা হইয়া কিয়ৎকাল ায়বে রহিলেন। অধিরাজ গুণার্ণব, ঋষিতনয়

শঙ্করের মুখে সখ্যভাব সম্বোধন শ্রবণ এবং মুখের ভাব দর্শন করিয়া প্রথমতঃ বোধ করিলেন, যেন, ইতঃপূর্ব্বে ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি; কিন্তু অশেষপ্রকার চিন্তা করিয়া ভ্রমবশতঃ কোন বিষয়ের নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরিশেষে তরঙ্গস্থ তরীরন্যায় আন্দোলিত চিত্তে বিবরণ বুভুৎসু হইয়া কহিলেন; হে যুবকতপোনিধে! আমাকে আপনি সখা বলিয়া পরে অবাঙ্মুখিন রহিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য শীঘ্র বিবৃত করিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করুন। তাপস যুবা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনিই আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়সহচর সাগর; ও আপনার সিমন্তিনীগণও সেই তপোবনস্থ রাজকুমারীত্রয়; এবং সেই রঙ্গন দেশস্থ উপারণ্যে যে শৈলময়ী মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, সে সেই ভবদীয় কোপানল সংদগ্ধা স্বর্বেশ্যাদ্বয়। অতএব চলুন, অদ্য সেই শাপ সন্তাপিতা পাষাণময়ী কামিনীদ্বয়ের শাপ বিমোচন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গধামে প্রেরণ করি গিয়া। এবং আমারাও বহু কালান্তে গুরু জৈমিনির পাদপদ্মে উভয়ে একত্র হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইব। সখে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। নরনাথ গুণার্ণব, এবম্বিধ বিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণ করিয়া সহসাপূর্ব্বজন্মস্থ সমস্ত বিষয় স্মৃতিপথে প্রত্যক্ষরূপে উদয় হওয়ায়, প্রথমতঃ লজ্জায়

অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে, এসকল দৈবকৃত ঘটনা বিবেচনা করিয়া চিত্তকে শান্তনা করিলেন। এবং মহানানন্দ সাগরে ভাসমান হইয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখার সহিত দীর্ঘকাল বিরহের পর আলিঙ্গন করিলেন ও বারংবার পূর্ব্বদোষ মার্জ্জনা নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, স্বীয় প্রিয়সীগণে হাস্য বদনে কহিলেন। হে প্রণাধিকা সকল। দেখ অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন উদয়; এক্ষণে চল সকলে স্বলোকে যাত্রা করি। আর এ অনিত্য রাজ্য-ভোগে আবশ্যক নাই। মহিলাগণ, অবনিপতির মতা-নুযায়িনী হইয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন; প্রিয়তম! এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পতি সমভিব্যাহারিণী হইব; কিন্তু নাথ! যেন আপনার পৌর্ব্ব ঋষিদেহ প্রাপ্ত হইয়া অধীনীগণকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইহা আমাদের প্রতীতার্থে অগ্রে অঙ্গীকার করুন, তবে শান্ত হইতে পারিব। নরেশ, ভার্য্যাগণের প্রণয়া-ধিক্য দেখিয়া বন্ধুর মতানুসারে অগত্যা স্বীকার হইলেন তৎপরে বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া প্রধান সচিবকে ও আত্মীয়গণকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া শেষে স্বরাজ্যে ভেরী ঘোষণা করিয়া দিলেন। প্রজাগণ প্রজানুরঞ্জন মহারাজ গুণার্ণবের পার্থিব লীলা সম্বরণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলে শোকে অধৈর্য্য হইয়া

পড়িল। পরে সুতরাং সকলকেই ক্ষান্ত হইতে হইল। প্রজাবর্গের ক্রন্দনেরধ্বনি নিবারণ হইল বটে, কিন্তু তাহাদের প্রিয়রাজ বিচ্ছেদে অনিবার নয়নাশ্রু বিগলিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধ নগরীকে আর্দ্রীভূত করিতে ক্ষান্ত হই-লনা। সে যাহাহউক, তৎপরে নৃপতনয়, স্বজন বন্ধুবর্গের ও অমাত্যবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়সীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রধানামাত্যের প্রতি ভূমণ্ডলের ভার সমর্পণ করতঃ প্রিয়সখার সহিত শ্রীহরিস্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া রাজভবন হইতে বহিঃস্থত হইলেন। অনন্তর সেই রঙ্গনদেশস্থ উপা-রণ্যে উপনীত হইয়া শৈলময়ী কামিনীদ্বয়কে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন এবং আপনিও সস্ত্রীকে রাজ-দেহ পরিত্যক্ত হইয়া তেজোময় ব্রহ্মর্ষি দেহ ধারণ করিলেন। এবং যুবতীত্রয়ও পূর্ব্ববৎ তাপসকন্যার শরীর পরিগ্রহ করিলেক। যখন এইরূপ সকলেরই পৌর্ব্ব দেহলব্ধ হইল, তখন সকলেই আহ্লাদে পরি-পূরিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্ব স্ব লোকে যাত্রা করিল।

অতএব প্রিয়ে! পর্ব্বত রাজতনয়ে! তুমি যাহা দেখিয়া জানিবার নিমিত্ত চঞ্চলা হইয়াছিলে, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখ ঐ তাপসকুমার সাগর, পত্নীত্রয় সমভিব্যাহারে, নবীন তপস্বী জ্ঞান প্রবীন শঙ্করনামা

সহচরকে অগ্রগামী করিয়া প্রোদ্দীপ্ত পাবকেরন্যায়, মহর্ষি জৈমিনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছে এবং ঐ সেই স্বর্ব্বেশ্যাদ্বয় শাপবিমুক্ত হইয়া মহেন্দ্রলোকে গমন করিতেছে। এই পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া ভগবান্ জগদ্গুরু বিরূপাক্ষ বিরাম হইলেন। জগন্মাতাও অপূর্ব্ব লোকপবিত্রকর আখ্যায়িকা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভগবান ত্রিলোচনকে প্রণাম পূর্ব্বক সর্ব্বানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

রাগিণী ভৈরবী তাল একতালা।

কোন্ দিনে কেমনে, গত কব দিনে,
ভাব দেখি মনে হয়ে ভাবান্তর।
কোন্ দিনে কেমনে, রবে ধরাসনে,
দেহ প্রাণে হবে ভাবে ভাবান্তর॥
মিছে মায়া ভাবে, মরিতেছ ভেবে,
ভবভাবে হয়ে ভাবে ভাবান্তর।
কামনাহীন মনে, প্রণব স্মরণে,
হয় জ্ঞানোদয় যায় ভাবান্তর॥

সম্পূর্ণম্।